আত্মবোধ।

আত্মবোধ।

(প্রাচীন গ্রন্থ)

শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত
শ্রীআশুতোষ সান্ন্যাল
সম্পাদিত।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
সাহেবগঞ্জ।

GUPTA PRESS
CALCUTTA

১৩০৬।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

Calcutta:

Printed by K. P. Chakravartee

GUPTA PRESS.

221, Cornwallis Street

উৎসর্গ

ভ্রাতৃ প্রতিম স্নেহাস্পদ স্বর্গীয়

প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

ভাই,

অসীমের ওর পারে দিগন্তের কোলে
যবে শান্ত হৃদি দুটী হরষ হিল্লোলে
পবিত্রতা মাখা। জ্যোতির্ম্ময় মনোহর
সুরমন্দাকিনীসম নির্ম্মল অন্তর,
পরিপূর্ণ স্নেহ প্রেমে ভাবেতে তন্ময়,
ধ্যান মগ্ন কি প্রশান্ত চিদানন্দময়।—
আমি হেথা আনত আঁখি ধূলি মাঝে বসি
নাহি জানি কার সেই বিরহের বাঁশি
ভগ্ন হৃদে উঠে কাঁদি। কোন ফুল দুটি
স্নেহ বৃন্ত হারা, ভূমে পড়িয়াছে লুটি
তাই ধূ ধূ করে আজ হৃদয় প্রান্তর,
তাইরে আকুল প্রাণ বিবশ অন্তর,
জগৎ ভাঙ্গিয়া গড়ে সে দুটী মূরতি
হৃদয় জ্বলিয়া করে তোদের আরতি;
যেথা থাক, লভ শান্তি হৃদয় নূতন
অশ্রুসিক্ত "আত্মবোধ" ক'রে না গ্রহণ

তোমাদের শোকে সন্তপ্ত
ভূপেন।

ভূমিকা।

এতদিনে আত্মবোধ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে এই প্রাচীনগ্রন্থ কখন মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং সাধারণের নিকট ইহা নূতন সামগ্রী। এবং সেই জন্য, আশা করি, নূতনত্ব জনিত কৌতূহলময় সমাদর ইহার প্রাপ্য।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আমরা যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। আমরা গত ৪।৫ বৎসরকাল ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত আছি। এবং ইহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু মানব অপূর্ণ, আমাদের পরিশ্রম কতদূর সফল হইয়াছে সাধারণের বিচার্য্য।

গ্রন্থকার ও তাঁহার বংশাবলী সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াও এমন কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই যাহাতে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে। যতদূর পারিয়াছি সূচনায় তাহা প্রকাশ করিয়াছি।

আমরা "আত্মবোধ" হইতে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে জগদ্রাম রায় ১৬৪৯।৫০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ ১৭০৯ শাকে যখন তিনি আত্মবোধ রচনা করেন তখন তাঁহার পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা সূচনাতে বলিয়াছি।

সূচনা লিখিত হইবার পূর্ব্বে আমরা জগদ্রাম রায় সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ দেখি নাই। সূচনাংশ ছাপার পূরে গ্রন্থকার সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ দেখিলাম। প্রবন্ধে বিশেষ নূতন কিছু দেখিলাম না সুতরাং প্রবন্ধ দ্বয় পাঠের পূর্ব্বে সূচনা লিখিত হওয়াতে ও বিশেষ কোন অসম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে প্রবন্ধ লেখকদ্বয় গ্রন্থকারের জন্মকাল লইয়া বিষম গোলোযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে বিষয়ে মীমাংসা করিতে যাওয়ার উপায় নাই। বারান্তরে অথবা কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই একটী কথা আমাদের বলিবার আছে। গ্রন্থের স্থানে স্থানে লিপি প্রণালীর নিতান্ত অস্পষ্টতা বশতঃ আমরা কদাচিত স্থানে স্থানে দুই একটী কথা উঠাইয়া দিয়াছি, স্থানে স্থানে ঈষৎ পরিবর্ত্তনও করিয়াছি, সেজন্য আশা করি উদার পাঠক আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থকারের বাসস্থান ভুলাই গ্রামে, আমরা ভ্রমবশতঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বলিয়াছি,—উহা বাঁকুড়া জেলা হইবে।

গ্রন্থের মুদ্রণ বিশুদ্ধির জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তথাপি যে সম্পূর্ণ সফলমনোরথ হইতে পারিয়াছি এমন

কথা বলিতে পারিনা দ্বিতীয় সংস্করণে এ সকল সংশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রচার সম্বন্ধে আমরা আমাদের প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ কর্ম্মকার এবং ৺যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের নিকট বিশেষরূপে ঋণী।

যতীন্দ্রনাথ এই পুস্তক প্রচার সম্বন্ধে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন এমন কি তাঁহার সাহায্য ব্যতীত আমরা এই গ্রন্থ আদৌ প্রকাশ করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। আজ এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল, কিন্তু ইহাতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিব কি আনন্দ প্রকাশ করিব বুঝিতে পারিতেছি না! এক দিকে আমাদের প্রিয় বন্ধুর প্রিয় গ্রন্থ প্রকাশিত, অপর দিকে আমাদের এই গ্রন্থ প্রকাশ কার্য্যের চির সহচর, আমাদের সুখে দুঃখে চির অবিকল অকৃত্রিম প্রীতি ভাজন স্নেহের বন্ধু অকালে অন্তর্হিত।

আমাদের এই বিশাল শোকস্মৃতি অনুদিন এই পুস্তকের সহিত দৃঢ় নিবদ্ধ থাকিবে।

আর এক কথা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি, এ, মহাশয় এই পুস্তক আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং এই পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে তিনিও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

আরাধনা।

(বীণাপাণি)

এস জননী ওগো জননী !
চরণ চুম্বিত ফুল্ল শতদল,
স্বর্ণা অঙ্কিত প্রকৃতি-অঞ্চল,
বীণাঝঙ্কৃত কত মুরজ মুরলী,
মধুর জ্যোৎস্না বরণী,
এস জননী ওগো জননী !

পিক-কলস্বর-কুহরিত কাননে,
শিহরিত পুষ্প বাসন্তী-স্বপনে,
উলাস-বিহ্বল সুপ্ত চরাচর,
উছসিত মধু রাগিণী
এস জননী ওগো জননী।

আদি-জ্ঞানোজ্জ্বল তব মুখ কিরণে,
ভাব উৎসায়িত তব মধু-চরণে,
নাদিত কবিতা কনক-কিঙ্কিনী,
চির-ভুবন মনোমোহিনী,
এস জননী ওগো জননী !

সুন্দর অবনী-গীতমধু-ছন্দ,
মলয় আকুল প্রবাহিত মন্দ,
অমল চরণ দু'টী বসুধা বন্দিত,
জগজন মনোহরণী
এস জননী ওগো জননী !

লুণ্ঠিত সুরাসুর তব কৃপাভিখারী
চিত্তপুলকিত তব রাগে শিহরি,
বিতরিছে অমৃত চঞ্চল মধুরে,
তুমি বরেণ্য-জন-বরণী
এস জননী ওগো জননী !

ক্ষরিত স্বর্গসুখ তব স্নেহে ভূতলে,
অন্ধ হৃদয়তল তব কৃপা উজলে,
ভাব-মন্দির চির ঢালিছে কবিমন
শক্তিময়ি ! চিরমুক্তি-বিধায়িনী
এস জননী ওগো জননী !

উজ্জ্বল তারামালা ভূষিত হারে,
কৃত চন্দ্রমা আরতি জ্যোছনা-ভারে,
নিবেদিত হৃদিদল অঞ্জলী আশে
সুন্দর চির মহিমোজ্জ্বল-শরণি
এস জগৎজননী জননী !

শ্রীগৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত ।

আত্মবোধ

সূচনা।

আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীন গ্রন্থ সমুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে, ইহা বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। হায়! আমাদের "শস্যশ্যামলা মলয়জ শীতলা" বঙ্গভূমির স্তরে স্তরে যে সকল অমূল্য সাহিত্যরত্ন অনাদরে অপ্রত্যক্ষভাবে নিহিত আছে, কে তাহাব সংখ্যা করিবে? যতই সেই সকল রত্ন আবিষ্কৃত হইতেছে ততই আমবা তাহার সৌন্দর্য্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইতেছি।

আজ আমরা পাঠকবর্গের নিকট যে গ্রন্থ লইয়া আসিয়াছি, ইহাও একখানি প্রাচীন গ্রন্থ, অন্যূন শতাধিক বর্ব হইল ইহা রচিত হইয়াছে। এককথায় এ গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করা

নিতান্ত কঠিন, ইহা কেবল কাব্য বা উপন্যাস নহে, একখানি অধ্যাত্মরূপক কাব্য। ইংরাজীতে Bunyan's Pilgrim's Progress প্রভৃতি যেরূপ গ্রন্থ ইহাও অনেকটা সেইরূপ, তবে ইহার ভাষা ছন্দোময়ী। এরূপ গ্রন্থে সচরাচর যেরূপ লেখকের আত্ম প্রকাশ থাকে. ইহাতেও তাহার অসদ্ভাব নাই।

সুতরাং কবিত্ব ছাড়া আর একটী দিক দিয়া ইহা সবিশেষ বিচার্য্য। ইহার আদ্যোপান্ত যে চমৎকার আধ্যাত্মিকতা মানব জীবনের প্রলোভন, আভ্যন্তর সংগ্রাম, তত্ত্বজ্ঞান লাভ, সুন্দর আত্মবিশ্লেষণ, সাধনের প্রথমাবস্থা হইতে চরমদশা প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় দৃষ্ট হয় ও ইহার ছত্রে ছত্রে যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বিবিধ শাস্ত্র হইতে যে জ্ঞানগর্ভ প্রমাণ বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই মন মুগ্ধ করে।

কি করিলে সংসারের দ্বাদশ তাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় প্রকৃতির সুদৃঢ় বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, সাধনের দ্বারা সেই বিশ্বস্রষ্টা অনন্ত মহিমাময় পুরুষের সাক্ষাৎলাভ ঘটে। তাহার জন্য পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লেখকের একটা জ্বলন্ত অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী দেশের দুর্ভাগ্য যে ইহার সকলেই প্রায় উপদেষ্টা, শিষ্য সংখ্যা বড় বিরল। সকলেই উপদেশ দিতে সুপটু, শিখিতে কেহই চায় না! কিন্তু এ পুস্তক সম্বন্ধে লেখককে সে অপবাদ দেওয়া যায় না। লেখক স্বয়ং একজন সিদ্ধ মহাত্মা, তিনি নিজ জীবনে যে সকল বিষয় জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পুস্তকে তাহাই যথাযথ বিবৃত করিয়াছেন মাত্র।

বহুকষ্টে আমরা এই কীটদষ্ট ও মসীলিপ্ত পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে বোধ হয় এই গ্রন্থ ১৭০৯ শক পৌষ মাস পূর্ণিমা তিথিতে বিরচিত হইয়াছিল। গ্রন্থের শেষাংশে একস্থানে লিখিত আছেঃ—

"সতশ নবম শকে পৌষ পূর্ণমাসী।
আত্মবোধ কহিল জগদ্রাম দাসী॥"

তাঁহার প্রকৃত নাম জগদ্রাম হইলেও অনেক স্থলে তিনি আপনাকে শ্রীরাম দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আপনাকে তিনি শ্রীরাম দাসী বলিলেন কেন? তাহাও নিরর্থক নহে। নাম প্রকাশের অনতিপূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন যে স্ত্রীহৃদয়ের উদারতা, সরলতা ও কোমলতা না থাকিলে সেই হৃদয়ের স্বামী, প্রাণের অধীশ্বর "আত্মারামের" সহবাস জনিত বিমলানন্দ অনুভব করা যায় না। তাহা ছাড়া, ভক্তের চক্ষে পুরুষ কেবল মাত্র অনন্ত চিন্ময় ভগবান, আর সব প্রকৃতি তাঁহারই স্নেহে-প্রেমে চির-তন্ময়—স্ত্রীউপাধি ধারণের ইহাও একটা কারণ হইতে পারে। আর এক কথা, যে মধুর রসের তরঙ্গাভিঘাতে একদিন সমস্ত বাঙ্গালা সচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল আমাদের পূজ্যপাদ লেখকও সেই মধুর রসে বিভোর ছিলেন সন্দেহ নাই। তাই তিনি শ্রীরাম দাসী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শিখর বংশের রাজ্য পঞ্চকোট খ্যাতি।
পূর্ব্বকূল মহিষাড়া ভুলই বসতি॥

মহানদ দামোদর প্রবাহ প্রীবিতে।
পঞ্চম পুরুষ বাস হল প্রমোদেতে॥"

উপরোক্ত কয় ছত্র হইতে জানা যায় যে লেখক পঞ্চম পুরুষ যাবৎ পঞ্চকোটের সুবিখ্যাত শিখর বংশীয় রাজ্যান্তর্গত মহীষাড়ার পশ্চিমে দামোদর প্রবাহিত আধুনিক মেজিয়া পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত নয়নাভিরাম শ্যামসুন্দর পুলইগ্রামে বসবাস করিতেন। এই স্থানেই তাঁহার প্রথম আধ দর্শন লাভ ঘটে :—যথা

"গুরুদত্ত মহামন্ত্র পাইলাম এস্থানেতে।
সাধুপদরজ মোর প্রাপ্তি হ'ল ইথে॥"

তিনি বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন যথা :—

"দেশকাল গুণগেল পাত্র গুণ কই।
বিপ্রকুলে উপাদান গুণ মাত্র এই॥"

এবং সম্ভবতঃ বৃদ্ধবয়সেই পুস্তক রচনা করেন ; তখন তিনি পুত্র পৌত্রাদির মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাও তাঁহার স্বরচিত কাব্য হইতে জানা যায়। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যথা :—

"এই পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র পৌত্র পাই।"

আত্মবোধ ব্যতীত "অদ্ভুতরামায়ণ" বা "রামকাব্য" নামক তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ ছিল, আমরা আজিও তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। (কোনও কোনও মাসিক পত্রে এই গ্রন্থ সমালোচিত হইয়াছিল।)

আত্মবোধের একস্থানে লিখিত আছে—

'এই স্থানে বসি ভাবি শ্রীরাম চরণ।
রামকাব্য এই স্থানে হ'ল উদ্দীপন" ॥

ইহাতে রামকাব্য নামক গ্রন্থের স্পষ্টতঃ উল্লেখ দেখা যায়।

তাঁহার বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ়দশা বিষয় চিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছিল। লেখকের মতে তখনও তাঁহার মন "কুমতি-আচ্ছন্ন" ছিল শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ তখনও তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু সদ্গুরুর কৃপায় ও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার কুমতির নেশা টুটিল তখন তিনি হৃদয়ের নৈরাশ্য ও তামসিক অন্ধকার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবারি সিঞ্চনে তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানতরু পুষ্পিত হইল, সাধনায় তাহা আরও সুষমাময়ী হইয়া উঠিল। তিনি পুরুষানুক্রমে রামাইৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। তাহা আত্মবোধ হইতেই জানা যায়। একস্থানে লিখিত আছে :—

"এই পরিবারে সদা সেবি রামচন্দ্র।
ক্ষণে ক্ষণে রামপদে বাড়ে প্রেমানন্দ" ॥

তিনিও আজন্ম শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন এবং সাধনা-বস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অযোধ্যার রামচন্দ্রকে পরমাত্মার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার অযোধ্যা ভিতরের, বাহিরের নহে।

"রাবণারি নিত্যরাম নিত্য ব্যাপ্ত আছে"

এই স্থলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কথিত "পরমাত্মা ও তাঁহার উপাস্য রামচন্দ্রে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি হইতে তাঁহার উপাস্য শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ নির্ণীত হইবে :—

সূচনা।

"সর্ব্বঘটে রমেন যে রামনাম তাঁর"।

স্থানান্তরে,

"হেন দেহে অন্তরে বাহেতে লোমে লোমে।
ব্যাপ্ত হয়ে কোলে লয়ে রন নিত্য রামে" ॥

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় পরব্রহ্মের স্বরূপ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা"। ৯ম অঃ
"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব"। ৭ম অঃ
সর্ব্বতঃ পাণি পাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩শ অঃ
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ
সূক্ষ্ম ত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৩শ ॥

সমগ্র গ্রন্থখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে জানা যায় গ্রন্থকার একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী ছিলেন এবং তিনি দ্বৈতবাদ ভালবাসিতেন। বৈদান্তিকেরা যে দ্বৈতবাদকে টিটকারী দেন ও মহামূর্খ ভাবিয়া অজস্র গালি পাড়েন ইনি সে প্রকারের দ্বৈতবাদী ছিলেন না। যাঁহারা সাধন পথের পথিক তাঁহারা এই গ্রন্থকারের দ্বৈতবাদ কিরূপ তাহা সম্যক বুঝিতে পারিবেন। বাহিরের কথায় তর্ক করিয়া বা বুঝাইয়া সে দ্বৈতবাদ খণ্ডন হইতে পারে বটে কিন্তু সাধনকালীন সাধনের অবস্থা বিশেষে সাধকের সেরূপ দ্বৈতবাদ স্বাভাবিক। আধুনিক বৈষ্ণব বাবাজীদিগের ন্যায় ইনি অদ্বৈতবাদের প্রতি খড়্গ হস্ত নহেন। গ্রন্থকার এই কথা বলেন :—

আত্মবোধ।

'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং মামকীনস্ত্বং
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্কচনো সমুদ্র স্তারঙ্গঃ।

মুখে দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ লইয়া বাগাড়ম্বর করিলে কি হইবে, কাজে দেখান চাই। আমাদের পূজনীয় গ্রন্থকার এক জন উৎকৃষ্ট সাধক ছিলেন তাহা তাঁহার আত্মবোধ গ্রন্থই প্রমাণ। সাধকব্যতীত বহির্মুখ লোকের মনে ওরূপ অধ্যাত্ম জগতের গুহ্যতম জিজ্ঞাসা একেবারে অসম্ভব।

গ্রন্থকার বলেন চূতফলের আঁটীটীও খাইতে ভাল নয়, উপরের খোসাটীও খাইতে ভাল নয়, আঁটীর মধ্যে ও খোসার ভিতরে যে পদার্থটী থাকে তাহাই আস্বাদন করিতে মিষ্ট লাগে; ইহার অর্থ এই যে অদ্বৈত অব্যক্তাবস্থা যদিও মূল কারণ কিন্তু আঁটীর ন্যায় তাহা রস শূন্য এবং কেবল উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ানও আম্রফলের খোসার ন্যায় তিক্ত ও কষায়।

সুতরাং তিনি উচ্চতম ও নীচ দুটী অবস্থাই পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাবস্থায় যে ভজনানন্দ তাহাতেই মাতিতে চান। গ্রন্থকারের ইচ্ছা এই, কাযে উক্ত ইচ্ছা কতদূর ফলবতী হয় তাহা বিচারের বিষয়। এ স্থলে আমরা সে কথার সবিশেষ উল্লেখ করিতে চাহি না।

এতদূর পর্য্যন্ত যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝান কঠিন হইবে না যে, লেখক একেবারে মুক্তির আকাঙ্খা করিতেন না।

'যস্য ভবতি হৃদয়ে ভক্তি আনন্দ সান্দ্রা-
বিলুঠতি তস্য চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্য লক্ষ্মী।'

তাঁহার মনের ভাব অনেকটা সেইরূপ ছিল। তাহার মতে সাধনের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ ও সাধনজনিত জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে হৃদয়ে ভক্তির অমৃতনিস্যন্দিনী উৎস উৎসারিত হয় তাহাতে আত্মা আনন্দে নিমগ্ন হইয়া সংসারের দ্বাদশজ্বালা ও জ্বলন্ত মর্ম্মভেদী পাপতাপাদি হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করতঃ অপার ভজনানন্দে ও মনোমোহিনী শান্তি-রসে হৃদয় আপ্লুত হয় এবং তাঁহার মতে ইহাই মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য, সাধনার চিরসিদ্ধি, অতৃপ্ত হৃদয়ের বাঞ্ছিত মিলন ॥

গ্রন্থকার অধিকার তত্ত্বের বড় বেশী পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এবং ইহাই স্বাভাবিক; বাহিরের রাজ্য শাসনে, মানব সমাজে, অধিকারী অনুযায়ী, শক্তির হিসাবে, যখন পদের তারতম্য লক্ষিত হয়, মানসিক রাজ্য শাসনে, অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলায়, তাঁহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? অধিকার তত্ত্বের অভাবে ধর্ম্মজগতে যে বিশৃঙ্খলা ঘটে তাহা বলা বাহুল্য, আমাদের আধুনিক উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মসমাজের অবস্থাই কি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? বেদান্তের প্রথমেও এই অধিকার তত্ত্ব লইয়া বিশেষ আলোচনা আছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে বাহুল্য ভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তাঁহার মতে সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত ভগবানকে লাভ করা বা মুক্তি পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই মহাসত্যের ইঙ্গিত করে। গুরু শিষ্যের মনে সন্দেহ তিমির বিনাশ করিয়া জ্ঞান দীপ জ্বালিয়া দেন, সে আলোকে নিত্যবস্তু ও নিত্যতত্ত্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে—মোহ

কুহেলিকা চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে একস্থানে বলিয়াছেন :—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

এতক্ষণ আমরা গ্রন্থকার সম্বন্ধে বলিতেছিলাম এইবার গ্রন্থ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি "আত্মবোধ" অধ্যাত্মরূপক কাব্য ইহা দ্বাদশ উল্লাসে বিভক্ত। গ্রন্থকারের মতে,

জগতের বার জ্বালা নাশের কারণ।
বারটী উল্লাসে গ্রন্থ আত্মবোধ হন॥

এই বারটী উল্লাসে লেখকের অধ্যাত্মজীবনের ক্রমোন্নতির একটা বেশ লিপিবদ্ধ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথম উল্লাসে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন মন যেন পতি বিশেষ তিনি স্বভাবত কুলীন বংশীয়, একাধিক দার পরিগ্রহ করা সুতরাং তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে, তাই তার দুটি স্ত্রী সুমতি ও কুমতি। সুমতি পরিণীতা হইলেও সম্পূর্ণ অপরিচিতা কুমতি বড় প্রগল্‌ভা, মুখরা, কুটিলা পাপ-পথাভিলাষিনী উভয়েই সুন্দরী কিন্তু সৌন্দর্য্যে সমধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সুমতি রূপবতী, সে রূপ দেখিবা মাত্র বুঝা যায় না—কিন্তু একবার দিব্যচক্ষে সে রূপরাশি নিরীক্ষণ করিলে আর চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশীথিনীর মুখে যে সৌন্দর্য্য, নীহার-কণ-বিহ্বল কুসুমাবলীর যে পবিত্রতা, সান্ধ্য গোধূলির যে উদার শান্তভাব, আর অমানিশার যে গাম্ভীর্য্য তাহা এই

সুমতির মুখে প্রতিভাত হইত। আর কুমাত? তাঁহার সৌন্দর্য্য বিদ্যুজ্জ্বালাময়ী দেখিবামাত্র চক্ষু ঝলসিয়া যায়, রূপানলে মন-পতঙ্গ পুড়িয়া মরে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু বড় অসরলা—বিদ্যুৎপ্রতিম সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যেন ভীষণ বজ্রানলের দাহিকাশক্তি অনুভব কবিতে হয়। গ্রন্থকার বলেন—তাঁহার "মন স্বামী" প্রথমে কুমতির কুহকে আত্মহারা হইয়াছিল—তাহার আপাতমধুর বাক্যাবলী তাহার কষ্ট কল্পিত রসিকতা ও ততোধিক তাঁহার মোহিনী সঙ্গীত যেন তাহার অন্তরাত্মাকে অচেতন করিয়া ফেলিতেছিল। কিন্তু পাপ বাসনা, কুমতির প্রলোভন ও ছলনা কত দিন আর "মন"কে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে? কুমতি ও তাহার সন্তানগণ যতই প্রবল হউক তাহাদের ভিত্তি খুব অসার। এদিকে সুমতি ও অবসর দেখিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি যেমনি দেখিলেন "মন" একটু বিমর্ষ ও বিচলিত হইয়াছে অমনি অলক্ষিত ভাবে ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়কে আত্মসাৎ করিবার উপক্রম করিলেন। পরস্পর দুটী বিভিন্ন প্রকৃতির বৈদ্যুতাগ্নির সংঘর্ষণ ঘটিল। মন চমকিয়া উঠিলেন। কে যেন তাঁহাকে অলক্ষিতে আর এক স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। তিনি দৈববাণীর ন্যায় কেবল তাহার কথাই শুনিতে পান, কিন্তু কে গায় কোথায় গায় তাহার নিরূপণ নাই। এইরূপ কিছুদিন পরে সত্য সত্যই একদিন সুমতি প্রকাশ্য রূপে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া "মন" আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। মন দন্তে তৃণ করিয়া সুমতির কৃপা ভিক্ষা করিলেন, সুমতিও সময়োপযোগী দুচারিটা কথা বেশ করিয়া শুনাইয়া দিলেন। সুমতি বলিল হে স্বামিন্! একবার আপনার

পানে চাহিয়া দেখ তোমার কি রূপ কি হইয়া গিয়াছে তোমার তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা কি মলিন হইয়া গিয়াছে। তুমি ভাবিয়া দেখ কোন দোষে আমাকে ত্যাগ করিলে! একবার ভাবিয়া দেখ কোন কুহকিনীর মোহ ঘোরে কোন বিষধর ফণিনীর দারুণ দংশনে, তুমি দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ। আর তোমার ঔরসজাত কুমতির কাম ক্রোধাদি সন্তানের দিকে চাহিয়া দেখ কি কদর্য্য আকৃতি! কি নীচ প্রকৃতি! কতদিন আর মোহ ঘোরে অচেতন রহিবে? সুমতির বাক্যাবলী ওজস্বিনী হইলেও তাহার অন্তরে এমন একটা করুণ রস ছিল যাহা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মাকে জাগরুক করিয়া তুলিল। তখন মনস্বামী দেখিলেন তাইত? স্বর্গের নন্দন কানন ছাড়িয়া একি পুরীষ আবর্জ্জনাময় নরক কুণ্ডে ভ্রমণ করিতেছি। যাহা হউক যা হইয়া গিয়াছে গিয়াছে। আর উদাসীন থাকা ভাল নয়। এই ভাবিয়া মন স্বামী সুমতির সহিত অতি সতর্কভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই খানেই প্রথম উল্লাস সমাপ্ত হইল।

২য় উল্লাস। এ উল্লাসে কুমতি ও সুমতির বিরোধ চলিয়াছে। গ্রন্থকার বলেন একদিন মনস্বামী সুমতি ও তাঁহার শিশু সন্তান লইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে কুমতি মনস্বামীর মানসিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত দেখিয়া সপুত্র একবারে সুমতিকে আসিয়া আক্রমণ করিলেন। কুমতির বাক্য বাণে সুমতির সর্ব্ব অঙ্গ জর্জরিত হইয়া উঠিল—সুমতি কিন্তু অম্লভাষিণী—মহিমাময়ী। তাঁহাকে অটল, অচল দেখিয়া এবারে স্বামির উপর রাগের মাত্রা বাড়িল, স্বামী মহাশয় বেগতিক দেখিয়া কোন পথে যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া ক'ঠ

স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্য থামাইয়া রাখিলেন। এইখানেই দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত হইয়াছে।

৩য় উল্লাস। ইহাতে কুমতি স্ত্রীজাত পুত্রাদিগের গুণাগুণ উল্লিখিত হইয়াছে। কুমতির ২৪ জন পুত্র যথা ;—

"কাম ক্রোধ লোভ মোহ নির্দ্দয় খলতা
মিথ্যা, হিংসা, চঞ্চল, অজ্ঞান, কৃপণতা ॥
অশুদ্ধ, অসত্য, ভয়, অশান্ত, অক্ষম
অভিমান, অধৃতি, অশুচি যে অধম ॥
নির্ল্লজ্জ, অতপ, শঠ আদি করি যত
কুমতি হইতে উপাদান হইল এত ॥"

কুমতি সন্তানগণের কার্য্যপ্রণালী তৃতীয় উল্লাসে অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

৪র্থ উল্লাস। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির যথার্থ প্রকৃতি অবগত হইয়া মনকে বিলক্ষণ ভীত হইতে হইল। তখন মন হা হতোস্মি! বলিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সুমতি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখন মন স্বামীকে প্রবোধিত করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মন ত ভাবিয়াই আকুল! কি করিয়া অতি শিশু সুমতির পুত্রগণ এই ঘোর পাপপঙ্ক হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে? তখন শান্ত সত্য দয়া প্রভৃতি সুমধুর বচনে মনকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। অবশেষে সুমতির জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞান আসিয়া পিতার উদ্ধারের ভার গ্রহণ করিলেন। মন দেখিলেন আর ত’নৌকায় পা

দিয়া কত দিন চলিবে ? আরও কথা এই সুমতির সেই শান্ত স্নিগ্ধ রূপরাশি তাঁহার হৃদিতল স্পর্শ করিয়াছিল—এখনো তাঁহার কর্ণকুহরে সুমতির বাক্যাবলী ধ্বনিত হইতেছিল "কত দিন আর মোহঘোরে রবে অচেতন।" কাজেই তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া কুমতির পথ ত্যাগ করিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে মন স্বামী সুমতিতে আসক্ত হইলে সুমতির গর্ভে এই কয়টী পুত্র জন্মিয়াছিল :-

"সুমতিগণের নাম শান্ত সত্য দয়া
ক্ষমা লজ্জা জ্ঞান ধৃতি অহিংসা বলিয়া।
শুদ্ধ সত্ব অভ্রম উদার সরলতা
অক্রোধ অভয় অচঞ্চল অক্রূরতা
দান তপ জপ দৈন্য শৌচ হীনমান
স্বাধ্যায় অখল তেজ আদি অভিধান

তাঁহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহিনা তাঁহাদের নামাবলীই তাঁহাদের গুণের সম্পূর্ণ পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৫ম উল্লাস। সুমতি ও কুমতির কলহ ভঞ্জন হইয়া গেল। মন নিবিষ্টচিত্তে সুমতির অনুধ্যান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে স্বর্গীয় আলোককণা আসিল, হৃদয়ের মোহ কুহেলিকা অল্পে অল্পে দূর হইয়া গেল, শান্তিতে হৃদয় প্রাণ ভরিয়া গেল। সুমতি মনকে রাম লীলা বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন। এই উল্লাসে "রাম তত্ত্বের" মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ উল্লাস। জ্ঞানের আবির্ভাব, মোহ অপসারণ। হৃদয়ে

জ্ঞানের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, দেশ, কাল, পাত্র ও তাহার গুণের বিষয় সম্যক্ আলোচিত হইল। সাধক জ্ঞান প্রভাবে জীবনের গভীর রহস্য মীমাংসা করিলেন।

৭ম উল্লাস। এ উল্লাসে নিত্য রাস লীলা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এস্থলে একটী সুন্দর রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন— তাহা পাঠ করিয়া বিমোহিত হইতে হয়। এ উল্লাসে রামায়ণের একটী সুন্দর আধ্যাত্মিক রূপক উল্লেখ করিযাছেন— আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না ঃ——

সেই দশরথ রাজা ত্রেতাযুগে গেছে
আর দশরথ দেখ বর্ত্তমান কাছে ॥
দশ জন ইন্দ্রিয় তাহাতে যা'র গতি
দশরথ বলিয়া মনের গুপ্ত খ্যাতি ॥
মনকে আনন্দে রাখে সে কৌশল্যা হয়
ভাব রূপা কৌশল্যা জানিহ নিশ্চয় ॥
মন দশরথ আর ভাব কৌশল্যাতে
দোঁহে যুক্ত হইলে রামের জন্ম তা'তে ॥
যথা রাম তথা সীতা সদা অবিচ্ছেদ
হ্লাদিনী শক্তি রূপা যুক্তি বলে বেদ ॥

রাম চন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া যে লীলা করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে, নিত্যস্থানে সে লীলা নিত্য প্রকাশিত।

"ভাগ্যবান্ জন কেহ দেখিবারে পায় ॥"

হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের সহিত পরা প্রকৃতি হ্লাদিনী শক্তি নিত্য বিলাস বৈভব বিকাশ করিতেছেন।

এ উল্লাসে পরমাত্মার স্বরূপ কি তাহার আভাব বা ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে; কি উপায়ে প্রকৃতির নিবিড় বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে, কি করিলে আত্মা মোহ বিজড়িত হইবে, এই সকল গভীর তত্ত্ব প্রমাণ প্রয়োগের সহিত অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৮ম উল্লাস। মন জীব-বুদ্ধি বশতঃ জ্ঞানের নিকট কিছু অলৌকিক দর্শন করিতে প্রার্থনা করিলেন। সামান্য বিষয় যাহাকে আমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি বা যাহাকে উপহাসের বিষয় ভাবিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিই, জ্ঞান সেই সকল বিষয় লইয়া তাহার এমনি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তাহাদের অন্তর্গতি এমনি অমানুষিক ক্রিয়া প্রদর্শন করাইলেন যে মন তাহা দেখিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গেলেন। এ উল্লাসে জ্ঞান বিশেষ যুক্তির সহিত মনকে দেখাইয়া দিলেন যে জীবের কোন কর্তৃত্ব নাই ভগবানই মায়া পাতিয়া বিচিত্র লীলা করিতেছেন!!

মন তখন সম্পূর্ণ না হউক অন্ততঃ আভাষে বুঝিলেন।

> "ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"
>
> গীঃ ১৮শ অঃ।

এবং নিজের কর্তৃত্বের পরিসর কতদূর জানিয়া লজ্জিত হইলেন।

৯ম উল্লাস। উল্লাসে উল্লাসে গ্রন্থের মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই উল্লাসে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন বস্তু (সিদ্ধি) প্রাপ্তি হইলে কিরূপ অবস্থা হয় ও তিনি কিরূপ চিহ্ন দ্বারা লক্ষিত হন ইত্যাদি। আত্মার সহিত যখন প্রথম মিলন হয় তখন যেরূপ সন্দেহ বিতর্ক প্রভৃতি মনোমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই সকল যেরূপে নিরাকৃত হয় তাহা এই স্থানে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মার সন্দর্শনে ও তাঁহার স্বরূপ ধ্যানে কলি-কল্মষ-দূষিত চিত্ত কিরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে গ্রন্থকারের সেই ভাব গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার এই উল্লাসে দেখাইয়াছেন যে সদ্গুরু প্রদর্শিত আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটিলেই যে "প্রাপ্তি" ঘটে তাহা নহে। জন্ম জন্মার্জ্জিত সাধনালব্ধ সিদ্ধি লাভ হইলেই ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মে।

১০ম উল্লাস। মনের এখন ও সংশয় শেষ হয় নাই তবে অনেকটা প্রকৃতিস্থ বলিয়া বোধ হয়। মনের স্থিরতা না থাকায় এখনও বিশ্বাস-ভূমি বেশ দৃঢ় হয় নাই। জ্ঞান তাহা জানিতে পারিয়া সংশয় ছেদ করিয়া দিলেন ও ভাবী সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন।

১১ দশ উল্লাস। এই উল্লাসে—জ্ঞান প্রভাবে মনের সমস্ত সংশয় দূর হইয়া গেল। সুতরাং ভ্রান্তি না থাকায় মন বিমলানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। চির অতৃপ্ত প্রাণ শান্তির বিমল বারি পানে অমৃতত্ব লাভ করিলেন। এই উল্লাসের কথা সংক্ষেপে না লিখিয়া আমরা পাঠকবর্গকে ইহার মর্ম্ম অবধারণে অনুরোধ করি।

১২শ উল্লাস। যেমন গীতার ১৮ দশ অধ্যায় সমস্ত অধ্যায়

সমূহের সার তদ্রূপ ১২শ উল্লাসটি সমস্ত আত্মবোধ গ্রন্থের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই উল্লাসের বিষয় লেখা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক! একাদশ উল্লাস পাঠ করিয়া দ্বাদশ উল্লাস পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এক কথায় এই উল্লাসে জীবন্মুক্তি ও প্রেমের বিষয় বর্ণিত করিয়া জ্ঞান মনের নিকট ও গ্রন্থকার পাঠকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। কিমধিকমিতি।

সাহেবগঞ্জ,

১লা বৈশাখ। ১৩০৬।

প্রকাশকস্য।



* গ্রন্থকারের বংশতালিকা।

(ভূলুই গ্রাম, মেজিয়া পোঃ আঃ, জেলা বর্দ্ধমান)

রামরায়

- রঘুনাথ রায় — শ্রীমতী শোভা দেবী —
  - জিতরাম
  - *জগদ্রাম
    - রামপ্রসাদ
      - সীতারাম (সন্ন্যাসী)
      - রূপরাম
        - রামকমল
          - রামনারায়ণ
    - কৃষ্ণপ্রসাদ
      - শ্রীরাম
        - রামদয়াল — রামতীর্থ
          - রামচরণ (জীবিত)
    - রামনারায়ণ
      - বামানন্দ
        - রামতীর্থ
  - মধুর
  - রাধাকান্ত
  - কৃষ্ণকান্ত
  - রামগোবিন্দ

গ্রন্থকার ও তদ্বংশীয়গণের গ্রন্থাবলী।

জগদ্রাম —— আত্মবোধ।

জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ (জগদ্রামের পুত্র) — দুর্গাপঞ্চরাত্রি ও অদ্ভুত রামায়ণ বা রামকাব্য।

রামপ্রসাদ " কৃষ্ণলীলামৃত।

---

* এই তালিকা আমার অকৃত্রিম সুহৃদ স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বিশ্বা সংগৃহীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সহিত তাঁহার স্নেহময় স্মৃতি চিরদিন বিজড়িত থাকিবে।

আত্মবোধ।

প্রথম উল্লাস।

(১) জগদ্‌গুরু চরণ পদ্মে করিয়া প্রণতি
আত্মবোধ গ্রন্থাদি করণে হৈল মতি। ১
বাল্য যুবা কাল গেল বৃদ্ধদশা হৈল
রাম কোথা পাব কিছু স্থির না হৈল। ২
(২) বাহিতে অনেক যত্নে খুঁজিয়া বেড়াই
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রাম প্রাপ্তি হৈল নাই। ৩

---

(১) "মদগুরু শ্রীজগদ্‌গুরু" ইতি গুরুগীতা। অর্থাৎ জগদেক আত্মা নারায়ণ বা আত্মজ্ঞানী; আত্মজ্ঞানী আত্মার স্বরূপ।

(২) বাহিরে ভাসিয়া বেড়াইলে আত্মারামকে লাভ করা যায় না; তাই বুঝি মহাত্মা কবির সাহেব বলিয়াছেন "বাহার

শান্ত হয়ে বসি ভাবি শরীর ভিতরে
দুটি নারী বসে আছে হৃদয় মন্দিরে।
(১) কুমতি সুমতি দুই মনের গৃহিণী
মনকে বেষ্টিত করে আছে দু সতিনী
(২) বড় পুত্রী কুমতি মনের প্রিয় বড়
কোটি কোটি জন্ম তার সঙ্গে প্রেম দড়। ৬

কা পট্ দে কর অন্তর কা পট্ খোল” বাহ্যেতেই যত আবরণ, তজ্জন্য অপ্রকাশ ও সেইরূপ। বাহ্য বিষয়ে বুদ্ধি উপহত হইলে অন্তর্বুদ্ধি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। কাজে কাজেই রূপে মুগ্ধ হইতে হয়। বাহ্য বিষয়ে মন লিপ্ত থাকিলে সহস্র সহস্র কামনা মানসতটে তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় একটীর পর একটী আঘাত করিবে এবং তাহাতেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া অশান্তি-সাগরে নিমজ্জিত হইবে কিন্তু এই মন যখন সাধন সাহায্যে স্থির হইয়া আসিবে তখনই চিত্ত নিষ্কাম হইয়া শান্তি লাভের উপযোগী হইবে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,

“আপূর্য্যমান মচল প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তি মাপ্নোতি ন কাম কামী॥ ২য় অঃ।

(১) সূচনায় দ্রষ্টব্য।

(২) সৃষ্ট জীব স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি মার্গের বশবর্ত্তী সেই জন্য তাহার প্রতিরোধ করিতে হইলে উল্টা পথ ধরিতে হয় —নিবৃত্তি মার্গ। কোটি কোটি জন্ম জীব প্রবৃত্তির বশে অসংখ্য

বিশ লক্ষ স্থাবর জনম আগে গেল
জলে জলচর জন্ম নব লক্ষ হৈল। ৭
ক্রিমি জন্ম হৈল সেই একাদশ লক্ষ
তার পর জন্ম হৈল দশ লক্ষ পক্ষ। ৮
(১) ত্রিশ লক্ষ পশু জন্ম জন্মিল ভারতে
চারি লক্ষ জন্ম শেষে মনুষ্য দেহেতে। ৯

প্রমাণং

"স্থাবরং বিংশ লক্ষাণি জলেচ নব লক্ষকা
ক্রিমিশ্চ রুদ্র লক্ষানি দশ লক্ষানি পক্ষকা
পশুত্বং ত্রিংশ লক্ষানি চতুর্লক্ষানি মানবা"।

এতেক জনম গেল কুমতি সংহতি
কভু না করিল ত্যাগ পতিব্রতা সতী। ১০
স্বামী পরায়ণা সতী স্বামিরে না ছাড়ে
(২) জন্ম জন্ম কুমতি তাহাকে আসি বেড়ে। ১১
মন কৈল রতি তাহে জন্মিল সন্তান
গণনে চব্বিশ জন শুনহ বিধান। ১২

যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে—বহু ভাগ্যে জীব নিবৃত্তি মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করে।

(১) ভারতে—জীবজগতে।

(২) বর্ত্তমান কর্ম্মের ফলে পরজন্ম গ্রহণ হয় এবং পর জন্মে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার সংক্রামিত হয়।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, নিদয়, খলতা,
মিথ্যা, হিংসা, চঞ্চল, অজ্ঞান, কৃপণতা। ১৩
অশুদ্ধ, অসত্য, ভয়, অশান্ত, অক্ষম,
অভিমান, ধৃতিহীন, অশুচি, অধম। ১৪
নির্লজ্য, অতপ, শঠ আদি করি যত
কুমতি হইতে উপাদান হৈল এত। ১৫
(১) অসুর জন্মিল সেই আসুরী কারণ
আসুরী সমস্ত বলি গীতার বচন। ১৬
(২) এই পরিবার সঙ্গে স্নেহ করি আমি
[illegible]ত্র চৌরাশি লক্ষ কুণ্ড কতবার ভ্রমি। ১৭
অর্জিত সন্তানগণে কুসঙ্গ মিলায়
(৩) সঙ্গদোষে কাম আদি উপস্থিত হয়।
কাম হৈতে ক্রোধ জন্মে ক্রোধে মোহ হয়
মোহ করি মতি লোপ বুদ্ধি করে ক্ষয়। ১৯

---

(১) কারণ যেরূপ থাকিবে কার্য্যোৎপত্তিও তদনুরূপ হইবে। যাহারা রজস্তমগুণে অভিভূত তাঁহারাই অসুর। রজস্তমগুণে থাকিয়া মনুষ্য যে কার্য্য করে তাহা অসুরের কার্য্য। যিনি যত অধিক এই গুণদ্বয়ে অভিভূত থাকেন তাঁহার প্রবৃত্তিও তদনুযায়ী আসুরিক ভাব ধারণ করে। গীতা ১৬শ অধ্যায়ে ৭ম হইতে ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

(২) পাপের সহবাসেই নরকে গতি হয়। স্নেহ = মুগ্ধতা।

(৩) সঙ্গ = আসক্তি।

বুদ্ধি নাশ হয়ে হয় অবশ্য নিধন
তাহার প্রমাণ শুন গীতার বচন ॥ ২০

তথাহি প্রমাণং।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
গীতা ২য় অঃ।

এইমত ভ্রমিতে ভ্রমিতে এ ভারতে
উবু ডুবু করি ফিরি সংসার সিন্ধুতে। ২১
(১) এই জন্ম কোন্ জন্ম বুঝিতে নারিল
অকস্মাৎ সুমতির সঙ্গে দেখা হৈল। ২২

---

(১) কত লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীবের কর্ম্মভোগের অবসান হয়। জীব আপনা হইতেই তখন কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভে আকুল হইয়া পড়ে। বিষয় প্রপঞ্চে পড়িয়া জীব যখন মোহক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত তখন কে যেন তাহাকে জাগ্রত করিয়া দেয়। কিন্তু মোহঘোরে মন আচ্ছন্ন থাকায় পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ প্রথমে সে নিবৃত্তি মার্গ অনুসরণ করিতে ঔদাস্য দেখায়। ভিতর হইতে কে একজন অসম্মার্গী মনকে সৎপথে আনিবার জন্য অবিচ্ছেদ চেষ্টা করে এবং সে চেষ্টাটী এত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সাধিত হয় যে মোহাসক্ত মন সহজে বুঝিতে সক্ষম হয় না। লক্ষ লক্ষ জন্মের মধ্যে কোন্ জন্মটী যে আমায় শুভ

মন ভাবে কুমতির সঙ্গে জন্ম গেল
হেন নারী কোন জন্মে কভু না দেখিল ।২৩
ইহার সঙ্গে আলাপ দু'দণ্ড যদি হয়
এই দেহ গেহ মোর ধন্য অতিশয়। ২৪
এই ভাবি মন সে বসন নিল গলে
ধাইয়া পড়িল সুমতির পদতলে । ২৫

মনোবাচ

মন । (১) কোথা ধাম কিবা নাম যাবে কোথাকারে
করুণা করিয়া সব বলিবা আমারে । ২৬
সুমতি । শুন মন মোর স্থিতি নিত্যানন্দ পুরে
সুমতি আমার নাম খ্যাত এ সংসারে । ২৭

ফলদান করিবে বা এই ঘোরতর জন্ম বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য হরি পাদপদ্মে রতি জন্মাইবে তাহা বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে যতদিনই মোহ-ঘোরে ভগবানকে ভুলিয়া থাকুক না কেন এমন এক দিন আসিবে যে সে ভগবানের শরণাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবে না। "আমি করিব না" এ জোর টিকিবে না। শ্রীভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিতেছেন "কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ" ১৮শ অঃ।

(১) সুমতি ও কুমতি দুটীই মনের পত্নী। কুমতিতে অত্যন্ত্যাসক্ত মন সুমতিকে চিনিতে পারিলেন না। ইহা কিছুই অসম্ভব নয় স্ব স্ব জীবনে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

সৎপাত্র দেখিয়া আমি খুঁজিয়া বেড়াই
শুদ্ধ সত্ত্ব ঘট বিনা মোর স্থিতি নাই। ২৮
(২) সাধু পদরজ তুমি পাইলে কোন মতে
এ কারণে তোমাসনে দেখা এ ভারতে। ২৯
সাধু সমাগমে সত্য ত্রিপাপ নাশয়
যাহার আশ্রয়ে নিত্যানন্দ প্রাপ্তি হয়। ৩০

প্রমাণং

"গঙ্গা পাপং শশি তাপং দৈন্যকল্পতরুর্হরেৎ
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্য সাধু সমাগমে"
মন বলে যদি দেখা দিলে কৃপা করি
এ দেহ মন্দিরে বাস করহ সুন্দরী॥ ৩১

---

(২) সুকৃতির উদয় হইবামাত্রই সাধুসঙ্গ হয় ও সাধুসঙ্গ গুণে জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিধৌত হইয়া যায় এবং তখনই ভগবৎ পদে রতি জন্মে

"যদৈব সৎসঙ্গ তদেব সঙ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।

ভক্ত প্রহ্লাদও বলিয়াছেন—

নৈষাং মতিস্তাবৎ দুরক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থোপগমো যদর্থ
মহীয়সাং পাদ রজোভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

সুমতি— বলেন শুন কুমতির পতি
তোমার এ দেহে বাস না হবে সম্প্রতি ॥ ৩২
কুমতি প্রবলা তব জ্যেষ্ঠা যে গৃহিণী
কোটি কোটি জন্ম তার সঙ্গে আছ তুমি। ৩৩
তা হ'তে জন্মিল তব চব্বিশ সন্ততি
(১) জন্ম জন্ম সবারে প্রবল কৈলে অতি। ৩৪
তাহাদের ঘর দ্বার তুমি তার বশ
সে সবার সঙ্গেতে আমার নহে বাস। ৩৫
এক ঘরে দুগতিনী বসতি জঞ্জাল
অবিরত কুন্দলিতে যায় সর্ব্বকাল। ৩৬
আমি যথা থাকি তথা কুমতি না রয়
(২) অন্ধকার রাত্রে জ্যোৎস্না কখন না হয়। ৩৭
জনমে জনমে মোরে আরাধনা কৈলে
সেইকালে সেই দেশে সাধু পদ ধুলে। ৩৮
(৩) সে কারণে তোমা সঙ্গে এই কালে দেখা
রহিতে না পারি কিন্তু যেতে নারি রেখ্যা। ৩৯

---

(১) অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরে ক্রমাগত অনুশীলন দ্বারা রিপু সকল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

(২) অন্ধকার রাত্রি স্বরূপ কুমতি যেখানে থাকিবে জ্যোৎস্নালোকময়ী সুমতির কিরণ রাশি সেখানে কিরূপে ফুটিবে?

(৩) রেখ্যা—রাখিয়া।

শুন মন মোর সঙ্গে দেখা এইমতে
(১) প্রেম কিয়া তাতে তুমি পারিবে রাখিতে ।৪০
(২) আমাসহ প্রীত যদি বাড়াইতে পার
আনন্দ-হিল্লোলে রবে প্রেমে হয়ে ভোর ।৪১
পুনঃ পুনঃ জন্ম যাতায়াত নাহি আর
কিসের অভাব সুমতি গৃহিণী যার ॥ ৪২
মন——বলে সুমতি আমারে কিনে লও
তৃণ দন্তে ধরি বলি পাছে ছেড়ে যাও । ৪৩
সুমতি— বলেন ভাল আজি হতে হৈল
আমি তোমার হলাম তুমি বাসে চল

মন এখনও প্রস্তুত হন নাই তজ্জন্য সুমতির থাকা অসম্ভব কিন্তু মনকে উদ্ধার করিবার জন্য অত্যন্ত কৃপাযুক্তা হইয়া সুমতি যাইতেও পারিতেছেন না। সাধুদিগের পাপীর প্রতি এইরূপ কৃপাই হইয়া থাকে ।

(১) এখানে সুমতি মনকে উপায় দেখাইয়া দিতেছেন ।

(২) সাধারণ মনুষ্য একটা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার ফল কিরূপ হইবে ভাবিয়া লয় । কামী ব্যক্তিরা ফল কামনা হীন কার্য্য আদৌ করিতেই চাহে না। পাছে মন নিষ্কাম ব্রত লইতে পশ্চাদ্‌পদ হন তাই সুমতি ৪১ ও ৪২ পদের দ্বারা ফলশ্রুতি দেখাইতেছেন ।

(৩) দিব্য করি দুইজনে হ'য়ে সম্মিলন
তাহাতে সন্তান জন্মে এ চব্বিশ জন। ৪৫
সুমতিগণের নাম শান্ত, সত্য, দয়া,
ক্ষমা, লজ্জা, জ্ঞান, ধৃতি, অহিংসা বলিয়া। ৪৬
শুদ্ধ, সত্ত্ব, অভ্রম, উদার সরলতা,
অক্রোধ, অভয়, অচঞ্চল, অক্রূরতা। ৪৭
দান তপ, জপ, দৈন্য শৌচ, হীনমান,
স্বাধ্যায়, অখিল, তেজ আদি অভিধান ॥ ৪৮
দিবস সম্পদ বলি গীতোল্লাসে কন
মোক্ষের কারণ হন এ চব্বিশ জন। ৪৯

তথাহি প্রমাণং

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপআর্জবম্
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তির্ পৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ লোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচ মদ্রোহোনাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্যভারত ॥"

গীতা ১৬শ অঃ ১।২।৩ শ্লোক।

৩। দিব্য করি—প্রতিজ্ঞা করিয়া।

(১) এই জায়া সুত লয়ে সঙ্গোপনে বসি
সাধুসঙ্গ অকস্মাৎ তথা মিলে আসি ॥ ৫০

ইতি আত্মবোধে জগৎ প্রকাশকে
কুমতি-সুমতি উদ্দেশ কথনং নাম
প্রথমোল্লাসঃ।

---

(১) সুমতি কৃপা করিয়া যখন জীবের মনোমন্দিরে অবস্থান করেন তখন আপনা হইতেই সৎকার্য্য সমূহে প্রবৃত্তি জন্মে। কে যেন হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার মুছাইয়া দেয়, অমনি জীব আপনার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া শিহরিয়া উঠে; তখন ভয়-ব্যাকুল চিত্তে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। প্রথমে শ্রদ্ধা হয় তৎপরে সাধুসঙ্গের ইচ্ছা জন্মে; সাধুসঙ্গের পর ভগবৎ ভজনের চেষ্টা হয় এবং ভগবানের ভজনা করিতে করিতেই প্রবৃত্তির উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া আইসে। প্রাণ ভগবদ্ভক্তিতে ভরিয়া যায়।

আদৌ শ্রদ্ধা ততো সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থ নিবৃত্তি স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ
অথাসক্তি স্ততোভাবঃ ততোপ্রেমাভ্যুদয়তি ॥

দ্বিতীয় উল্লাস

এই মত কতেক দিবস মাত্র যায়
বড় পত্নী কুমতি জানিল অভিপ্রায়। ১
(১) একদিন বসি আছে ছোট পরিবারে
হঠাৎকারে কুমতি দেখিল আসি তারে। ২
কুমতি আসিয়া বলে শুন পতি মন
কে বটে এ নারী, কার এ সন্ততিগণ ? ৩

---

(১) পুণ্যাত্মার সহবাসেও পাপরিপু, সময়ে সময়ে আসিয়া উকি মারে, কারণ বহুদিবসের সংস্কার একবারে যাও বলিতেই যাইতে চাহে না। তাই এখানেও কবি দেখাইতেছেন যদিও মন সুমতির সহবাসে আছেন তথাপি কুমতি হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। সাধক কবি এখানে তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তেঁই সে পূর্ব্বের মত মো সনে না বস
আমা ত্যজি কোন লাজে চোরা পথে এস। ৪
আমারে মনে না লাগে পেয়েছ যুবতী
দেখিতে অনেকগুলি জন্মেছে সন্ততি। ৫
(১) তুমিত ছাড়িতে চাহ আমি না ছাড়িব
যথা তুমি যাবে আমি তথায় বেড়িব। ৬
(২) শুনিলো সুমতি তুই সতিনী হইলি
বিনা অধিকারে ঘরে কেমনে বসিলি। ৭
ঝাঁটা মারি দূর করি দিব সত্য কই
যার ঘর তার ঘর নয় নেপোয় মারে দই। ৮
মোর পতি বটে কিনা জানে সর্ব্ব জন
সাক্ষী আছে আদিত্য চন্দ্রিমা তারাগণ। ৯
পবন পৃথিবী জল অগ্নি শূন্য আদি
দিবা রাত্র তিন সন্ধ্যা আছে অদ্যাবধি। ১০

মানব চরিত্র আলোচনা করিলে এ বিষয় সম্যক বুঝিতে পারা যায়।

'ছোট পরিবার'—সুমতি।

(১) জীব বহু সাধনায় প্রবৃত্তির হস্ত হইতে নিস্কৃতি পায়। প্রবৃত্তি ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না।

(২) মনকে ছাড়িয়া এবার সুমতির সঙ্গে লাগিয়া পড়িলেন।

আমি সতী মন পতি সঙ্গে করি রতি,
সাক্ষীগণে সুধা দেখি কার এই পতি। ১১
তর্জ্জন গর্জ্জন নানা ভৎসনা করিল
শুনিয়া সুমতি মন পতিরে বলিল। ১২

সুমতি। পূর্ব্বেতে বলেছি মোরে নারিবে রাখিতে
প্রবল দম্ভিনী স্ত্রী কুমতি যে গৃহেতে। ১৩
(১) সুমতি গর্জ্জিয়ে কুমতিরে কয় কথা—
আপনার মন্দ করিলি যে খেয়ে মাথা। ১৪
স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী আদি যত
আশী লক্ষ জন্ম মন ফিরিয়াছে কত। ১৫
তার পর চারি লক্ষ নর জন্ম হবে,
কিছু কিছু অধিকার হোলো মোর তবে। ১৬
নীচ কুলে যাবৎ জন্মিল পতি মন
তোর অধিকার ছিল সত্য এ কথন। ১৭
শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় কুলেতে জন্ম হৈল
শ্রীগুরুচরণ পদ্ম আশ্রয় করিল। ১৮
সেইকাল হতে বটে মোর অধিকার
নিষেধ না কৈলি কেন গুরু সেবিবার। ১৯

---

(১) সুমতি বিদ্রূপচ্ছলে কুমতিকে বলিতেছেন যে যখন মনপতি সৎকার্য্য আরম্ভ করিত তখন তাহাকে কেন হাত ধরিয়া বারণ করিতে না। তাহা হইলে সে চিরকাল তোমারই থাকিত

গঙ্গাস্নান করিতে কেন নিষেধ না কৈলি
মহাপ্রসাদ খাইতে কেন হাতে না ধরিলি ।২০
শালগ্রামে দণ্ডবৎ সাধুরে প্রণতি
হরিনাম গান কিম্বা শ্রদ্ধা ভক্তি রতি । ২১
জীবে ফল জল যবে দান কৈল পতি
নিষেধ না কৈলি কেন সঙ্গে থেকে সতী । ২২
বেদমাতা গায়ত্রী জপিল বিপ্র হ'য়ে
পাইল তারক মন্ত্র শ্রীগুরু সেবিয়ে । ২৩
রাম নাম মহামন্ত্র উচ্চারিল মুখে
তখনি জান না কি ছাড়িয়া গেল মোকে । ২৪
যে কালে মস্তকে দিল সাধু পদধূলি
তোর স্বামী আছে আর জেনেছ চণ্ডালি ? ২৫
ছাড়ি দিয়া তাড়িয়া ধরিতে কোথা পাবি
পুত্রগণ সহ শীঘ্র অধঃপাতে যাবি । ২৬
যেন তোর মতি তেন পতি খোঁজ গিয়া
এ মন্দির হ'তে তুমি পলাও ধাইয়া । ২৭
আমি যে বলিনু তাহা সুধা সাক্ষীগণে
ধর্ম্ম শাস্ত্র জ্ঞাত তারা ধর্ম্ম মর্ম্ম জানে । ২৮

(১) সুমতির অভ্যুদয় হইলে কুমতি ও তাহার কাম ক্রোধাদি সন্তান শাপভ্রষ্টের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। কবি অভিসম্পাতচ্ছলে সুমতির মুখ দিয়া এই মহাসত্য ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সাক্ষীগণে কিবলে তা আগে গিয়া শুন
শুনিলে মরিবে যেন জোঁক মুখে চূন। ২৯

ইতি আত্মবোধে জগৎ প্রকাশকে
স্নমতি কুমতি বিরোধ কথনং নাম
দ্বিতীয় উল্লাসঃ।



তৃতীয় উল্লাস।

দোহার কোন্দলি শুনি মন বিচারিয়া
কহেন দোঁহারে কিছু প্রবোধ করিয়া। ১

মন। তোমা দোঁহার কোন্দলিতে আমি নষ্ট যাই
দোঁহে চিত্ত স্থির করি বৈস দুই ঠাঁই। ২

(১) পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে পেয়েছি দু জায়া
দোঁহার অধীন আমি মোরে কর দয়া। ৩

---

(১) মন কুমতিকেও ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না অথচ সুমতির কার্য্য কলাপেও মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই এখন কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। অর্থাৎ সুমতির পক্ষ সমর্থন করি না কুমতির সঙ্গে থাকি মনের এ ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কোনটি যে তাঁহার গুরুতর প্রার্থনীয় তাহা তিনি এখনও সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। এই আভ্যন্তর সংগ্রাম ও হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাত মানবহৃদয়ে স্বাভাবিক সূক্ষ্মদর্শী সাধু কবি ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শুনহ কুমতি আমি তোমাদের বশে
কোটী জন্ম ফিরিতেছি এ ভব নিবাসে। ৪
তোমাদের বশে কোটী জন্ম মোর গেল
রক্ষা কর এইবার মোর বশে চল। ৫
সন্তান জন্মিল যেই তোমার উদরে
কার কোন গুণ সব বলুক আমারে। ৬
পশ্চাতে বলিবে সুমতির পুত্রগণ
আমার পালন তোরা কে কর কেমন। ৭
কথা শুনে দুই ভিতে দুজনে বসিল
আগেতে কুমতি নিজ গণেরে ডাকিল। ৮
কুমতি বলিছে মোর শুন বাছাগণ
তোমাদের কার্য্য মনে কররে জ্ঞাপন। ৯
(১) তোমাদের কর্ম্মগুণে মনের বসতি
তোমাদের কার্য্যাকার্য্য বলহ সম্প্রতি। ১০
মাতার শুনিয়া বাক্য কুমতিরগণ
একে একে নিজগুণ করে নিবেদন। ১১
কাম। কাম বলে শুন পিতা কর অবধান
সকলের শ্রেষ্ঠ আমি মহা বলবান। ১২

---

(১) 'মনের বসতি'—মনের স্থিতি অর্থাৎ কামের উদ্রেক হইলে মন কামাসক্ত হন ক্রোধের উদ্রেক হইলে মন ক্রোধযুক্ত হন। ইত্যাদি।

পূর্ব্বের কারণ বলি সৃষ্টি যবে হইল
কি প্রকারে সৃষ্টি বাড়ে ঈশ্বর ভাবিল। ১৩
(১) এই সে ঈশ্বর কিছু স্থির নাহি পায়
সৃষ্টি স্থির রাখে হেন লোক পাব কায়। ১৪
কুমতিরে সৃষ্টি করি মোসবারে দিল
অক্ষয় সৃষ্টি রাখ বলি মোরে সৃষ্টি কৈল। ১৫
সেই হ'তে এই মোরা সংসারে বেড়াই
কাম, ক্রোধ আদি করে এ চব্বিশ ভাই। ১৬
আপন করম বলি শুন মন করি'
ব্রহ্মা হ'তে কীট আমি মোহিবারে পারি। ১৭

তথাহি প্রমাণং :—

"আকীট ব্রহ্মমোহন্" ইতি হনুমৎ সংহিতা।

মোর গুণে শিব মোহিনীর পিছে গেলা
নিজ কন্যা সঙ্গে ব্রহ্মা সম্ভোগ করিলা। ১৮
গুরু পত্নী সঙ্গে চন্দ্র করিল রমণ
অহল্যার সঙ্গে রতি সহস্রলোচন। ১৯

---

(১) ঈশ্বর ভাবিলেন সৃষ্টি স্থির রাখে হেন লোক কোথায় পাইব সেইজন্য কামের সৃষ্টি হইল। কামনা না থাকিলে সৃষ্টি টিকিতে পারে না। কামনার বশবর্ত্তী হইয়া জীব অনন্ত যোনি ভ্রমণ করিতেছে। তজ্জন্য সৃষ্টি ক্রিয়াও আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে! কে বলিতে পারে কবে তাহার নিবৃত্তি হইবে।

নারদ পর্ব্বতে মোহ শ্রীমতীর দয়া
পরাশর কৈবর্ত্তিনী ধীবর জানিয়া। ২০
ঋষি, মুনি, তপস্বী যতেক দেহধারী
সকলের মনকে কামুক করি আমি। ২১
অগম্য গমন পশু গো অশ্ব মহিষে
কামাতুর হয়ে রমে আমার সে বশে। ২২
কাম বশ হয়ে কীট পতঙ্গ সে ধায়
আমা হৈতে সৃষ্টি বাড়ে ক্ষয় নাহি পায়। ২৩
(১) মনেতে জনম মোর মনকে না ত্যজি
কোটী জন্ম ভ্রমে জীব আমার সে বাজী। ২৪

---

(১) কামের সেই জন্য আর একটি নাম হইতেছে "মনোভব"। যতক্ষণ মন থাকিবে কামনার স্রোত ততক্ষণ রুদ্ধ হইবার নহে; চঞ্চল মনকে যখন বিষয় হইতে ফিরাইয়া আত্মাতেই স্থির করা হইবে তখনই সংকল্প-সম্ভূত কামনা সমূহ আপনাআপনিই পরিত্যক্ত হইবে। যাবতীয় চিন্তাই কামনার অনুকূল সুতরাং কামনা শূন্য হইতে হইলে সাধন দ্বারা নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক। মন যাইলেই কামনা যাইবে কারণ আধার না থাকিলে আধেয় বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। অস্থির মন সহস্র সহস্র কামনা সৃষ্টি করিয়া লূতার ন্যায় আপনার কর্ম্মে আপনি বদ্ধ হইতেছে এবং তজ্জন্য জন্ম মরণও অসংখ্য বার হইতেছে।

(১) ক্রোধ বলে আমি বটি কেবল চণ্ডাল
বিনা মদিরাতে আমি করি মাতোয়াল। ২৫

---

(১) কামনার যেমন ২টী দিক আছে (উচ্চ ও নীচ) ক্রোধের সেরূপ নাই। ক্রোধ হইলেই শরীর গরম হইয়া বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দেয় সুতরাং তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ না হউক কতক পরিমাণে যে উক্ত রিপুর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নিম্ন লিখিত কয়েকটী কথা জানিয়া রাখিলে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলে ক্রোধ দমন হইতে পারে। (১) ক্রোধের বিষয়টীকে যত শীঘ্র পারা যায় মন হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া উচিত। (২) ক্রোধ হইবা মাত্র প্রকাশ না করা অর্থাৎ চাপিয়া রাখা। শ্রীভগবান বলিয়াছেন

"কাম ক্রোধস্তবং বেগং সযুক্তঃ স সুখী নরঃ"।

৫ম অঃ গী।

(৩) আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা লঘু জ্ঞান করা। (৪) পরচর্চ্চা ত্যাগ করা। (৫) সদা সর্ব্বদা আনন্দেতে থাকিবার চেষ্টা করা (৬) ক্ষমাবান ব্যক্তির গুণালোচনা করা। মান অপমানে যাহার আস্থা নাই তাঁহার ক্রোধও খুব কম হইয়া থাকে। ক্রোধের দ্বারা যে ক্রোধীরই কষ্ট হইয়া থাকে তাহা নহে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির নিকটস্থ লোকেরও যন্ত্রণার একশেষ হয়। মহাত্মা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিতেছেন ;—

"ক্রোধমূলো বিনাশোহি প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
ক্রুদ্ধঃপাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধোহন্যদ্‌গুরূনপি।

গুরু, বিপ্র, গর্ভিণী, তপস্বী মুনি, ঋষি
নারী, শিশু, নানা জীব, মোর বশে নাশি। ২৬
পিতা, মাতা, ভ্রাতা আদি করাই সংহার
আত্মহত্যা আদি এই মোর অধিকার। ২৭
এই নাশ করি আমি সংসার ভ্রমাই
এক হত্যা কোটি কল্প নরকে ফিরাই। ২৮
(১) হিংসা বলে মোর কর্ম্ম কর অবগতি
পরদ্রোহ করিতে আমার সদা মতি ॥ ২৯

ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা শ্রেয়সোপ্য বমন্যতে ॥
বাচ্যাবাচ্যেহি কুপিতো ন প্রজানাতি কর্হিচিদ্
না কার্য্য মস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে তথা।
ন কার্য্যং ন চ মর্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোনু পশ্যতি॥"

গীতায় আছে ঃ—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধ স্তথালোভঃ তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥"

(কাম ক্রোধ ও লোভ নরকের দ্বার, আত্মার নাশক। এই জন্য এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে) গীঃ ১৬শ অঃ।

(১) প্রশস্ত হৃদয়ের অভাবে হিংসার উৎপত্তি। হিংসাকারী পরের ভাল দেখিতে পারে না। বাস্তবিক এরূপ প্রবৃত্তি অতিশয় জঘন্য ও ঘৃণিত। হিংসক নিজেও শান্তি পায় না। ইহা দমনের উপায় (১) হৃদয়কে প্রশস্ত করা। (২) পরদোষানুসন্ধান রহিত হওয়া। (৩) জগতের জীবকে ভাল বাসিতে চেষ্টা করা ও জগতের হিতকর কর্ম্মে ব্রতী হওয়া।

অন্যের উন্নতি দেখে মোর পীড়া হয়
পরদুঃখ দেখিতে বাসনা অতিশয়। ৩০
নিদ্রা ত্যাগ করি, হিংসা করিয়া বেড়াই
দোষ বিন্দু পাইলে সিন্ধুসম করি তাই। ৩১
পরমন্দ লাগি করি দেবতা মানান
যজ্ঞ, জাগরণ করি দিয়ে বলিদান। ৩২
(১) স্তম্ভন, মোহন কি মারণ, উচাটন
পরদ্রোহ হেতু যত আছে প্রকরণ। ৩৩
ঔষধি, গরল, নানা ভক্ষণ করাই
এই পাপে তাকে ঘোর নরকে পাঠাই। ৩৪
পুনর্জ্জন্মে পুনর্ব্বার হিংসা পাপ করে
পূর্ব্ব সূত্র প্রবাহ এড়াতে নাহি পারে। ৩৫
এ চৌরাশী লক্ষ জন্ম হয়ে কতবার
(২) চৌরাশী কুণ্ডেতে অবস্থিতি হয় তার। ৩৬
এ চৌরাশী লক্ষ জন্ম চৌরাশী কুণ্ডেতে
অবস্থিতি হয় তার যে থাকে হিংসাতে। ৩৭

---

(১) অথর্ব্ব বেদে ও তন্ত্রাদিতে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং ঐ সকল কার্য্যের জন্য মন্ত্র তন্ত্রাদিরও অভাব নাই। কিন্তু জানিয়া রাখা ভাল আর্য্য ঋষিগণ ঐ সকল বিদ্যাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং সেই জন্য উহাকে ঐন্দ্রজালিক বা রাক্ষসী বিদ্যা বলা হইত।

(২) বোধ হয় চৌরাশী লক্ষ কুণ্ড হইবে।

(১) মিথ্যা বলে আমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই
গুরু, পিতা, মাতা, ভ্রাতা সবারে ভুলাই।
তামা, তুলসী, শালগ্রাম, আর গঙ্গাজল
পুত্রের মস্তক আর বিপ্র পদতল। ৩৯।
সকলে পরশ করি আমি মিথ্যা কই
এমন মানুষ কেবা করে আমা বই। ৪০
(২) মিথ্যা সাক্ষ্য দেশের মণ্ডলেতে দেওয়াই
পর পূর্ব্ব শত পুরুষ নরকে ডুবাই। ৪১

---

(১) মানসিক দৌর্ব্বল্য ও ভয় এবং কর্ত্তব্য-বোধের অভাব অনেক সময় মিথ্যার জনক। খলতা ও হিংসা হইতে ও সময়ে সময়ে মিথ্যার উৎপত্তি দেখা যায়। অতএব এসকল ত্যাগ করিয়া সৎসাহসী ও পবিত্রচেতা হইতে পারিলে মিথ্যার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ হয়

(২) পুরাণাদিতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টিয়ান দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে বলে "Thou shalt not bear false witness against thy neighbour." মণ্ডল = ধর্ম্মাধিকরণ।

(১) লোভ বলে আমার বচন শুন তাত
পর দ্রব্য ল'তে মোর শীঘ্র উঠে হাত। ৪২
ঈশ্বরের দ্রব্য দেখি আমার লালসা
দত্ত কি অদত্ত বলি নাহি থাকে দিশা। ৪৩
তৎক্ষণে নিতে, খেতে মনকে করাই
লোভ বিনা কোন কর্ম্ম উপার্জ্জন নাই। ৪৪
আশা লোভে সর্ব্বজন সংসারেতে বদ্ধ
(২) আমা ছাড়ি এ সংসারে কোন ব্যাটা মন্দ ?৪৫

---

(১) অজ্ঞান হইতে লোভের উৎপত্তি। আমরা যাহা বহু আয়াস করিয়া লাভ করিতে চেষ্টা করি তাহাও ক্ষণস্থায়ী ও অস্থির। যাহার মূলে এতবড় একটা অসত্য বিদ্যমান জানিয়াও সেই বস্তু লাভার্থ যে ঘোরতর আকাঙ্খা তাহা অজ্ঞানতা বই আর কি ? কামোপভোগ্য বস্তু পাইয়া তৃপ্তি কোথায় ? কেননা তাহা শিশির বিন্দুবৎ অতি অল্পকাল স্থায়ী। আর যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলেও যন্ত্রণার শেষ নাই। সুতরাং লোভের অনেক দোষ, লোভ হইতে ক্রোধ জন্মে এবং তাহা-তেই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। লোভই পাপের মূল ইহা ধর্ম্মক্ষয় কর ও অশান্তি উৎপাদক। নিজের অবস্থা বুঝিয়া চলা, স্বল্পে সন্তোষ, সার্ব্বজনীন উদারতা, অকাজে অর্থাপব্যয় রাহিত্য, সংসা-রের অনিত্যতা উপলব্ধি, ও পরোপকার ব্রতে ব্রতী হওয়া, এই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়।

(২) আমা ছাড়ি এসংসারে কোন ব্যাটা মন্দ ?—যেন মন্দ হওয়াই প্রয়োজন এবং ভাল !!

(১) কুমারের চক্র প্রায় আশা লোভে ফিরে
অহিংসক প্রার্থী সদা ভ্রমিছে সংসারে। ৪৬
(২) মোহ বলে আমি বটি পরম প্রবল
এই দেহ, এই গৃহ, আমারি সকল। ৪৭
আমি ধনী, আমি জ্ঞানী, আমি পুণ্যবান
দাতা, ভোক্তা মোর সম কেহ নহে আন।৪৮।
আমি মেলে মরে, আমি রাখিলে সে রয়
আপন প্রভুত্ব আপনার মুখে কয়। ৪৯
আমি আর আমার বলিয়া সদা ফিরে
(৩) আমি যুক্ত গুণ ব্যাপ্ত ভুবন সংসারে। ৫০

---

(১) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছেন

দিন যামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু
স্তদপিন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ ॥

(২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট মোহাসক্ত জীবের ঐরূপ ভাবই বর্ণনা করিয়াছেন। গীঃ-১৬শ-অঃ ১২শ হইতে ১৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) 'আমিযুক্ত'—অনেক যোগযুক্ত না হইয়াও অহঙ্কার বশতঃ আপনাকে যোগ যুক্ত মনে করেন। ইহা মিথ্যাচার।

(১) মোরে ছাড়াইয়া যদি কোন জন যায়
এ চব্বিশ জন মোরা ঠেকি তার পায়। ৫১
বলে ছলে যাতে ভোলে যুক্তি করি সবে
* * * * । ৫২
মোদের বিষয় যেবা চায় ছাড়াইতে
কাটে সে আপন মাথা আপনার হাতে। ৫৩
মোহ রূপে মায়া হাট জগত ভরিয়া
(২) গুণাত্মক ব্রহ্মা আদি আছয়ে ভুলিয়া। ৫৪

---

(১) মোহত্যাগ বড় কঠিন—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মোহ আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। অদ্বৈত অবস্থা ভিন্ন কোন অবস্থাতেই মোহের সম্যক ধ্বংশ হয় না। মোহ বা ভ্রম একই কথা। স্বরূপতঃ ভিন্ন না হইলেও যে অবস্থা বিশেষের দ্বারা ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারই নাম মোহ। পথিকের দিক-ভ্রান্তির ন্যায় ইহা সহস্র বুঝাইলেও যাইবার নহে।

(২) ভগবান, অর্জ্জুনকেও এই কথা বলিয়াছেন।

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যা ত্রিভিগুণৈঃ"॥

পৃথিবীতে স্বর্গে বা দেবতাগণের মধ্যে এমন জীব নাই যে প্রকৃতি সম্ভূত এই তিন গুণ হইতে মুক্ত।

এ চৌরাশী লক্ষ জন্ম মোহ ফাঁসী গলে
কোটী কল্প ভ্রমে জীব, এড়াতে না পারে। ৫৫
(১) নির্দ্দয় বলেন মোর নাহিক মমতা
জীবেরে করুণা মাত্র না জন্মে সর্ব্বথা। ৫৬
হত্যা দেখি বাড়ে সত্য অধিক উল্লাস।
চন্দ্র সূর্য্য যাবৎ নরকে করে বাস। ৫৭
জন্ম পেয়ে পুনঃ পুনঃ হত্যা পাপ করে
এ সংসার হতে কভু পার হতে নারে। ৫৮
খল বলে এই তক মোর বল সীমা
(২) পারিতে না করি কার্য্য কুটিল মহিমা। ৫৯
কথাতে পরের কার্য্য সিদ্ধ যদি হয়
জিহ্বাকে চাপিয়া রাখি বচন না কয়। ৬০
কেহ কার করে ভাল দেখিবারে পাই
কোন ছন্দে কথা কয়ে তাহাকে ফিরাই। ৬১
ক্ষণে ক্ষণে পদধরি, ক্ষণেক মস্তকে
খলমতি বাসনাকে কহি ধূর্ত্তরূপে। ৬২

---

(১) প্রীতির অনুশীলনে মন অত্যন্ত সরস ও পরদুঃখকাতর হইয়া উঠে, তখন নি ুর কার্য্যে আর প্রবৃত্তি থাকে না।

(২) ক্ষমতা থাকিলেও যে কার্য্যে পরের উপকার হয় তাহা করি না; অথচ নিজের মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্বিত, অহো! বিড়ম্বনা!

অজ্ঞান বলেন মোর করণ শুনহ
পাত্রাপাত্র, কালাকাল না জানিও সেহ। ৬৩
ধর্ম্মাধর্ম্ম হীন আমি পশু তুল্য হই
(১) ঘৌল, মূত্র সম, পশূপম গুণ এই। ৬৪

(১) অজ্ঞান ও মোহ প্রায় একই। অবিদ্যা হইতে এতদুভয়ের উৎপত্তি। দুটীর মধ্যে গ্রন্থকার এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন—

মোহ মুগ্ধ অর্থাৎ অহং ইত্যাভিমানী—আপনার উপর অন্য কেহ যে আর বড় থাকিতে পারে তাহা যা'র ধারণায় আইসে না। পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য্যেই এই মোহের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়—সমগ্র পৃথিবীই মায়াময়! রজস্তম গুণে আক্রান্ত হইয়া যাহা করিতে হয় তাহা মোহের কার্য্য। আর অজ্ঞান? ইহা তমগুণের পূর্ণ বিকাশে মোহাচ্ছন্ন মানসিক অবস্থা। যেরূপ মত্তপ মদ্য পান করিয়া কর্দ্দম পুরীষ লিপ্ত নালায় পড়িয়া আছে এবং তাঁহাতেই আনন্দ অনুভব করিতেছে, ইত্যাদি—জঘন্য প্রকৃতি যাহা বিবেকাদি প্রতিভাকে আবৃত করিয়া রাখে তাহার নামই অজ্ঞান। বিদ্যা শিক্ষা করিলে ও সাধু সমাজে যাতায়াত থাকিলে অজ্ঞান নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মহাত্মাদিগের বিশেষ কৃপা না থাকিলে, ও যথেষ্ট সাধন না করিলে "মোহ" যাইবার নহে। মোহ যেরূপ মানবের আষ্টে পৃষ্ঠে লাগিয়া আছে, এবং জন্ম জন্মার্জ্জিত সংস্কারের দ্বারা আরও যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সংগ্রামের প্রকৃষ্ট আয়োজন আবশ্যক। সাধুসঙ্গ, ব্রহ্ম-বিচারণা, ব্রহ্ম-চিন্তা

"ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে ॥" মনু।

এই জন্য যে কর্ম্ম করিলে বদ্ধ হইতে হয়, তাহাকে অকর্ম্ম বলা হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে যে কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহাই নিষ্কাম ব্রাহ্ম কর্ম্ম। যিনি এই নিষ্কাম কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি নৈষ্কর্ম্মের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। এই অবস্থায় অবস্থিত যোগী কর্ম্ম করিলেও—কর্ম্ম ফলে আসক্তি না থাকায়—কর্ম্মে আবদ্ধ হন না। যে কর্ম্মের দ্বারা পাপ-কলুষিত-চিত্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, যে কর্ম্মে দ্বারা অজ্ঞান সম্ভূত দোষ রাশি অনায়াসে ছিন্ন হইয়া যায়—সেই কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হইবার সম্ভাবনা; নচেৎ মোহবশতঃ যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাতে ভোগের অবসান না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াই থাকে। এক কথায় অজ্ঞান পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিলে ভোগের দ্বারা কর্ম্মের অবসান হইবে না। চলিত কথায় যাহাকে ভাল বা মন্দ কর্ম্ম বলিয়া থাকি তাহার সহিত গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের কোন সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা যে কর্ম্মকে "ভাল বা মন্দ" বলিয়া মনে করি জ্ঞানের চক্ষে এতদুভয়ের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিকই অহং জ্ঞান সত্ত্বে যে কর্ম্ম করা হয় তাহাই বন্ধন এবং দুঃখের হেতু। যাহা অকর্ম্ম এবং আমরা যাহাকে কর্ম্ম বলিয়া থাকি তাহা অজ্ঞানকে বিনাশ করিতে পারেনা। প্রথমতঃ কর্ম্মই সংসারের মূল কারণ বোধ হইলেও অজ্ঞানই সংসারের মূল কারণ সাধুরা বলিয়া থাকেন। অতএব কর্ম্মের (অকর্ম্ম) দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত

প্রমাণং ঃ—

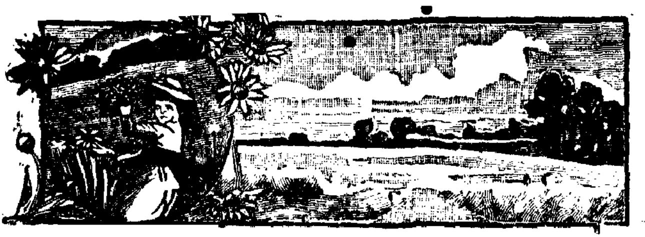
"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্মশুভাশুভম্
মাভুক্তক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটী শতৈরপি।

ইতি আত্মবোধ জগৎ প্রকাশকে পুত্রকামাদিনাং
নিজ নিজ গুণ কথনং নাম তৃতীয় উল্লাসঃ।
সমাপ্ত।

হয় না, কেননা অজ্ঞান যে কর্ম্মের জনক, সেই কর্ম্ম কখন অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম্ম (অকর্ম্ম) দ্বারা অজ্ঞান নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে কর্ম্ম "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ" তাহাই প্রকৃত কর্ম্মশব্দবাচ্য। এই কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে জাত সুতরাং এ কর্ম্মের আশ্রয় লইলে সাধক ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যা'ন। এ স্থলে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী স্মরণ পথে থাকিলে উপরোক্ত বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে কোন কষ্ট হইবে না।

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং'
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥
গীঃ তৃতীয় অঃ।

তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত।



চতুর্থ উল্লাস ।

শুনি তাহাদের কথা মন সে ভাবিল
কোন কর্ম্ম বাকী নাই ততোধিক হইল
অতএব হায় ! হায় ! কি গতি আমার
এ সংসার হতে বুঝি নাহিক নিস্তার । ২
মিষ্ট বলে খাইলাম বিষ গুণ হৈল
মিত্র বলি জানি যারে শত্রু তুল্য হৈল ।
বন্ধু হয়ে সিন্ধু মাঝে সতত ডুবা'ছে
পলাইতে পথ নাই বেষ্টিত করেছে । ৪
এ চব্বিশ কাল সর্প দেহ আছে বেড়ি
হেন মন্ত্র পাব কোথা সর্প যাবে ছাড়ি ।

ত্রাহি, ত্রাহি করি মন পড়ে ভূমিতলে
(১) এ সময়ে সুমতি তারে ধাইয়া তোলে কোলে। ৬

সুমতি—বলিছে চিন্তা না করিহ মন
আমি যথা আছি তথা ভাব কি কারণ। ৭
তাঁহাদের সঙ্গে কোটী কল্প বাস কৈলে
তে সবার পরিচয় এত দিনে পাইলে। ৮
স্থির হও, ধৈর্য্য ধর, শুনহ বচন
অল্প দিন জন্মিয়াছে মোর শিশুগণ। ৯
আমার সন্তানগণে জিজ্ঞাসা করহ
কি উত্তর করে তারা শুধাইয়া লহ। ১০

---

(১) নিজের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেই পাপীর মনে নিদারুণ অনুশোচনা জাগরুক হইয়া উঠে। এবং অনুশোচনার দ্বারা পাপ ধ্বংস হইলে সুমতির বিকাশ হয়। এখানে গ্রন্থকার এই কথাই বলিয়াছেন।

অনুশোচনা দ্বারা পাপক্ষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত জগাই, মাধাই এর ইতিহাসে পাওয়া যায়। জগাই, মাধাই ভূরি, ভূরি পাপানুষ্ঠান করিয়াও নিত্যানন্দের কৃপায় আপনাপন অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া যেমনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিল, অমনি ভগবানের অজস্র করুণা বর্ষিত হইয়া তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিয়া ফেলিল।

পাপ অবস্তু মাত্র, পাপের স্থায়ী সত্বা কিছুই নাই, মৃত্তিকা স্তূপের ন্যায় পুঞ্জীকৃত পাপ ভক্তি-বন্যায় ভাসিয়া যায়॥

মন—সুমতির কথা শুনি মন তবে কয়
বৈমাত্রের কথা সব শুনিলে নিশ্চয়। ১১
কাম, ক্রোধ, লোভ আদি যে কথা বলিল
তাহাদের বাক্যে আমি সর্ব্ব কর্ম্ম কৈল। ১২
যেন ভাগ্য, তেন যোগ্য পেয়েছি সন্তান
ইহাতে জানিবে বটী যত পুণ্যবান। ১৩

প্রমাণং ঃ-

"পুত্রেজ সংস্থিতে নরানাম্ পুণ্যলক্ষণং।"
পুণ্য কর্ম্ম কোন জন্মে পারিতাম করিতে
তবে বলবান সবে পারিতে হৈতে। ১৪
নাহিক পুণ্যের লেশ আমি মূঢ়মতি
তাহাতে হতেছে মোর এতেক দুর্গতি। ১৫
কেবল অঙ্কুর মাত্র ক্ষীণ তনু সবে
তরিবার কার্য্য কিছু আছে ভবার্ণবে। ১৬
সদা পরবশ আমি, না হৈনু সবশ
কভু না হৈল মোর নিজের সাহস। ১৭
সাহস বাড়ায় হেন বন্ধু কেহ নাই
কুমতির গণ দেখি য'ন (১) দিকে চাই। ১৮

(১) য'ন—যেই।

শান্ত।—এত শুনি শান্ত কয়, "শুনহ জনক
অগ্নির কণাকে পিতা না গণ ক্ষুদ্রক। ১৯
তুলার পর্ব্বত নাশ স্ফুলিঙ্গেতে করে
কি ভাবনা কর পিতা শান্ত যার ঘরে। ২০
মত্ত বলবান হস্তী পর্ব্বতের প্রায়
এক ক্ষুদ্র অঙ্কুশেতে বশ করে তায়। ২১
এক সূর্য্য গগনে দেখিতে লাগে ক্ষুদ্র
যার তেজে আলোকিত ত্রৈলোক্য, সমুদ্র। ২২
এক চন্দ্র তম নাশে জগত জুড়ায়
এক শান্ত থাকিতে তুমি ভয় কর কায়। ২৩
কুমতির গণ সবে বটে অগ্নি প্রায়
সুমতির গণ মোরা স্নিগ্ধ জল ন্যায়। ২৪
অগ্নিতে, জলেতে মন দেখ মিশাইয়া
কে কা'কে বিনাশ করে দেখহ চাহিয়া। ২৫
কাম, ক্রোধ, লোভ, সঙ্গে কোটী কল্প ছিলে
মাস পঞ্চ থাক পিতা মোরে লয়ে কোলে। ২৬
এ শান্ত করহ বশ আপন শরীরে
(১) অন্যে কি করিবে বজ্র ভেদ নাহি করে। ২৭

---

(১) যিনি প্রকৃত শান্ত তিনি বজ্রপাতে অথবা বিদ্যুৎপাতেও কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হন না। তিনি হিমালয় সদৃশ অটল ও অচল ভাবে অবস্থান করেন।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ দেখিয়ে তোমায়
(১) বিষ হীন ফণি, অহি মন্ত্র মুগ্ধ প্রায়"। ২৮
(২) সত্য—বলে নিত্য আমি অক্ষয়, অব্যয়
সত্য বস্তু যে জানে তাহার নাহি ক্ষয়। ২৯
আমা দেখি মিথ্যার লাগয়ে হৃদি কম্প।
বিষণ্ণ শরীর মুখ, ম্লান হয় দম্ভ। ৩০
(৩) আমার প্রভাবে অগ্নি, জল তুল্য হয়
দিব্য করিবার কালে দেখ সুনিশ্চয়। ৩১

---

(১) সর্প বিষদন্ত বিহীন হইলে অথবা মন্ত্র মুগ্ধ হইলে যেরূপ অবস্থা হয়।

(২) একমাত্র ভগবানই "সৎ" তদতিরিক্ত সবই "অসৎ" যিনি সেই "সৎ" শব্দ বাচ্য পরমাত্মাকে জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপে জানিয়াছেন তিনিই অমৃতত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছেন। কারণ আত্মা অমৃত স্বরূপ।

"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্মানন্দরূপ মমৃতং যদ্বিভাতি

(৩) অগ্নির ভিতর নিক্ষেপ করা হইলেও পরম পবিত্রা, সাধ্বী কুল শিরোমণি জনক দুহিতার অঙ্গ, অগ্নি সংস্পর্শে বিন্দু-মাত্রও দগ্ধ হয় নাই। অগ্নি, পবিত্রা রমণী কুলের অগ্রগণ্যা সীতাদেবীর কেশাগ্র স্পর্শ করিতেও সক্ষম হইলেন না। সত্যের কি মহা প্রভাব !!

(১) খড়্গে নাহি খণ্ডে, বিষ ভক্ষণে না মরে
জলেতে ডুবালে, পুনঃ উঠয়ে উপরে। ৩২
(২) ব্রত, তীর্থ, জপ, তপ যতেক সংসারে
সর্ব্ব ধর্ম্ম কৈল যেবা সত্যকে আচরে। ৩৩
দয়া—কয় মোর হৃদি সদা দ্রব ময়
দীন দুখী দেখে প্রাণ বিদীর্ণ যে হয়। ৩৪
আমি মৈলে, অন্যের জীবন যদি থাকে
নিজ পীড়া সহ্য করি সুখ দিই তাকে। ৩৫
যত কর্ম্ম দেখ, শুন সংসার ভিতরে
বেদ বলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হৈতে দয়া পরে। ৩৬

---

(১) ভক্ত প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন ঘটিত, সেই জন্য তিনি পর্ব্বতাদি, জলাদি বা অগ্ন্যাদি হৈতে বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই। সত্যস্বরূপ নারায়ণ ভক্তকে তাঁহার বিমল বক্ষে ধারণ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) কৌশল্যা ও দশরথকে বলিয়াছিলেন :—

"অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং
তুলয়িত্বা তু পশ্যামি সত্যমেবাতি রিচ্যতে॥
সত্যেনার্ক প্রতপতি সত্যেনাপ্যায়তে শশী—
সত্যেনামৃতমুদ্ভূতং সত্যে লোক প্রতিষ্ঠিতঃ
নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্ম স্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে

পূত—এখানে পবিত্রতা অর্থ করিলেই ভাল হয়।

প্রমাণং ঃ—

"সর্ব্ব ধর্ম্মঃ দয়া পর মিতি

আমি দয়া পূত দান করি সর্ব্ব জীবে
কুমতি নিষ্ঠুর গণ দেখিয়া ডরাকে। ৩৭
ক্ষমা—কয় শুন পিতা নিজগুণ কই
পৃথিবী সদৃশ আমি সর্ব্ব ভার সই। ৩৮
(১) মোর গুণ ধরি যেবা সর্ব্ব কার্য্য করে
অচল সুমেরু তারে কে নড়াতে পারে। ৩৯
মান, অপমান তুল্য, হর্ষ, মর্ষ সম
ক্ষমাবান জনে বেদ বলয়ে উত্তম। ৪০
লজ্জা—কয় মোর স্থির যুগল নয়নে
আমাযুক্ত চক্ষে চাহিবে যার পানে। ৪১
চক্ষে, চক্ষে দেখা হলে নেত্রে তারে চিনি
নির্লজ্জের নেত্র পলাইবে অন্য ভূমি। ৪২
লজ্জাহীন বস্ত্র যুক্ত তথাপি উলঙ্গ
প্রাণান্তে কর'না ভাই নির্লজ্জের সঙ্গ। ৪৩
(২) ধৃতি—বলে আমার গুণ বর্ত্তমানে আছে
মনের যতেক কর্ম্ম থাকে মোর কাছে। ৪৪

---

(১) মোরগুণধরি...অর্থাৎ ক্ষমাযুক্ত হ'য়ে।
বন পর্ব্বে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির সংবাদ দ্রষ্টব্য।

(২) এখানে সাত্বিকী ধৃতির কথা বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সাত্বিকী ধৃতির সংজ্ঞা দিতেছেনঃ—

ধারণা শক্তিতে আমি সে সব যোগাই
আমি না থাকিলে কিছু নাহি হয় স্থাই* । ৪৫
আমি সে ভাণ্ডারী, বস্তু আমা স্থানে থাকে
আমি যার কাছে নাই, ক্ষিপ্ত বলে তাকে। ৪৬
(১) দেবগণ হৈল সব সুমতি সন্তান
মোক্ষ প্রদ দাতা সবে মঙ্গল বিধান। ৪৭
পৃথকে বলিতে গ্রন্থ হইবে বিস্তার
সেই তথ্য বলি যাতে ভব সিন্ধু পার। ৪৮
সর্ব্ব শেষে জ্ঞান বলে শুন পিতা মন
জ্ঞান। "কি বলিব কারো তুল্য নহে নিজ গুণ। ৪৯

"ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সাপার্থ সাত্ত্বিকী॥"
১৮শ অঃ গীঃ।

স্থাই = স্থায়ী।

(১) সুমতি—সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তদাত্মক বৃত্তি সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। সত্ত্বগুণের উদয়ে মোহ বা জড়তা অপসারিত হইয়া জ্ঞানালোক প্রজ্জলিত হইয়া উঠে এবং যখনি দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাতেই জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত অন্ধকারময়ী কর্ম্ম সমূহ জীবনী পটের অন্তরালে ধীরে, ধীরে লুক্কায়িত হইয়া যায় ও জ্ঞান সূর্য্য উদিত হইয়া দিক্ দিগন্ত আলোকিত করে

(১) সুমতি মায়ের স্থিতি যে মন্দিরে হয়
মায়ের নিবাসে হয় আমার উদয়।
আমার উদয় হৈলে চতুর্ব্বর্গ পায়
(২) ততোধিক প্রেমানন্দ পায়, যদি চায়। ৫১
আমি আছি অন্য ভাই নিশ্চিন্ত থাকুক
যে খুঁজে পরম পদ আমারে রাখুক। ৫২
কর্ম্ম কাণ্ড মাঝে, যে দু'দণ্ড মোরে লয়
জগতের যত জ্বালা আর নাহি রয়। ৫৩
কুমতি, অবিদ্যা, মায়া প্রকৃতি সম্ভব
তার পরিবার যত গুণের উদ্ভব। ৫৪
(৩) সুমতি, সুবিদ্যা, মায়া অন্তরঙ্গ শক্তি
বেদ সম্পত্তি গীতা ত্রাতা মুখের উক্তি। ৫৫
(৪) মোক্ষদাতা তাঁহারা কামাদি বদ্ধ করে
গীতার শাসন মন শুন ভাল করে"। ৫৬

---

(১) সুমতি সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবী; সুমতি অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অভ্যুদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হয়। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং"। ইতি গীতা ১৪শ অঃ।

(২) ভাগবত ১ম স্কঃ ২য় অধ্যায়ে ১৬শ হইতে ২২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) অন্তরঙ্গ শক্তি—অর্থাৎ যে শক্তি প্রভাবে মন উর্দ্ধ দিকে গমন করে এবং যাহাতে বহির্ম্মুখীন বৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া আত্মশক্তির বিকাশ করে।

(৪) কামাদি বদ্ধ করি—সংযত করি অর্থাৎ বশ করিয়া রাখি।

প্রমাণং যথা ঃ—

"দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায়"। গীঃ ১৬শ অঃ।

"মায়ের কৃপায় হতে পেলে মো সবারে
কি ভাবনা কর আর সুমতি যার ঘরে"। ৫৭
জ্ঞানের শুনিয়া কথা পুলকিত মন
গলে বস্ত্র দিয়া তবে বলয়ে বচন। ৫৮
মন। পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে দোঁহে প্রাপ্তি হইল মোরে
কারে ত্যজি কারে ভজি তুই আনিবারে*। ৫৯
রক্ষা কর, ভিক্ষা দেহ, ত্যজহ কুন্দলি
নিবেদন রাখ মোর, শুন যেবা বলি। ৬০
(১) জ্যেষ্ঠা পত্নী কুমতি! শিষ্টা বড় তুমি
তোমার বশেতে কোটী কল্প আমি ভ্রমি। ৬১
তব সঙ্গে থাকি যদি সুমতি না আসিবে
সুমতি থাকিলে কাছে তুমি নাহি যাবে। ৬২

---

*কারে ত্যজি কারে ভজি তুই অনিবারে—

মানুষ যতদিন না গুণাতীত হইতে পারে ততদিন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মূলক উভয় শক্তিই মনুষ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে। শত চেষ্টাতেও প্রকৃতির কার্য্যকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দেওয়া যাইবে না।

(১) মন কুমতির প্রতি ভয়ে ভক্তি দেখাইতেছেন

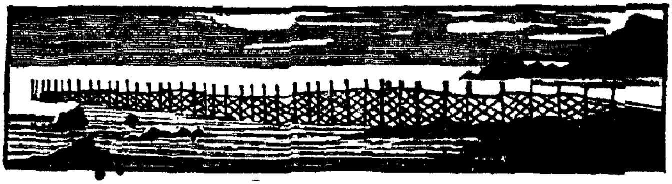
(১) যত দিন বাঁচি আমি, বাঁটি দি'ছি ভাগ
যথা যাব, তার হব না করিহ রাগ। ৬৩
পদে ধরি, কোট্ট করি এই সারোদ্ধার
যত্নে স্থির হইল, দ্বন্দ্ব ভাঙ্গিল দোঁহার। ৬৪

ইতি আত্মবোধে জগৎ প্রকাশকে সুমতি সন্তানাদি
গুণ কথনে, সুমতি কুমতি কলহ ভঞ্জনং নাম
চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত।

---

(১) মন বেশ কৌশল অবলম্বন করিয়া দু'জনার কলহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। দুই পত্নীর সমান ভাগ পাওয়া কর্ত্তব্য এবং এই নিয়মানুযায়ী যখন যাহার কাছে থাকিব তখন অপরা আমার দাওয়া করিতে পাইবে না। এখানে মন কৌশল করিয়া কুমতিকে বলিতেছেন, দেখ, গণনায় তোমার সহিত নিরূপিত কাল অতীত হইয়াছে। এখন আমি সম্পূর্ণ সুমতির, অতএব ন্যায়ানুযায়ী তোমার কোন অভিযোগ করা অকর্ত্তব্য।

চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত।



পঞ্চম উল্লাস।

ভাগ বাঁটী দুজনার কুন্দলি ভাঙ্গিয়া
(১) সুমতির সঙ্গে বসে একান্ত করিয়া। ১
সুমতি—বলেন মন যদি ভাল চাও
দিন মধ্যে দুই দণ্ড ইষ্টে মতি দাও। ২
ইষ্ট-নিষ্ঠা বিনা কষ্ট, নষ্ট নাহি হয়
রাম লীলা বর্ণিতে সুমতি আদেশয়। ৩
সুমতি বলিছে পুনঃ শুন বিবরণ
(২) নানা ক্রিয়া থাকিতে নহে কারো উপাসন। ৪

---

(১) মন ভাগ বণ্টন করিয়া সুমতির সহিত একান্তে বসবাস করিতে লাগিলেন।

(২) নানা বিষয়ে চিত্ত ব্যাপৃত থাকিলে সেই চিত্তকে স্থির করা কিছু কঠিন। বিষয় প্রপঞ্চে আকর্ষণ করিলে ইষ্ট চিন্তা

শৃঙ্গারাদি দশ ভাবে সদা থাকে মন
দেশ, কাল, পাত্র মনে দেখ বর্ত্তমান। ৫
(১) যে ভাব চক্ষেতে দেখ, দেহে বর্ত্তে আসি
দুঃখ দেখি শুষ্কে মুখ হাস্য ভাবে হাসি'। ৬
ইষ্ট-ভাব যখন শরীরে ব্যক্ত হয়
কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ ভস্ম রাশি হয়। ৭
সর্ব্বত্রেতে এই বাক্য জেন, বলি আমি
বাহ্য-গ্রাম্য-বার্ত্তাতে না থাকিহ তুমি। ৮
আদেশ পাইয়া মন ভাবিতে লাগিল
ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমান, দেখিতে পাইল। ৯
মন। "রাম লীলা বর্ণনের পার নাকি আছে
রাবনারী রাম নাকি নিত্য লভ্য আছে। ১০
যে তত্ত্ব মহেশ, শেষ, গণেশাদি লেশ
ইন্দ্র, চন্দ্র, উপেন্দ্র না জানয়ে বিশেষ। ১১

ঘটিয়া উঠেনা। তাই সাধকের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জনে বাস করা আবশ্যক। শ্রীমদ্গীতায় আছে "যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানংরহসি স্থিতঃ। "একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীর পরিগ্রহঃ।" ৬ষ্ঠ অঃ গীঃ

বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্ক যত অধিক হইবে, আমাদের মন ও সেই পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

(১) অনেক সময়ে দেহের অবস্থা দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝা যায়।

তপস্বী, সন্ন্যাসী, ঋষি কত ভাবে বসি
বেদাগমে জ্ঞাত হতে নাহি পারে পশি। ১২
কেন না জানেন কেহ অনুভব কই
এ সৃষ্টির আদি বল কে দেখেছ ওই। ১৩
কত হৈতে কত গেল নির্ণয় না হয়
আদি, মধ্য, অন্তেতেও নাহিক নিশ্চয়। ১৪
কত কোটী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হৈল, গেল
যত বার ধ্বংশ ততবার পুনঃ হৈল। ১৫
নব ব্রহ্মা হ'য়ে হৈল বেদ উপাদান
সে সব দেখিবে নব্যসৃষ্টির বিধান। ১৬
এ ব্রহ্মাণ্ডে থাকি বেদ জানিবে কেমনে
অন্য ব্রহ্মাণ্ডের কথা জানিবে কেমনে। ১৭
দেখ যেন প্রতি ঘটে পৃথক আকার
মুণ্ডে, মুণ্ডে প্রতি রুচী পৃথক প্রকার। ১৮
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেতে অনন্ত মত লীলা
কে জানিতে পারে রাম-রমণের খেলা। ১৯
(১) জন্ম লভি বেদ ভাবে জন্মাইল মোরে
ব্রহ্মা মখে উপাদান জানিলাম তারে। ২০

---

(১) যখন জানিলাম "বেদ" কমল যোনি লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত, তখন বেদ কি প্রকারে জন্ম, মৃত্যু বিহীন আত্মারামের বিষয় সম্যক্ অবগত হইবে? কেননা ব্রহ্মাও অমর নন।

ব্রহ্মার আয়ু নাশ হইবেক কবে
ব্রহ্ম সংহিতার শ্লোক সাক্ষী শুন তবে। ২১

প্রমাণং যথা ঃ—

"যস্যৈক নিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য
জিবন্তি লোম বিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান স ইহ যস্য কলা বিশেষঃ
গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহং ভজামি।"

ব্রহ্ম সং ৫ম অঃ।

মহা বিষ্ণুর লীলা এক নিশ্বাস যাবৎ
ব্রহ্মাণ্ডে এ ব্রহ্মা বেদ থাকেন তাবৎ। ২২
হেন মহাবিষ্ণু রামের অংশ কলা
বেদ কি করিয়া জানে সে রামের লীলা। ২৩

প্রমাণং ঃ—

"তয়োর্কটাক্ষ মাত্রেন ব্রহ্মনাশ সহস্রশঃ
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ ভবত্যপি ন সংশয়ঃ।
মহাবিষ্ণুর্সহস্রানাং মহাশম্ভূশতানিচ
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ানাঞ্চ কর্ত্তা সো রঘুনন্দনঃ॥

হনুমৎ সংহিতা।

রামের রহস্য বেদ জানিবারে চায়
স্থকিত হইয়া ভাবে, চকিতের ন্যায়। ২৪

মহিম্নে প্রমাণঃ—

"চকিতমপি ধত্তে শ্রুতিরপি"।

নির্ণয় না পেয়ে বেদ, "নেতি, নেতি" কয়
এ লীলা বর্ণন করে যোগ্য কে আছয়। ২৫
(১) কুলাল চক্রের ন্যায় লীলার এ গতি
রবি আদি সপ্ত বার ঘুরয়ে যেমতি। ২৬
বল্মিকী সহস্র জুড়ে বাল্মিকী হইলা
সিদ্ধ দেহ পেয়ে কাব্য আগামী রচিলা। ২৭
"ব্যাসদেব" অবতার স্বয়ং নারায়ণ
যার কাব্য শ্রবণেতে জগত পাবন। ২৮
(২) তাঁরা কন অকথন এই রাম তত্ত্ব
ঋষি, মুনি আদি করি যতেক মহত্ত্ব। ২৯
পয়ার রচনা কৈল "কৃত্তিবাস" আদি
তাঁরা সে সকলে হন অতি শুদ্ধ হৃদি। ৩০
সুমতির পতি তাঁরা এক পত্নি ধর
এই রামলীলা এই পাত্রের অগোচর। ৩১
একে আমি মূর্খ নর, পরম পামর
কুমতি সুমতি দুই সতীনে মোর ঘর। ৩২
তথাপি আদেশ পেয়ে বর্ণিবারে চাই
কুমতির পুত্রগণ আসয়ে তথাই। ৩৩

---

(১) কুলাল চক্র——কুমারের চাকা।
(২) অকথন——অব্যক্ত; মহত্ত্ব—মহাত্মা।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বিষয় দেখায়ে
আপনার বশে রাখে ইথে বাধা দিয়ে। ৩৪
(১) পুনঃ পুনঃ টানাটানি করে দুই দলে
ইতি মধ্যে অবসর হয় যেই কালে। ৩৫
তা'তে যে বর্ণন হইল সিন্ধু বিন্দু ন্যায়
ঘুণাক্ষর ন্যায় হৈল সুমতি কৃপায়। ৩৬
গুণ, দোষ বহু কাব্য করনে যে হৈল
শ্রীরাম চরণে তাহা অর্পণ করিল ; ৩৭

ইতি আত্মবোধে জগৎপ্রকাশকে রামতত্ত্ব বর্ণনং
নাম পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত।

---

(১) মনের দু'টী দল—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, এই দুটী বিপরীত স্রোতের মধ্যে পড়িয়া মানবাত্মা ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং তজ্জন্য ব্রহ্ম সত্তা বা স্থিতিপদ অনুভব করিতে পারে না।

কোন মহাত্মা গাহিয়াছেন ঃ—

"না পারি যাইতে, না পারি থাকিতে
প্রাণাকুল দুই উপায়াভাবেতে
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি বাসনার স্রোতে
ডুবি উঠি কিছু ধরিতে নারি।"



ষষ্ঠ উল্লাস।

মন। এক দিন জ্ঞান সঙ্গে সুমতি আছিল
এ সময়ে মোর অবসর কিছু হল। ১
জ্ঞানকে কাহিনু পুত্র, নিবেদি তোমারে
প্রতিজ্ঞা করেছ পূর্ব্বে জননী গোচরে। ২
তোমার সে দৃঢ় বাক্যে ভরসা আমার
কি মতে করিবে পুত্র, ভবার্ণবে পার ? ৩
বাল্য, যুবা কাল গেল, জরা উপস্থিত
গতি শক্তি হীন, শুভ কর্ম্ম বিবর্জ্জিত। ৪
কিছু নাহি আশা আর, শেষ দশা হৈল
দশেন্দ্রিয় ক্রমে-ক্রমে সবে হ্রাস পাইল। ৫
আয়ু পরিসীমা কত না পারি জানিতে
কত দিন বাঁচিব বা কবে হ'বে যেতে। ৬

কেবল নিস্তার হেতু তুমি জ্ঞান ধন
কর্ণধার হয়ে কর ভবাব্ধি তারণ। (১) ৭

জ্ঞান—কন শুন মন ত্যাগ কর খেদ
পূর্ব্বেতে তোমারে সব বলিয়াছি ভেদ। ৮
বহুকাল ব্যাপি বাঁচে স্থাবরের গণ
জ্ঞান-হীন যেবা বাঁচে সে বিফল কারণ। ৯

প্রমাণং শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ঃ—

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিংনশ্বসন্ত্যত
ন খাদন্তি নমে হন্তি কিংগ্রামে পশবোপরে।"

দুই দণ্ডে প্রাপ্তি হয় নিষ্ঠা হৈলে জ্ঞানে
খট্টাঙ্গ রাজার কথা শুনিয়াছ কানে। ৮
প্রমাণং শ্রীভাগবতে ২য় স্কঃ ১ম অঃ।

---

(১) তারণ—ত্রাণ।

উত্তর গীতায় ঐ মর্ম্মের আর একটী শ্লোক আছে ঃ—

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ, সমান্য মেতৎ পশুভির্নরানাম্
জ্ঞানং নরানাম্ অধিকং বিশেষো, জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ
সমানা॥"

অর্থঃ—আহার, নিদ্রা, ভয়, ও মৈথুন মনুষ্য ও পশুতে সমান। জ্ঞানই মনুষ্যের বেশী। জ্ঞান হীন মনুষ্যও পশুতে সমান।

"খট্টাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবান ভয়ংহরিং॥"* ২য় স্কঃ

সপ্তম দিবসে রাজা পরীক্ষিত পাইল
(১) কত পাত্র ক্ষণ মাত্রে চরিতার্থ হইল। ৯
তোমারে প্রসন্ন আমি কিছু চিন্তা নাই
জ্ঞান চক্ষু পেয়ে বল যে আমি শুধাই। ১০
আগেতে আসন শুদ্ধি পূজাকালে করে
(২) তেন মন শুদ্ধ হেতু জিজ্ঞাসি তোমারে। ১১
দেখ, দেখ মন পিতা করিয়া বিচার
যে কাব্য বর্ণন মুখে হৈল তোমার। ১২
দেশ, কাল, পাত্র তিনে দেখহ চাহিয়া
এ তিনের গুণ তুমি বল বিচারিয়া। ১৩

---

* মহারাজ পরীক্ষিৎকে পরম ভাগবৎ শুকদেব বলিতেছেন দেখ "আমরা অল্পায়ু সুতরাং আমাদের আর কিছুই হইল না" এরূপ অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ সময়ের মূল্য বুঝিলে অত্যল্প সময়েও পরম মঙ্গল কার্য্য সাধন করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন খট্টাঙ্গ নামে এক রাজর্ষি তাঁহার আর মুহূর্ত্তকাল আয়ু আছে জানিতে পারিয়া পৃথিবীতে সমস্ত আশক্তি পরিহার পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অভয় পদে শরণাপন্ন হইলেন।

(১) কত পাত্র—কত লোক
(২) তেন—সেইরূপ

উত্তম, মধ্যম কিবা অধম বলি লাগে (১)
পৃথক করিয়া বল শুনিধ বিভাগে। ১৪
জ্ঞানের আদেশ পেয়ে ভাবিতে লাগিলা
এ তিনের গুণ তবে দেখিতে পাইলা। ১৫
মন। "এই দেশ এই কাল এই আমি পাত্র
সবে বলে সর্ব্বমতে অতি অপবিত্র। ১৬
এই দেশ বন ভুমি, তীর্থ হীন স্থান
নির্গুণী, কুজ্ঞানী সবে দোষের বিধান। ১৭
কলি কালে মন্দ বলে লোকে বেদে কয়
আমি কোটী দোষী পাত্র জগতে জানয়। ১৮
উলট দেখিয়ে (২) মন্দ ঘুচে লাগে ভাল
জ্ঞান স্পার্শ-মনি-স্পর্শে এ জ্ঞান জন্মিল"। ১৯
মন কন শুন জ্ঞান দেশ গুণ বলি
ক্রমে কাল পাত্র গুণ বলিব সকলি। ২০

(১) লাগে—বলিয়া বোধ হয়।

(২) কলিকাল এক দিকে যেমনি লোকের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে ব্যভিচার দেখিয়া এই কালকে অতি জঘন্য বলিয়া মনে হয়, তেমনি আবার এই কালে মানবের অতি সহজে উচ্চ গতি লাভ হয় জানিয়া চিত্ত আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এই কারণে কলিকাল অপরের মতে মন্দ হইলেও গ্রন্থকারের নিকট ভাল বলিয়াই প্রতিভাত।

"শিখর বংশের রাজ্য পঞ্চকোট খ্যাতি
পূর্ব্বাঞ্চ মহিষাড়া জুলই বসতি। ২১
মহানদ দামোদর প্রবাহ প্লাবিতে (১)
পঞ্চম পুরুষ বাস হৈল প্রমোদেতে। ২২
জননী ও জন্মভূমি কভু নিন্দ্য নয়
স্বর্গ হইতে দুর্লভ বলিয়া বেদে কয়"। ২৩

প্রমাণং :—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।
মোর প্রতি এই স্থান মহা তীর্থ স্থান
এই স্থানে জন্ম লভি' দেখিনু ভুবন। ২৪
গুরুদত্ত মহামন্ত্র পাইলাম এস্থানেতে
সাধু-পদ-রজ মোর প্রাপ্তি হ'লো ইথে। ২৫
সুপথ, কুপথ, দেব, দ্বিজ ইথে চিনি
রামভক্ত পরিবারে মোর জন্ম জানি। ২৬
এই ভূমে কুসুম উৎপন্ন ফল জলে
রাম পদে অর্পণ করিয়া প্রেমাকুলে। ২৭
এই স্থানে বসি' ভাবি শ্রীরাম চরণ
"রাম কাব্য" এই স্থানে হ'লো উদ্দীপন। ২৮

---

(১) অর্থাৎ যে প্রদেশ দামোদরের বন্যা দ্বারা প্লাবিত হয়, দামোদরের Basin.

সিদ্ধ স্থান মহা পীঠ মোর প্রতি হয়
ইষ্ট স্ফূর্ত্তি যথা সেই সর্ব্বতীর্থ ময়। ২৯

প্রমাণং যথা :—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র
গোদাবরীস্তত্র সরঃস্বতী চ*।
সর্ব্বানি তীর্থানি নিবসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ ॥৩০
দেশ গুণ বলিলাম কালের গুণ বলি
বহু পুণ্য ফলে মোর মিলিয়াছে "কলি"।
"সত্যে" জন্ম হলে ধ্যান নিষ্ঠা তথা চাই
(১) আপন মনের গুণ বলিয়াছি ভাই। ৩১
ক্ষণমাত্র স্থির চিত্ত করিতে না পারি
কি করিত সে সত্যে কুমতি যার নারী। ৩২
ত্রেতাযুগে না জন্মিয়ে হয়েছে উত্তম
যজ্ঞাদি করিতে হৈত সংযম নিয়ম। ৩৩

---

* অর্থাৎ :—যেখানে ভগবান অচ্যুতের উদার কথার প্রসঙ্গ হয়, সেই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা, সরঃস্বতী ও সমস্ত তীর্থের স্থিতি হয়।

(১) সত্যকালের লোকদিগকে ধ্যান নিষ্ঠায় তৎপর হইতে হয় কিন্তু আমার মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাত পূর্ব্বে বলিয়াছি সুতরাং একাল কলিযুগ না হইয়া যদি সত্যযুগ হইত তাহা হইলেও আমার ন্যায় পাপীর তুল্য অবস্থাই থাকিত।

প্রমাণং ঃ—

"জিহ্বা দগ্ধং পরান্নেন
করো দগ্ধং প্রতিগ্রহাত্‌।
মনোদগ্ধং পরস্ত্রীনাং
কথংসিদ্ধির্ব্বরাননে" ॥

জিহ্বা যদা দগ্ধ মোর পরান্ন খাইয়া
দুই হস্ত অপ্রশস্ত পরদ্রব্য লয়্যা (১)। ৩৪
পরনারী দেখি করি মনের লালসা
ত্রেতা যুগে জন্ম হ'লে হইত দুর্দ্দশা। ৩৫
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা বিনা প্রাপ্তি নাই
এ পাপ মতিতে গতি কোন কালে নাই। ৩৬
আমি সে যেমন বটি পরম পাতকী
অদ্বিতীয় এ জগতে প্রধান নারকী। ৩৭
বিধি বড় বিচক্ষণ মোর মন জানে
(২) পরম দয়াল কলি জন্ম দিয়া আনে। ৩৮

---

(১) গ্রন্থকার "লইয়া" কথার স্থলে "লয়্যা" এই রকম ব্যবহার করিয়াছেন বোধ হয় গ্রন্থকারের বাসস্থান অঞ্চলে "লইয়া" স্থলে "লয়্যা" ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) কলিকাল পরম দয়াল, এই জন্য একালে সামান্যেই লোকে মুক্তি পায়।

ধন্য ধন্য কলিকাল মহিমা কি জানি
(১) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এ কলির নিছনি। ৩৯
প্রমাণং শ্রীভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে ঃ—
"কৃতে যদ্ধ্যায়তঃ বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ" ॥
ধ্যান, যোগ, জপ, তপ, নিয়ম, আচার
ব্রত, তীর্থ, দান, যজ্ঞ, যত আছে আর। ৪০
সর্ব্ব কর্ম্ম, সর্ব্ব ধর্ম্ম, যত বেদে বলে
এক নাম সম কেহ নাহি কলিকালে। ৪১

প্রমাণং ঃ—

"কলৌযুগে কল্মষ মানবানাং
নাস্ত্যস্তি ধর্ম্মে খলু নাধিকারঃ।
রামেতি বর্ণদ্বয় মাদরেণ
সদা জপন্ মুক্তি মুপৈতিতজ্জনঃ ॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ঃ—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" ॥

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—"কলিং সভা জয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ-সারভাগিনঃ। যত্র সংকীর্ত্তনে নৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোপিলভ্যতে।"

অর্থাৎ গুণবেত্তা সারগ্রাহী সাধুরা কলিযুগে একমাত্র নাম কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয় জানিয়া ঐ যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

কলিকাল ভাল সে দয়াল যুগপতি
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু, অগতির গতি। ৪২
(১) অন্য ধর্ম্মে অধিকার কলিকালে নাই
কলিকালে দাও সবে নামের দোহাই। ৪৩
সুলভে দুর্লভগতি নাম গুণে হচ্ছে (২)
ভাগ্য গুণে মোরে কলিকাল মিলে গেছে। ৪৪
"এই কলিকাল পাই কত পুণ্য ফলে
যদি জন্ম হয় যেন এই কলিকালে। ৪৫

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতে ১২শ স্কঃ তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বাক্যম্ ঃ—

"কলের্দোষ নিধে রাজন্নস্তিহ্যেক মহানগুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত বন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ হে নৃপতে দোষ সাগর কলির এই একটী মহৎ গুণ যে হরি নাম সংকীর্ত্তন করিলেই মানব সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ;

"ধ্যায়ন কৃতে যজন যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌসংকীর্ত্ত্যকেশবং॥"

অর্থাৎ সত্যে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল লাভ হয় কলিতে কেবল মাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(২) "হইতেছে" স্থলে "হচ্ছে" ব্যবহার করিয়াছেন।

দেশ-কাল-গুণ গেল, পাত্র গুণ কুই
বিপ্রকুলে উপাদান গুণ মাত্র এই। ৪৬
বিদ্যা হীন মূর্খ ঘটি, সে আমারে ভাল
ঘটত্বে, পটত্বে কাল বৃথা নাহি গেল। ৪৭
বিদ্যা মদে মহত্ত্ব বল্লাতে কাল যেত
পরতত্ত্ব পরাঙ্মুখ অবশ্য হইত। ৪৮

প্রমাণং অধ্যাত্ম রামায়ণেঃ—

"বিপ্রাঃ লোভ ভয় গ্রস্তাঃ বেদ-বিক্রয়-জীবিনঃ
ধনার্জ্জনার্থ মভ্যস্থ বিদ্যা মদ বিমোহিতা" ॥

নির্ধন হইয়া অতি দীন সম আছি
ধন গর্ব্ব নাই, খর্ব্ব আপনে গণেছি। ৪৯
বিষয় বিহীন আছি, সে আমারে ভাল
সাধু সঙ্গ সদালাপে পাই কিছু কাল। ৫০
শ্রীরাম দয়াল বড় পতিত পাবন
দেশ, কাল, পাত্র বুঝে কৈল সংযোটন। ৫১
এই দেশ, এই কাল, এই আমি পাত্র
এই বুদ্ধি, এই গুরু, পাই এই মাত্র। ৫২
জন্মে জন্মে এই ঠাঁই অন্যে কার্য্য নাই
এই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র পাই। ৫৩
এই পরিবারে সদা সেবি রামচন্দ্র
ক্ষণে ক্ষণে রামপদে বাড়ে প্রেমানন্দ। ৫৪

এই দেহ পাইলাম কত পুণ্য ফলে
এ জিহ্বাতে কভু কভু রাম শব্দ বলে। ৫৫
এ দেহ করিয়া ঘৃণা অন্তে কোন কাম
এই কর্ণ ধন্য যাতে শুনে রাম নাম। ৫৬
এই নেত্র সুপবিত্র যন্ন দিগে চায়
রামের রমণ সর্ব্ব ঘটে দেখা পায়। ৫৭
এই হস্ত প্রশস্ত লেখয়ে রামলীলে
ধন্য এই পদ, রাম প্রদক্ষিণে চলে। ৫৮
এই সে মস্তক আমি শ্লাঘ্য করি মানি
রাম পদে নতি করে লগ্ন হ'য়ে ভূমি। ৫৯
এই সর্ব্ব অবয়ব কলেবর খানি
এই দেহরূপ সাধ্যে রাম বস্তু চিনি। ৬০

---

* গ্রন্থকার কৌশলে নিজের যেরূপ অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন ভাগবতকার শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষ রাজার ঐরূপ অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন; আমরা পাঠক বর্গের অবগতির জন্য শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোক ক'টী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সবৈ মনঃ কৃষ্ণ পদার বিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দির মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারোচ্যুত সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্য গাত্র স্পর্শেঽঙ্গ সঙ্গমং।

দেহালয় দেবালয় বেদে সত্য কয়
(১) এ দেহ যে জানে সে আনন্দে ভাসয়। ৬১

প্রমাণং গীতাসারে :—

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ জীবো দেবঃ সদাশিব
ত্যজেদজ্ঞান নির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ"
"স্বদেহে পূজয়েদ্দেবং নান্য দেহে কদাচন
স্বগৃহে পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষামটতি দুর্ম্মতি"॥

মন—বলে জ্ঞান তুমি জিজ্ঞাসিলে মোরে
দেশ, কাল, পাত্র গুণ বলিনু তোমারে। ৬২

ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ সরোজ সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌহরেঃ ক্ষেত্র মুপানু সর্পণে
শিরো হৃষিকেশ পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতুকাম কাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোক জনাশ্রয়া রতিঃ॥"

(১) "দেহ দেবালয়" এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টান মহাজন St. Paul কি বলিতেছেন দেখুন, "Know ye not that ye are the temple of God and that the spirit of God dwelleth in you."

"এতৎ যো বেত্তিতং প্রাহুঃ
ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি তদ্বিদঃ।" গীঃ ১৩শ অঃ।

কিসে মোর হিত হয় বল বিবরণ
(১) এখনি বেড়িবে মোরে কুমতিরগণ। ৬৩

ইতি আত্মবোধে জগৎপ্রকাশকে জ্ঞান প্রভাবেন
দেশ কাল পাত্র গুণ কথনং নাম
ষষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত।

---

(১) মন আমাদের এত চঞ্চল যে একটু অবসর পাইলেই সে কদর্য্য চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিবে। মনকে সেই জন্য কুচিন্তা করিবার অবসর দেওয়া উচিত নয়। পঞ্চদশীতে আছে।

"আসুপ্তে রামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্ত চিন্তয়া
দত্তান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি।"

সপ্তম উল্লাস।

জ্ঞান—বলে শুন পিতা কিবা চিন্তা আর
তোমার কথাতে মন জানিল আমার। ১
সুমতি মায়ের কৃপা জানিল কারণ
আমি যে যে বলি, তাহা শ্রদ্ধা করি শুন। ২
যখন যাহার সঙ্গে হয় সংমিলন
বদন, বচন, নেত্রে কর বিবেচন। ৩
এ তিনের দ্বারে তার মনোবৃত্তি পা'বে
কুমতি, সুমতি কা'তে বেষ্টিত জানিবে। ৪
অসুরে আক্রান্ত, কিবা দেবের আক্রান্ত
দুই গুণ মনে ভাবি' বিচার নিতান্ত। ৫
যে ভূতে পাইয়াছে তাহা বুঝিবে তখনি
তুমি দৈবী গুণ যুক্ত, তারে ক'বে বাণী। ৬
দৈবী ভাব শুনিলে আসুরী পলাইবে
ইহার শাসন শুন শাস্ত্র মত তবে। ৭

"রুষ্টৈর্জনৈঃ কিং যদি চিত্ত শান্তিঃ
তুষ্টৈর্জনৈঃ কিং যদি চিত্ত তাপঃ" ॥
ইহা চিনে, জেনে এ জগতে সবে দেখ
(১) দুই গুণ ছাড়ি সে বস্তুতে মন রাখ। ৮
এই সে প্রকারে তুমি চিনিবে জগত
কেবা আসুরিক কেবা দৈবী গুণ যুত। ৯
তার পার শুন মন অতি গুপ্ত তত্ত্ব
সহস্রের মধ্যে কেহ জানে সে মহত্ত্ব। ১০
(২) জানা সহস্রের মধ্যে মানে কোন জন
মানা সহস্রের এক করয়ে যজন। ১১

---

(১) অর্থাৎ ভাল, মন্দ, লাভ, অলাভে অনাসক্ত হইয়া ভগবানে মন স্থির রাখ।

(২) "আত্মা" ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান এত নিগূঢ়, পক্ষান্তরে আবার এরূপ সন্দেহ প্রতিপাদক যে, "আত্মার" বিষয় সম্যক শ্রবণ করিলেও কেহ বিশ্বাস করেন না; কেহ যদি বিশ্বাস করেন তিনি হয়ত বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন না তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্য বচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥" গীঃ ২য় অঃ।

যজ্ঞা সহস্রেতে কেহ নিরন্তর যজে
নিরন্তর বর্ত্তমান বস্তুতে সে মজে। ১২

প্রমাণং :—

"মনুষ্যানাং সহস্রেস্থ কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে
যততা মপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তিতত্ত্বতঃ।"
গীঃ ৭ম অঃ।

(১) অকথ্য কথন কভু বলিবার নয়
পিতৃ কার্য্য জানি তেঁই বলিব নিশ্চয়। ১৩
রাম অবতার হল সেই ত্রেতা যুগে
বেদ, শাস্ত্র সে কথা বর্ণিল অনুরাগে। ১৪
পাষাণ করিলা মুক্ত, চণ্ডালে মিত্রতা
পাষাণ ভাসা'ল জলে, চমৎকার কথা। ১৫
দুরন্ত রাবণ নাশি', সীতা উদ্ধারিলা
এই পঞ্চ গৌণ, মুখ্য আর যে করিলা। ১৬
দশরথ গৃহে জন্ম ভূ-ভার হরিতে
ধর্ম্ম সংস্থাপন, সাধুগণেরে পালিতে। ১৭

---

(১) অকথ্য—কেননা সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবার যো নাই এবং প্রকাশ করিলেই বা কে বুঝিবে, বরং না বুঝিতে পারিয়া অশ্রদ্ধা আসিতে পারে—সেই জন্য অপাত্রের নিকট গূঢ় তাৎপর্য্য অপ্রকাশ্য।

"যস্য কস্য ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুগোপিতং"।

পুনশ্চ—"অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন প্রকাশ্যং বহির্মুখে।"

প্রমাণং ঃ—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"
গী—৪র্থ অঃ

এগার হাজার বর্ষ স্থিতি অযোধ্যাতে
তাহার প্রমাণ শুন অধ্যাত্মের মতে । ১৮

তথাহি প্রমাণং ঃ—

"দশবর্ষ সহস্রানি দশবর্ষ শতানিচ
রাম রাজ্য মুপাস্যৈব স্বলোকং প্রাপ্তবান্ পুনঃ ।

কালে অপ্রকট, কালে প্রকট সে লীলা
ইহার ভজন যত বেদের শৃঙ্খলা । ১৯
বেদ বিধি, তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র অসংখ্যেতে
মন্ত্রদাতা গুরু, শিক্ষা করান যেমতে । ২০
জপ, যজ্ঞ, স্তুতি, কীর্ত্ত সংযম, নিয়ম
ব্রত, উপবাস আদি সৎপথের ক্রম । ২১
উদ্দেশে, পরোক্ষে পূজা ধ্যান স্থির নয়
দৃষ্টে না দেখিলে ধ্যান স্থির নাকি হয় । ২২

প্রমাণং ঃ—

"অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমানো বিনশ্যতি
অবর্ণমক্ষয়ং ব্রহ্মকথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।
গীতাসারে অর্জ্জুন প্রশ্নে।

তথাহি উত্তর গীতায়াং ঃ—

"অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্য মেতদ্বিনশ্যতি
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।"
"সালম্বস্যাপ্যনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা
উভয়োরপি দোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।"

পুনঃ কুলার্ণবে ঃ—

"ঈদৃশস্তাদৃশশ্চেতি দূরস্থঃ কথ্যতেজনৈঃ
প্রত্যক্ষে গ্রহণং নাস্তি পরোক্ষে গ্রহণং কুতঃ।"

অতএব ধ্যান নিষ্ঠা অদৃষ্টে (১) না হয়
কিন্তু আশা লুব্ধ হয়ে পূজা আচরয়। ২৩
শ্রদ্ধা করি লালসাতে সুপথেতে চলে
লীলাকারীর ভজন সন্মার্গে যে যে বলে। ২৪
তবে সে নির্ম্মল মন ক্রমে ক্রমে হয়
নিত্যের বিষয়ে তবে খেদ উপজয়। ২৫
নিত্য ধামে নিত্য লীলা, নিত্য তথা বাস
প্রকটাপ্রকট নাই, নাহি বৃদ্ধি হ্রাস। ২৬

---

(১) অদৃষ্টে—না দেখে।

চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু গতি তথা নাই
স্বকীয় প্রভাবে ধাম উজ্জ্বল সদাই। ২৭

প্রমাণং গীতায়াং:—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো নশশাঙ্কো নপাবকঃ
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

পুনঃ হনুমৎ সংহিতায়াং
প্রমাণং:—

"ন চন্দ্রস্য গতিস্তত্র ন সূর্যস্য গতিস্তথা
প্রভয়া রামচন্দ্রস্য সীতায়াশ্চ প্রভাবতঃ।"

নিত্যধাম, নিত্যধাম, বলি সবে ক'ন
কোথা নিত্যধাম তা'র নাহি নিরূপণ! ২৮
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে বাহিরে
পবনাদির গতি কোথা নাহি চরাচরে। ২৯
জ্ঞান কন, শুন মন নিত্যের বিষয়
সাধক না হলে, অন্যে কেহ না বুঝয়। ৩০
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিনকালে
(১) সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে স্থিতি নিত্য তারে বলে। ৩১

---

(১) "ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান তিন কালে।
সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে স্থিতি নিত্য তারে বলে॥"
এটী "নিত্য বস্তুর" সুন্দর সঙ্গা হইয়াছে। শাস্ত্রে কি আছে দেখুন:—

হেন স্থান খুঁজিয়া জগতে পাইতে নাই
ভক্ত হৃদে নিত্য স্থান দেখিবারে পাই। ৩২

প্রমাণং

উত্তর গীতায়াং—

"মনঃস্থং মনোমধ্যস্থং মনঃস্থং মনোবৰ্জ্জিতং
মনসা মন আলোক্য স্বয়ং সিদ্ধন্তি যোগিনঃ।"

মনের ভিতরে মন দেখহ চাহিয়া
চন্দ্র, সূর্য্য আদি তথা না পাবে খুঁজিয়া। ৩৩
ঝড় বৃষ্টি, শীত উষ্ণ, অন্ধকার নাই
সর্ব্বদা উজ্জ্বল, নিত্য, বৰ্ত্তমানে পাই। ৩৪
সদ্ গুরুর স্থানে যেবা সে বস্তু পেয়েছে
(১) সেই নিত্য স্থানে নিত্য বৰ্ত্তমান আছে। ৩৫
এ রামের পূজা সেবা কি মতে করিবে
পুষ্প, ধূপ, নৈবিদ্যাদি কি করিয়া লবে। ৩৬

"নবাল্যং নাপি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জন্তুঃ
সদৈক রূপশ্চিন্মাত্রো বিকারঃ পরিবর্জ্জিতঃ।"

(১) "আত্মা" হ্রাস বৃদ্ধি অপক্ষয় শূন্য—যিনি সদ্গুরু কৃপায় আত্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়াছেন তিনি অনিত্য বিষয় প্রপঞ্চ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন।

কর্ম্ম, ক্রিয়া কাণ্ড, যত বেদ বিধি মতে
(১) কি করিয়া সুর্ব্ব দ্রব্য প্রাপ্তি হ'বে ইথে। ৩৭
অতএব জ্ঞান কন শুন সারোদ্ধার
বৃদ্ধ দশা উপস্থিত হয়েছে তোমার। ৩৮
যোগীর অগম্য বস্তু, শীঘ্র দেখা নয়
লীলার ভজনোপয়ে নিত্য মতি দাও। ৩৯
সেই দশরথ রাজা ত্রেতা যুগে গেছে
আর দশরথ দেখ বর্ত্তমান কাছে। ৪০
দশ জনে ইন্দ্রিয়, তাহাতে যাঁর গতি
দশরথ বলিয়া মনের গুপ্ত খ্যাতি। ৪১
মনকে আনন্দে রাখে সে কৌশল্যা হয়
ভাব রূপা কৌশল্যা জানিহ নিশ্চয়। ৪২
(২) মন দশরথ আর ভাব কৌশল্যাতে
দোঁহে যুক্ত হইলে, রামের জন্ম তা'তে। ৪৩
যথা রাম, তথা সীতা, সদা অবিচ্ছেদ
হ্লাদিনী শক্তি রূপা যুক্তি বলে বেদ। ৪৪

---

(১) অর্থাৎ আত্মারামকে দেখিতে পাওয়া যায় না অতএব তাঁহাকে কিরূপে পুজাদি করা হইবে ?

(২) "ভাব" নিত্য কেননা ব্রহ্ম নিত্য ; মন যখন "ভাবে" যুক্ত হন সেই অবস্থার নাম "যোগারূঢ়"। তখন দুঃখ বা অভাব না থাকায় ব্রহ্ম সংস্পর্শ রূপ নির্ম্মলানন্দ অনুভূত হইতে থাকে।

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মষঃ
সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শ মত্যন্তং সুখ মশ্নুতে"।
গীঃ ৬ষ্ঠ অঃ।

মন "ভাব" যুক্ত হইলে জ্ঞান বিকাশ ও আনন্দানুভব হয় সেই অবস্থাকে যোগীরা "চিদানন্দ" বলিয়া থাকেন। এবং তাহাই ব্রহ্মের রূপ—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মানন্দ রূপ মমৃতং যদ্বিভাতি।" "যথা রাম তথা সীতা নিত্য অবিচ্ছেদ"—অবিহমান সৃষ্টির প্রবাহ মানিতে হইলে পুরুষ প্রকৃতির ও নিত্য সম্বন্ধ মানিতে হয়। তবে প্রকৃতির প্রলয় শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহা বাস্তবিক ঈশ্বরের সকল শক্তি বা উপাধি লইয়া শয়ন—নাশ নহে। পুরুষ প্রকৃতি নিত্য অবিচ্ছিন্ন। কারণ ঈশ্বর হইতে তাহার শক্তি কি বিভিন্ন হইতে পারে? যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি অভেদ বা নিত্য যুক্ত ইহাও তদ্রূপ। তবে যে সর্গ বা বিসর্গের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা কি?

উঃ সর্গ অর্থাৎ উপাদান সৃষ্টি। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, এবং মহৎ—এই সকল ত্রিলোকীস্থ জীব সমুদায়ের প্রাকৃতিক উপাদান। সৃষ্টির প্রাক্কালে মূল প্রকৃতি বর্ত্তমান ছিলেন। উক্ত মূল প্রকৃতি হইতেই ত্রয়োবিংশ তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। মূল প্রকৃতি ও এই ত্রয়োবিংশ তত্ত্ব লইয়াই সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব এবং এই সমস্ত তত্ত্বের আবির্ভাবের নাম সর্গ।

এই তত্ত্বের সাহায্যে চরাচর স্রষ্টা ব্রহ্মা পূর্ব্ব কল্পের বীজ অনুসরণ করিয়া চরাচর জীব সমূহকে ব্যক্ত করেন ইহার নাম "বিসর্গ"।

এই সর্গ এবং বিসর্গ সৃষ্টির আভাস ও পুনর্বিকাশ মাত্র। প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টির বীজ স্বরূপ যে প্রকৃতি তাহা নিত্য অথবা ব্রহ্ম হইতে তাঁহার প্রকৃতি অভিন্ন। প্রথমে দেখা যাউক এই প্রকৃতি কি? নিরালম্বোপনিষদ বলিতেছেন:—"ব্রহ্মনঃ সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্ম্মাণ সমর্থাঃ বুদ্ধিরূপা ব্রহ্ম শক্তিরেব প্রকৃতিঃ"। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতের নানাবিধ যে বিচিত্র নির্ম্মাণ সমর্থা বুদ্ধি রূপা ব্রহ্ম শক্তি যিনি তিনিই প্রকৃতি।

সেই জন্য সৃষ্টি বলিলে আদি সৃষ্টি বুঝিতে হইবে না নিদ্রিত শক্তির উত্থান মাত্র বুঝিতে হইবে।

প্রখর মার্ত্তণ্ড কিরণ দগ্ধ তৃণ সমূহ যেমন-নিদাঘ-জল-সিঞ্চনে পুনর্জীবন লাভ করে তদ্রূপ প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি প্রবাহ চলিতে থাকে। আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন।

"ভগবানেক আসেদ মগ্ন আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানু গতা বাত্মাহ নানামত্যু পলক্ষণঃ॥
সবা এষ তদা দৃষ্টা নাপশ্য দৃশ্য মেকরাট্।
মেনেহসন্তমিবাত্মনাং সুপ্ত শক্তি রসুপ্ত দৃক॥
সবা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদ সদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥
কাল বৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণ ময্যা মধোক্ষজঃ।
পুরুষেনাত্ম ভূতেন বীর্য্য মাধত্ত বীর্য্যবান্॥
ততোহভবন মহত্তত্ত্ব মব্যক্তাৎ কাল চোদিতাৎ
বিজ্ঞানাত্মাত্ম দেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জং তমোনুদঃ"॥

"সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ছিলেন, যিনি সকল জীবের আত্মা অর্থাৎ সে সময়ে অন্য দ্রষ্টা বা দৃশ্য ছিল

না। যদিচ এই জগৎ কারণ রূপে অবস্থিত ছিল তথাপি তাহার পৃথক প্রতীতি ছিল না। ভগবানকে উপলক্ষণ করিতে তথন নানাত্ব বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল না। তাঁর ইচ্ছা তখন আত্মগত ছিল। তিনিই তখন এক মাত্র দ্রষ্টা। তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রকাশ ছিলনা। সুতরাং দৃশ্য কিছুনা দেখিয়া, তিনি আপনাকেও না থাকা মনে করিলেন। (সমাধি ভঙ্গ হইবার অনতিপূর্ব্বে যে অবস্থা বোধ হয় অনেকটা সেইরূপ) তাঁহার মায়া প্রভৃতি শক্তি তখন নিদ্রিত ছিল। কিন্তু দৃষ্টি রূপ চৈতন্য তখন প্রকট হইয়াছিল। সেই দ্রষ্টার কার্য্য কারণাত্মক প্রসিদ্ধ শক্তির নাম মায়া। এই মায়া দ্বারা ভগবান জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাল শক্তিদ্বারা মায়ার গুণ সকল ক্ষুভিত হইলে, ভগবান পুরুষ রূপী স্বীয় অংশে সেই মায়াতে চিৎ-শক্তি রূপ আত্মবীর্য্য আধান করিলেন। এবং কাল প্রেরিত অব্যক্ত মায়া হইতে মহতত্ত্ব উদ্ভূত হইল। ভগবান এইরূপে আত্ম দেহস্থ বিশ্বপ্রকাশিত করিলেন।"

বৈষ্ণবেরা বলেন এই জগৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি— যেমন নিত্য বৃন্দাবনে রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিতেছেন এবং নিত্য আনন্দে মগ্ন আছেন, এ জগৎ ও সেই নিত্যানন্দের চিদাভাস মাত্র। তাই তাঁহারা জগৎকে বিভিন্ন চক্ষে দেখেন। অর্থাৎ অনিত্য জগতে নিত্য বস্তু নারায়ণের লীলা বিকাশ দেখেন। তাহা হইলে এ কথা বলা যাইতে পারে এই দৃশ্যমান জগৎ আনন্দামৃত পরিপূর্ণ, বা আনন্দময়ী ব্রহ্মশক্তির বিলাস ভূমি। অতএব শক্তি নাই, বা শক্তি ব্রহ্মেভেদ, এই যে কথা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়; আরও দেখা যাইতেছে যেখানে পদার্থ বা বস্তু বিশেষের

অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, সেই খানেই শক্তির প্রয়োজন, যেখানে প্রকাশ সেইখানেই শক্তি মানিতে হয়। তবে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ ও উপাধি বিহীন বলা হইয়াছে তাহাও নিরর্থক নহে। পরম পুরুষ ব্রহ্মের যখন শক্তির পূর্ণ নিরোধ বা তাঁহার শক্তি সমূহ সঙ্কুচিত হয় তখন সত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য পৃথক লক্ষিত হয় না এবং সেই উপাধি বিহীন অবস্থাকে অব্যক্তাবস্থা বলা হয় কারণ তখন গুণ ত্রয় নিদ্রিত থাকায় ভেদ জ্ঞান বা দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব অসম্ভব। ব্রহ্মের সমস্তই অব্যক্ত কেবল মাত্র একাংশে এই জগৎ চরাচর প্রকাশিত। ইহারই নাম কেহ কেহ বলে সম্প্রসারিণী মূল শক্তি।

হ্লাদিনী শক্তি—আনন্দদায়িনী বিষ্ণু—ভক্তিপ্রদায়িনী পুরাণে যাঁহাকে শ্রীরাধিকা এবং গীতাতে যাঁহাকে পরাশক্তি বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবেরা বলেন এঁর কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লাভ ঘটে না এই মহাশক্তিই চৈতন্য রূপিনী ও কৃষ্ণময়ী। ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ এবং তিনি স্বপ্রকাশ; তিনি আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে স[illegible]। বিষ্ণুর আরও তিনটী শক্তি আছে যথা।

"বিষ্ণু শক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরে
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে।

(১) অর্থাৎ পরা বা ক্ষেত্রজ্ঞা, (২) অপরা অবিদ্যা বা মায়া তৃতীয়া (কর্ম্ম) বা জৈব।

চিৎশক্তি বা পরা শক্তি—শুদ্ধ নির্ম্মল সত্বগুণাত্মিকা প্রকাশ-ময়ী। মায়া বা অবিদ্যাশক্তি—মোহ বা জড়তা।

জৈব শক্তি—সংস্কার।

প্রমাণং

হনুমৎ সংহিতায়াং ঃ—

"হ্লাদিনী শক্তি রূপা জানকী যস্থ বামতঃ
তং রামং সচ্চিদানন্দং নিত্যং রামেশ্বরং ভজে।"

রামের দর্শনে, রাম নামের শ্রবণে
অশ্রু পুলক জন্মে জানকীর গুণে। ৪৫
সেই দশরথ দেখ জগত ভরিয়া
মনুষ্য আকারে, দশ ইন্দ্রিয় যুক্ত হয়্যা (১)। ৪৬
তাহার ভিতরে মন দেখ সর্ব্ব ঠাঁই
দশরথ বই এ জগতে অন্য নাই। ৪৭
মনে ভাবি, যুক্তি করি, যে তপ করিবে
অবশ্য আপন কোলে, রাম ধন পাবে। ৪৮
এরামের ভজনে, না লাগে তন্ত্র মন্ত্র
বেদ বিধি, ক্রিয়া কাণ্ড, তার পরতন্ত্র। ৪৯
শুদ্ধাশুদ্ধ, আচার, বিচার এ ভবনে
কালাকাল নাহি অতি সুগম করণে। ৫০
দশেন্দ্রিয়ে দশরথ যে যে কর্ম্ম করে
শুভ কি অশুভ কর্ম্ম যে দেহে আচরে। ৫১

---

* যে সকল মহোদয় গণকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি উপরোক্ত বিষয় তাঁহাদিগের লিখিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ হইতে অমি মর্ম্ম সংকলন করিয়াছি। প্রকাশক।

(১) হয়্যা—হইয়া

নিদ্রা, জাগরণে কিম্বা দিবস রাত্রিতে
যত কর্ম্ম কর তাহা অর্পহ রামেতে। ৫২

গীতায়াং প্রমাণং যথাঃ—

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসিযৎ
যৎতপস্যসি কৌন্তেয়তৎ কুরুষ মদর্পণম্*"।
নবম অঃ গী।

এমত সুলভ সেবা আর কোথা পাবে?
মনে জন্মাইয়া মনে সেবা আচরিবে। ৫৩

প্রমাণং :—

"কিং গঙ্গামবগাহনেন কি মুভো প্রয়াগেন কিং
কিং বৃন্দাবন যাতয়া যমুনয়া বেদন তীর্থেন কিং
কিং জ্ঞানেন জপেন তপসা পুষ্পার্চ্চনৈঃ কি ফলং
শ্রীচৈতন্য রামরূপ সুবিমলং হৃদয়ে ধ্যায়তঃ সদৈব।"

পুনশ্চঃ—

"কাশীক্ষেত্র শরীর ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তি শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণ ধ্যান যুক্তঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়ং সকল জন মন সাক্ষীভূতান্তরাত্ম,
দেহে সর্ব্ব মদীয়ং যদি বসতি পুণ্য তীর্থ মন্যৎ কিমস্তি॥"

(*) অর্থ এই—হে কৌন্তেয় যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।

এ রামের গুণ, মন একে একে, দেখ।
প্রত্যক্ষ দেখিবে সব, মন মধ্যে রাম।
এক শিলা মুক্ত কৈলা, লীলা অবতারে
নিত্য রাম, কত শিলা তারিছে সংসারে? ৫৫
(১) মনের সদৃশ দৃঢ় পাষাণ কে আছে?
নাম শুনে সংসারের (২) মন দ্রবে গেছে। ৫৬
দেখ গাণপত্য, শাক্ত, শৈব, সূর্য্য ব্রতী
অন্য দেব উপাসক, কিম্বা নীচ জাতি। ৫৭
রাম নাম শুনি সবে হয় প্রফুল্লিত
এ নাম শ্রবণে কেন সর্ব্বে উল্লাসিত? ৫৮
(৩) সর্ব্ব ঘটে রমেন যে, রাম নাম তার
নিজ নাম শুনি হর্ষ কারণ ইহার। ৫৯

---

(১) অর্জ্জুন মনের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ঐরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ছিলেন যথা—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম"।

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয় ক্ষোভ কর, অজেয় ও দৃঢ়।

(২) সংসারের—সংসারস্থ জীবের।

(৩) শাস্ত্রও এই কথা বলিতেছেন।

"আত্মৈব-রমতেঽস্মা আত্মারামস্তদোচ্যতে
অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্"।

যারি মন দ্রব হইল, সে হৈল পার
ভাব, কত শিলা মুক্ত, সংখ্যা নাহি তার।৬০
এক জন চণ্ডালে মৈত্রতা কৈলা তিনি
দেখ কত চণ্ডালে করিয়া কোলে ইনি। ৬১
যত প্রাণী, দেহ ধারী, জগৎ ভিতরে
অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ী, মাংস, শোণিত প্রকারে। ৬২
বিষ্ঠা, মূত্র, দুর্গন্ধেতে ছুঁতে না জুয়ায় (১)
মৃত্যু হইলে, শৃগাল কুক্কুরেতে খায়। ৬৩
যে দেহ সমস্ত দুঃখ রোগের আধার
ক্ষণে ক্ষণে যে দেহের হতেছে বিকার। ৬৪
(২) নব দ্বারে স্রাব হয় অতীব ঘৃণিত
পাপের মন্দির যাহা জগতে বিদিত। ৬৫
দুর্গন্ধ ন্যক্কারময়, মল যুক্ত দেহ
ছুয়ে স্নান না করিলে, শুদ্ধ নহে কেহ। ৬৬
হেন দেহ অন্তর, বাহ্যেতে, লোমে লোমে
ব্যাপ্ত হয়ে, কোলে লয়ে রন নিত্য রামে। ৬৬

পুনশ্চ উত্তর খণ্ডে শ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রে
রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি
ইতি রাম পদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।

(১) জুয়ায় অর্থাৎ উপযোগী।

(২) জ্ঞান সন্ন্যাস গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

জগত চণ্ডালে কেবা কোলে করি বয়।
মৈত্রতার দায়ে সদা স্কন্ধে করি বয়। ৬৮
সেই রাম বোঝা ফেলে যবে ছাড়ি যায়।
অস্পৃশ্য সে দেহে কেহ ফিরে নাহি চায়॥ ৬৯
ভজন পূজন কিছু এ রাম না খুঁজে।
সর্ব্ব জীবে কোলে লন দয়াময় নিজে॥ ৭০
শিশু পুত্র জনক জননী সেবে কোথা?
অবোধ বালকে দেখ সেবে পিতা মাতা। ৭১
তেমতি এ রাম হন জগৎ জনক
সর্ব্ব জীব প্রতিপাল্য, তিঁহোই পালক। ৭২
পতিত পাবন গুণ পুনঃ দেখ মন
একবার দ্রবময় হৈলা নারায়ণ। ৭৩
গঙ্গা রূপা হয়ে কৈল ধরণী পবিত্র
এ রামের গুণ দেখ অদ্ভুত চরিত্র। ৭৪
যে বেদ বলিলা গঙ্গা জলের মহিমা
সেই বেদ বলে বিপ্র পদের উপমা। ৭৫
পৃথিবীতে যত তীর্থ, সাগরেতে যত
উভয়েতে যত তীর্থ, বিপ্র পদে স্থিত। ৭৬

প্রমাণং যথা ঃ—

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি যানি তীর্থানি সাগরে।
সাগরে তানি তীর্থানি বিপ্রস্য দক্ষিণে পদে।"

অস্থি, চর্ম্মে, নাড়ী, মাংসে পদের উৎপত্তি
সে পদ পাইল কোথা এতেক শকতি? ৭৭
পরশ মণির স্পর্শে, লৌহ স্বর্ণ হয়
তেঁন রাম স্পর্শে থাকি এ গুণ ধরয়। ৭৮
এক তীর্থ গঙ্গারূপা হৈলা নারায়ণ
সর্ব্ব তীর্থময় বিপ্র, বেদের বচন। ৭৯
ইহা বুঝি তবু ভজন পূজন ভুল কেন?
এ রামের গুণ পুনঃ আর দেখ শুন। ৮০
জলে, ভাসাইলা শিলা, লীলাকারী গুণে
চক্ষে না দেখেছ, তাহা শুনেছ শ্রবণে। ৮১
বর্ত্তমান দৃষ্টে দেখ, নিত্য রাম গুণে
জলে স্থলে, গগনে ধাইছে কি বিধানে। ৮২
জলে জলচর যত, কার গুণে চলে!
পক্ষি হয়ে কার তেজে আকাশেতে বুলে(১)? ৮৩
চতুষ্পদ দ্বিপদাদি ধায় মহী পিঠে
মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেহ সকলেরত বটে !! ৮৪
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ধাইয়া বেড়ায়
যার গুণে, মৃত্তিকা স্থাবর সদা ধায়। ৮৫
অচল সচল হৈল, যে রামের গুণে
হায়! হায়! দেখ তারে, না চিন নয়নে। ৮৬

---

(১) বুলে—বেড়ায়, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় এই কথা চলিত।
(২) সে জন —অর্থাৎ রাবণ।

সে রাম করিল নাশ লঙ্কার রাবণ
যবনা স্থানে পরাভব পেয়েছে সে জন (২)। ৮৭
তা'রে নাশ করি, সীতা করিলা উদ্ধার
এ রামের পরাক্রম দেখ তার পর। ৮৮
কাল রূপ রাবণ, সে মহা ভয়ঙ্কর
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি সদা যা'র ড়র। ৮৯
যার বশে সৃষ্টি স্থিতি কত হ'ল, গেল
অবতার কতবার বশে যা'র হ'ল৺ ৯০
(৩) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আদি গুণ অবতার
আবির্ভাব, তিরোভাব বশে হয় যা'র। ৯১
(৪) যত দেখ, শুন, সব কাল বশে হয়
কাল মহা বলবান, কারো বশ নয়। ৯২

---

(৩) "ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আদি গুণ অবতার
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার" চৈঃ চরিতামৃত।
ব্রহ্মাণ্ডপতি দ্বিতীয় পুরুষ যিনি গর্ভোদকশায়ী বলিয়া কথিত এবং যিনি মায়াশ্রিত হইয়াও মায়ের পরে অবস্থিত তিনিই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের জন্য আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

"নমস্ত্রি মূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাকসৃষ্টেঃকেবলাত্মনে
গুণ ত্রয় বিভাগায় পশ্চাদ্ ভেদ মুপেযুষে"।

প্রমাণং :—

(১) "সর্ব্বে কালস্য বশগাঃ ন কালঃ কস্য চিদ্ বশঃ

(২) এ কালের কাল রূপ এই রাম হন
ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে তার শুনহ বচন। ৯৩

যথা :—

"সংহর্ত্তুরপি সংহর্ত্তা পাতুঃ পাতা পরাৎপরঃ"।
মনের ভিতরে যেবা এ রামেরে দেখে

(৩) কালকে না দেখে সে, কাল তাকে দেখে। ৯৪

(৪) কাল সমি'ব্যাহারে, কুমতি গণ আছে
মহা বলবান্ সদা বেড়ি আছে কাছে। ৯৫

---

(১) শাস্ত্রান্তরে :—

"কালস্য বশগো জন্তুঃ"

পুনশ্চ :—"বহূনীন্দ্র সহস্রানি দেবানাং চ যুগে যুগে
কালেন সমতীতানি কালোহি দুরতিক্রমঃ"।

(২) কাল চঞ্চল। আত্মারাম স্থির। স্থির হইতে পারিলে কালাতীত হইতে পারা যায়। তখন কালের কোন ব্যবধান দেখা যায় না, তাই সর্ব্বত্র সদা একরূপ।

(৩) "কাল কে না দেখে সে কাল তাকে দেখে," অর্থাৎ কালাতীত হইয়া আর কালের অধীন হন না। কাল তখন তাঁহার বশীভুত।

(৪) কাম ক্রোধাদি মনের চাঞ্চল্য বই আর কিছুই নহে; সুতরাং যিনি কাম ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হ'ন তিনি কাল কবলে

কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ আদি যত
(৫) জগৎ করিয়া জয় আছে বিশ্ব-খ্যাত। ৯৬
দেবতা, অসুর, নর, কীট, পতঙ্গেতে
সকলে বাঁধিয়া জয়ী হয়েছে ভারতে। ৯৭
কাল আর কামাদির কেবা বা জিতিল
সর্ব্ব-জিত রাবণ এ কিমতে হৈল? ৯৮
(১) এ রাবণে নষ্ট কৈল কালাদি থাকিতে
এ রামের গুণ তেঁই বলিয়ে তোমাতে। ৯৯
কাল আর কামাদির ধ্বংশের কারণ
নিত্য রাম যে ভজে সে সাধু জন হ'ন। ১০০
সাধু সর্ব্ব জয়ী, সাধু বলী রাজা হ'ন
সাধু সম বলবান রাম নিজে নন। ১০১

নিষ্পেষিত হ'ন; তথাপি জানিয়া রাখা ভাল যে যদিও প্রদীপের শিখা বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়—কিন্তু তাহার মূলটা বেশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় সেটা চঞ্চল নয়—স্থির। তদ্রূপ জীব চঞ্চল হইলেও তাহার মূল কারণটী সর্ব্বদা স্থির।

(৫) অর্থাৎ দৃশ্যমান যাহা কিছু সবই চঞ্চল; অতএব চঞ্চলেরই রাজ্য।

(১) লীলাবতারে কেবল রাবণকেই ধ্বংস করা হইয়াছিল কিন্তু কাল রূপ রাবণকে ধ্বংস করা হয় নাই।

একা বলী রাজা আছে পাতাল ভিতরে
দ্বারে বাঁধি রাখে রামে নিজ প্রেম ডোরে। ১০২
সাধনের বল যা'র "বলী রাজা" সেই
সাধু "বলী রাজা" হন, রামে বাঁন্ধে যেই। ১০৩
যার মনে প্রেম ডোরে রাম বাঁধা রয়
কাল আর কামাদির সেই কৈল জয়। ১০৪
সর্ব্ব জয়ী রাম হ'ন, রামে যে জিতিল
তাহারি প্রমাণ শুন গীতায় বলিল। ১০৫

যথা ঃ—

(১) "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।"
গীঃ ৬ষ্ঠ অঃ।

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈ বাত্মনাজিতঃ।"
গীঃ ৬ষ্ঠ অঃ।

---

(১) শত্রু মনের। নচেৎ শত্রু কেহই নহে। যতক্ষণ আমি তুমি ততক্ষণই ভেদ ও ততক্ষণই শত্রুতা। সাধন ভক্তি দ্বারা যিনি আত্মারামকে বাঁধিতে পারিয়াছেন তাঁহার আর ত্রিজগতে কাহাকেও ভয় নাই। যিনি ভগবান্‌কে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন তিনি কি আর কাহাকেও শত্রু বোধ করিতে পারেন। তিনি জগতের প্রতি জীবকে প্রেম চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন।

সাধু ভজ, সাধু ভজ, সাধু পার নাই
জগৎ-জীবন-রাম (১) বাঁধা তার ঠাঁই। ১০৬
সর্ব্ব জিত সাধু হইল, ভজিয়া যাঁহারে
(২) নিজ ঘটে পেয়ে, কেহ না ভজে তাঁহারে। ১০৭

ইতি আত্মবোধে জগৎ প্রকাশকে বর্ত্তমান রামস্য লীলা গুণ
কথনং নাম সপ্তম উল্লাস
সমাপ্ত।

---

(১) যিনি রাম তিনিই সর্ব্বভূতাত্মা।

(২) ভক্ত তুলসী দাসও ঐ কথা বলিয়াছেন :—
"সব কে ঘট্‌মে হরি বিরাজৈ পহুছন্‌তা নাহি কোই,
নাভিকা গন্ধ মৃগ নাহি জানত ঢুড়ত ব্যাকুল হোই"।

সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত।

অষ্টম উল্লাস।

মন—বলে জ্ঞান তুমি দি'ছ উপদেশ,
এক কথা তোমারে জিজ্ঞাসি সবিশেষ। ১
বস্তু তত্ত্ব জানিতে কাহার ইচ্ছা নাই
ঘটে আছে বস্তু বলে বলিছ সদাই। ২
চমৎকার না দেখিলে মন কিনা মজে
কিছু কিছু দেখাইয়া দেহ কাজে কাজে। ৩
বাজি কারে বাজিকরে মিছা বলে জানি
(১) টাটক্ লাগায়ে তবু ভুলায় তখনি। ৪
তেমতি এখানে কই চমৎকার দেখি
সন্দেহ ভাঙ্গিয়া বল কি ইহার সাক্ষী? ৫
জ্ঞান— কন শুন মন কি দেখিতে চাও?
(২) যে দেখিছ সকলি টাটক্, বুঝে লও। ৬

---

(১) টাটক—ধাঁধা

(২) একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই বোধ হয় বঝা যাইতে পারে।

জগতে যতেক বস্তু দেখেছ নয়নে
জাতি নাম জ্ঞান মাত্র লোক মুখে শুনে। ৭
কি করে কি হচ্ছে, যাচ্ছে, কোথা হতে এলো
যা'র যা আস্বাদ দিয়ে পুনঃ কোথা গেল। ৮
সব জানি বলে বল কিছুই না জান
উপরি সামান্য জেনে কর অভিমান। ৯
সকল থাকুক এক লোমের বিচার
জান কে প্রকারে হলো উদ্ভব তাহার? ১০
দেখে, শুনে, করে, জেনে বুঝিতে নেরেছ
একে একে শুনি দেখি কি দেখিতে পাইছ। ১১
এদেহ ভিতরে থাকি কেবা বাজী করে
এ বাজিকরের গুণ দেখহ বিচারে। ১২
এক নেত্র বিন্দু মাত্র শ্যামল আকার
বাল্য যুবা কালে বৃদ্ধি, হ্রাস নাহি তার। ১৩
সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে অতি বিচক্ষণ
তাহার ভিতরে দেখ এ তিন ভুবন। ১৪
যাচ্ছে যারে দেখ সেই আগে গেছে গেছে
তুমি মনে মানরূপ যাচ্ছে দৃষ্ট হ'ছে। ১৫
দেহে বর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু সব দেখে
এ টাটক্ বাজী, দেখি, বুঝাহ আমাকে। ১৬
উদয়াস্ত গিরি সীমা দেখ সূর্য্য গতি
ঊর্দ্ধে দেখি, গ্রহ তারা যথা করে স্থিতি। ১৭

কত লক্ষ যোজন সে সীমা নাহি জানি
নিমেষ মাত্রেতে যে যে ফিরয়ে তখনি। ১৮
সূক্ষ্ম রেণু, স্থূল পৃথ্বি, পর্ব্বত পাষাণ
নানা বৃক্ষ, লতা, গুল্ম বিবিধ বিধান। ১৯
নীল, পীত, শ্বেত, রক্তবর্ণ নানা মত
স্থাবর, জঙ্গম আদি পৃথকেতে যত। ২০
হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রস্থ তার করয়ে নির্ণয়
এক দেহে পুনঃ যত প্রকার আছয়। ২১
এক ক্ষুদ্র নেত্রে প্রবেশে কোন পথে
চক্ষের নাহিক ছিদ্র পথ কই যেতে? ২২
চক্ষু মুদি দেখিলে, অন্তরে দেখা যায়
নয়ন মেলিলে পুনঃ বাহ্যে দেখে তায়। ২৩
যে নেত্রে কজ্জল, জল, বায়ু সহ্য নহে
চক্ষুপথে যাতায়াত কি করিয়া সহে। ২৪
হৃদয় ভিতরে এত কোথা স্থান পাইল
চন্দ্র, সূর্য্য আদি বিভু স্থিতি তা'তে কৈল। ২৫
কৃষ্ণ দেহে অর্জ্জুন দেখিল বিশ্বমূর্ত্তি
তাহা দেখি অর্জ্জুনের হত হৈল স্ফুর্ত্তী। ২৬

---

(১) সেই অনন্ত বিশ্ব-রূপ মূর্ত্তি দর্শনে অর্জ্জুন ভয়বিহ্বল চিত্তে, গদগদ-কণ্ঠে কর-যোড়ে বলিতে লাগিলেন।

"অদৃষ্ট-পূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনোমে।

(১) সেই মত চক্ষু মুদি দেখ হৃদয়েতে
(২) ব্রহ্মাণ্ডের যত বস্তু সব দেখ তা'তে ॥ ২৭
চক্ষু মেলি দেখ, কিম্বা দেখ চক্ষু মুদি
অস্থির না হয় কেনে সব জান যদি ॥ ২৮
দৃষ্টের যে বাজী, মন, আমারে বুঝাও
একে একে, পৃথক টাটক্, বুঝি' লও ॥ ২৯
শ্রবণের গুণ পুন করহ বিচার।
যত বস্তু দৃষ্টে দেখ ধ্বনি আছে তা'র ॥ ৩০
যত প্রাণী তত ধ্বনি পৃথকে পৃথকে
শব্দের প্রকারে প্রাণী বুঝায় পৃথকে ॥ ৩১
পশু, পক্ষী, নর কি বানর, কীট ভেক।
কিবা হয় বিচারিয়া দেখ এক এক ॥ ৩২
বাদ্য, ভাণ্ড, তুরী, ভেরী যন্ত্র শব্দ যত।
সুস্বর, কুস্বর, মৃদু, উৎকট যেমত ॥ ৩৩
রাগ রাগিনীর ভেদ শুনে গুনে করে।
নিরাকার শব্দ কর্ণে কি করিয়া ধরে ॥ ৩৪
গুপ্ত কথা, ইষ্টমন্ত্র, বেদ অধ্যয়ন।
কর্ণে শুনে কোন স্থানে যোগায় কেমন ॥ ৩৫

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥" গীঃ ১১শ, অঃ
(১) সেই মত—অর্জ্জুনের মত।
(২) শাস্ত্রে এই দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়াছেন, যাহা কিছু এই

বহুকাল বই জিজ্ঞাসিলে সেই কথা।
কথা পেয়ে বুলয় যেমন হার গাঁথন ॥ ৩৬
শ্রবণের যে বাজী কি মত লাগে মনে
অসম্ভব সম্ভব কি বল বিবরণে ॥ ৩৭
শুন আর নাসিকার দেখ দেখি বাজী।
কি বিচার করিয়াছ বল দেখি আজি ॥ ৩৮
দৃষ্ট নহে শব্দে নহে জ্ঞাত হওয়া ভার।
কি করিয়ে অনুভব করয়ে তাহার ॥ ৩৯

পরিদৃশ্যমান বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় এদেহ ব্রহ্মাণ্ডে ও তৎ সমুদায়ের অভাব নাই। শিব সংহিতায় আছে :—

"দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রানি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥
ঋষয়ো মনুথঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা
পুণ্য তীর্থানি পীঠানিবর্ত্তন্তে পীঠ-দেবতাঃ ॥
সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথী তথৈবচ।
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥"

বাহিরে যেমন বহির্জগত, অন্তরে তেমনি অন্তর্জগত দুইই মহাবিশ্ব অসীম কারণ, এবং সূক্ষ্ম শৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ।

শূন্যে শূন্যে বায়ু যোগে গন্ধ মিশাইল।
নাসারন্ধ্রে গিয়া বাজী প্রবেশ করিল ॥ ৪০
মদিরার গন্ধ, কি সড়িৎ দেহ গন্ধ।
অগ্নি দগ্ধ গন্ধ কিম্বা সুগন্ধ সম্বন্ধ ॥ ৪১
চন্দন, সৌরভ, পুষ্প, মালতী, চম্পক।
তৈল যুক্ত নানা গন্ধ পৃথক্, পৃথক্ ॥ ৪২
ঘৃত, দধি, মধু আদি যে গন্ধ ভারতে।
দুর্গন্ধ, সুগন্ধ যত জ্ঞাত এ নাসাতে ॥ ৪৩
ভেবে দেখ মন এ কিবা চমৎকার!
এ সব টাটক কেনে না জন্মে তোমার ॥ ৪৪
রসনার গুণ পুনঃ শুন মন পিতা।
মুখের ভিতরে থাকে সর্ব্ব রস জ্ঞাতা ॥ ৪৫
নয়ন, শ্রবণ, হস্ত, পদ, নাহি তার।
কি মতে প্রভেদ করে একি চমৎকার ॥ ৪৬
মধুর, লবণ, কটুতিক্তাম্ল, কষায়।
পৃথক্, পৃথক্ ছয় মিশ্রিত যে হয় ॥ ৪৭
মাংস পিণ্ড আকারে কি মতে জ্ঞাত হয়।
বিবেচনা করিয়া তখনি তাহা কয় ॥ ৪৮
কাহাতে অধিক নুন কিসে জ্ঞাত হল।
নিকৃতি তরাজু নাহি কিসে তৌল কৈল ॥ ৪৯
আতপ, শীতের কিছু নাহিক আকার।
ত্বকে কি করিয়া জানে এ সব বিচার ॥ ৫০

স্পর্শ করি দেখ দেখি আপনার দেহ।
স্নিগ্ধ, উষ্ণ, এ দুই একত্রে আছে সেহ। ৫১
স্নিগ্ধ গুণ জলের, উষ্ণতা অনলের।
অগ্নি, জলে একত্রে নিবাস একি ফের। ৫২
কেঁহ কারে নাশ করিতে নারে কেন
পরস্পর শক্র হয়ে মিত্র ভাব কেন? ৫৩
ভেবে দেখ বিষামৃতে একত্রেতে রয়
এ বাজী করের বাজী মনে না লাগয়? ৫৪
যবে সেই বাজী কর বাজী ভেঙ্গে যাবে
যত বাজী বলে এনু (১) লেশ নাহি পাবে। ৫৫
এ সকল বাজী মন প্রত্যক্ষেতে দেখ
এ সব টাটক বুঝি মন মধ্যে রাখ। ৫৬
যাহার বাজীতে তিন লোক ভুলে আছে
গুণের সমুদ্র রাম বাজীকর কাছে। ৫৭
পুনঃ পুনঃ যার শব্দ শুনিয়াছ কানে
তাহাকে পড়িবে মনে শব্দ স্বর জেনে। ৫৮
নিজে শব্দ করিছ সর্ব্বদা তাহা শুন
কেমনে সে নিজ শব্দ কর অনুমান। ৫৯
প্রত্যক্ষ করিয়া শব্দ বুঝ বারম্বার
চিনিতে নারিবে ধ্বনি শুনি আপনার। ৬০
পর দেহ দেখিয়া চিনিবে সর্ব্ব মতে
দীর্ঘ হ্রস্ব গৌর কৃষ্ণ যে যেমত তাতে। ৬১

গো, মহিষ, অশ্ব ছাগ, নর, নারী যত
ঘট, পট, আদি করি দৃষ্টে জ্ঞাত যত। ৬২
হারাইলে ক্ষণ মধ্যে চিনে আন তারে
আপনা হারায়ে খুঁজে কে আনিতে পারে। ৬৩
কেমন আকার কত দীর্ঘ হ্রস্ব বটি
কোন বর্ণ, নেত্র, কর্ণ, মুখ পরিপাটী। ৬৪
কেমন স্বভাব, শীল, লাবণ্য লক্ষণ
আপনার কিছু জ্ঞাত বল বট মন। ৬৫
কার স্কন্ধে তুমি যদি কর আরোহণ
সে জানে তখন তুমি তৌলে দুই মন। ৬৬
(১) আপনা আপনি তৌলে তার কত ভার
দু'মনের ভার কোথা গেল সে তোমার। ৬৭
যখন পদেতে চল এ দেহ লইয়া
নিজ ভার কে বহিছে দেখ বিচারিয়া। ৬৮
কভু শীঘ্র চলে পদ কভু চলে ধীরে
লম্ফ মারে, নৃত্য করে বসে উঠে ফিরে। ৬৯
দেহ নৌকা স্থলে চলে কেবা কর্ণধার
হৃদয়ে না ভাব মোর কে বহিছে ভার। ৭০

(১) অন্য লোক আমাকে স্কন্ধে করিলে সে বুঝিতে পারে আমার ভার এক মন বা দুই মন কিন্তু সেই দুই মন বা এক মনের ভার সর্ব্বদাই আমাতে বর্ত্তমান তথাপি আমি জানিতে পারি না।

মশা কিম্বা হস্তী আদি যে যার আকার
কেহ নাহি জানে যে আমার কত ভার। ৭১
যার ভার সে বহিছে দেখ বিচারিয়া
সর্ব্ব মতে আছ মন আপনার হয়্যা (১)। ৭২

জীব মুগ্ধ কারিণী মায়া যতটা ভয়ের কারণ বলিয়া মনে হয় বাস্তবিক তাহা হইতে ততটা ভীত হইবার কারণ নাই। কামাদি রিপুগণ দুর্জ্জয় হইলেও শেষে তাহারা আপনাপনি পরাজিত হয়। তথন দুই এক দিন তাহাদিগের দৌরাত্ম্য সহ্য কর। যাঁর ভার তিনি তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, তথন আপনাকে নিঃসহায় জ্ঞান করা জড়তা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

"ভয়ং দ্বিতীয়াভি-নিবেশতঃ স্যা
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়ঃ স্মৃতিঃ।
তন্মায়া যাতো বুধ আভেজত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরু দেবযাত্মা।" ॥

ভাগবত ১১শ স্কঃ।

অর্থাৎ ঐশী মায়া নিবন্ধন ভগবদ্বহির্মুখ ব্যক্তির আত্মবিস্মৃতি আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে মোহজাত ভ্রম ও দেহে আত্ম বুদ্ধি জন্মিয়া ঈশ্বর হইতে আমি স্বতন্ত্র (ঈশ্বর দূরে আছেন এইরূপ বোধ) ওই হেতু ভীতি উপস্থিত হয়। সুতরাং ধীমান্ ব্যক্তি গুরুরূপ দেবতাতে আত্মসমর্পণ করতঃ একান্ত ভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন।

(১) হয়্যা—হইয়া।

আপনার পানে কেহ ফিরিয়া না চায়
নিরাকার সাকার বুঝিতে সবে ধায়। ৭৩
কুমতির গণ যুঙ্গে (২) কোটি কল্প গেছে
বর্ত্তমানে সে গণে বেষ্টিত সদা আছে। ৭৪
মন্দ গণে ধন্দ (৩) দিয়া অন্ধ করিয়াছে
(তাই) হীরা পেয়ে ফিরে কেহ না দেখিছে। ৭৫

প্রমাণং জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে ঃ—

পুনঃ প্রমাণং অধ্যাত্ম রামায়ণে*—

সাক্ষী স্বরূপ দেখ দেহে ব্যাপি আছে
সদ গুরুর কৃপা বিনা কে কোথা পেয়েছে।

ইতি আত্মবোধে জগৎ-প্রকাশকে মনঃ-সংশয়চ্ছেদে
জ্ঞানশ্চমৎকারাদি কথনং নাম
অষ্টম উল্লাস সমাপ্ত।

---

(২) যুঙ্গে—সঙ্গে।

(৩) ধন্দা—ধাঁদা।

* আত্মা প্রকৃতির কার্য্য কলাপ দেখেন মাত্র কিন্তু নির্ব্বিকারত্ব হেতু তাহাতে মুগ্ধ হন না। স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ, এই উপাধি এর হইতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক; তবে স্ফটিকের ন্যায় প্রকৃতির কার্য্য আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়;—

চিদ্বিম্ব সাক্ষ্যাবিয়াং প্রসক্ত
ত্বেকত্র বুদ্ধ্যাদ নলাক্ত লৌহবৎ।
অন্যোন্য মধ্যাস বশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজ বুত্বঞ্চ চিদাত্ম চেতসঃ" ॥ রামগীতা।

পুনশ্চ ঃ—

"বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুতঃ।
তথৈব ভাতি সদ্রূপোহ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ॥"

আত্মজ্ঞান নির্ণয়।

অর্থাৎ জগতের সমস্ত পদার্থের বাহিরে এবং ভিতরে যেমন আকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ পরমাত্মা ও নিজ সত্ত্বাতে জগতের অন্তরে এবং বাহিরে সাক্ষী স্বরূপে প্রকাশিত আছেন।

* সদ্গুরুর কৃপা না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমরা জীবন সফল করিতে পারি অন্যথা নহে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"বহু-জন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্গুরুর্যদি লভ্যতে
তদা তদ্বক্তোতো লব্ধা জন্ম সাফল্য মাপ্নুয়াৎ"।

অষ্টম উল্লাস সমাপ্তঃ।



নবম উল্লাস।

মন। বলে জ্ঞান তুমি যে তত্ত্ব শুনালে
অতি চমৎকার সব দেহেতে দেখালে। ১
ইহার উত্তর মোর মুখে না বেরোয়
দেহ শূন্য হলো, মন ভ্রান্ত, ক্ষিপ্ত ন্যায়। ২
(১) "আমি আমি" বলে "অহং" বুদ্ধি যত ছিল
এতত্ত্ব শুনিয়া আমি আপনা জানিল। ৩
কড়ার ভিখারী হয়ে বলানু ভূপাল
আমি বলে যেন কিনা বলয়ে মাতাল ? ৪

---

(১) এত দিন অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমি আপনাকেই বড় বলিয়া জানিতাম, কিন্তু তোমার মুখে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি কত ক্ষুদ্র তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।—বুঝিতে পারিয়াছি আমি অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় ক্ষুদ্র কণিকা আমি তৃণাদপিহীন আমি শক্তিহীন, অতি দুর্ব্বল।৹

প্রমাণং ঃ—

"কবয়ঃ কিং ন পশ্যন্তি কিং ন খাদন্তি বায়সাঃ
যোষিতাঃ কিং ন কুর্ব্বন্তি কিং ন জল্পন্তি মদ্যপাঃ।"

"জ্ঞান যে সুধালে তার একটি উত্তর
কিঞ্চিৎ না জানি তার আমি সে বর্ব্বর। ৫
আমি আমি বলে যত জন্ম আইল
মিথ্যা বলি জন্ম জন্ম জগৎ ভ্রমিল। ৬
"ওরে আমি" তুমি মোর গলে দড়ি দিয়ে
কোন লাজে "আমি" বল ইবে দেহে রয়ে। ৭
নক্কার ধিক্কার করি "মন" স্তব্ধে রয়
এ সময়ে জ্ঞান তারে উপদেশ কয়

জ্ঞান। টাটক দেখিতে চেয়ে নিজে হারাইলে
ইহার প্রায়শ্চিত্ত শুন আমি দিছি বলে। ৮.
আমি কর্ত্তা বলে মনে আর না ভাবিবে
নিজের সামর্থ্য যত বুঝিলে ত এবে। ৯
"পরিচয় পেলে নর নিজ ক্ষমতার
আমি কর্ত্তা বলে জ্ঞান না জন্মে তাহার।

প্রমাণং রাম গীতায়াং ঃ—

"যদি স্ব নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে*
কর্ত্তাহং মস্মেতি কথং ভবেৎ পুনঃ।

---

* অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান রাশির বিনাশ হয় এবং পুনর্ব্বার আর সেই অজ্ঞান উদ্ভব হয় না; যদি তাহাই হয়

তস্মাৎ স্বতন্ত্রান্ কিমপ্য পেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা ॥
অহং রূপা ব্যাধিতে তোমারে গ্রাসে ছিল
এত দিনে সে রোগ তোমার নাশ হলো। ১১
সুপথ্য করহ দিনে দিনে বল পাবে
অক্ষয় অব্যয় হয়ে মহানন্দে রবে। ১২
নিজ মনে মেনেছিলে আপন বড়াই
তেমতি আপনা ঘৃণা করহ সদাই। ১৩
অযোগ্য অক্ষম মন ভুল্য জ্ঞান হীন
অধম নিন্দিত আমি সবা হইতে দীন। ১৪
সর্ব্বমতে অতি নীচ আপনাকে গণ
আপনাকে কর্ত্তা বলে স্বপ্নেতেও না মান। ১৫
এই দেহে শ্রীচৈতন্য রাম বিরাজিত
আমি তাঁর দাস বলে মান, শুন হিত। ১৬

তবে "আমি কর্ত্তা" এরূপ অজ্ঞান-রূপা বুদ্ধি, কখনই জন্মিতে পারে না। ফলতঃ কারণের বিনাশ হইলে কার্য্যের কখনও উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব মোক্ষলাভের নিমিত্ত কর্ম্মাদির কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, "জ্ঞান"ই সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন হইয়া থাকেন।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" ॥

গীতা তৃতীয়ঃ অঃ।

একা ছিলে সে কি ভাল দুয়ে যুক্ত হও
যার ভার তাকে দিয়ে তুমি সুখে রও। ১৭
এতকাল নিজ ভার বৃথা তুলে নিলে
সর্ব্ব দায়ে মুক্ত হলে রামে সমর্পিলে। ১৮
যে পথে চালান তিনি তুমি তা'তে চল
যে বাক্য বলান তিনি সেই বাক্য বল। ১৯
(১) দেখ যে যে কর্ম্ম মন বাসনা করয়
তাহা না হইয়া অন্য উপস্থিত হয়। ২০
অতএব জেনো মন কর্ত্তা কেহ আছে
তাঁহার শরণ লয়ে থাক তাঁর কাছে। ২১

প্রমাণং গীতায়াং :—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্ব-ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।
গীতা ১৮শ অঃ

---

(১) "আপন ইচ্ছায় জীব শত বাঞ্ছা করে
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা তার একটিও না স্ফুরে।"
চৈতন্য চরিতামৃত শ্রীভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—
"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই কর্ম্ম কর্ত্তা যে করয়
তাতে নিত্য চিত্ত রাখ না ঠেকিবে দায়। ২২

প্রমাণং ঃ—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।"

গীতা ১৮শ অঃ

পুনঃ—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

দাস হয়ে আশা কর চরণ সেবিতে
মূলের আশ্রয় সর্ব্ব প্রাপ্তি হবে তাতে। ২৩
যে দেখেছ যে বা না দেখেছ এ নেত্রেতে
যে শুনেছ যেবা না শুনেছ এ কর্ণেতে। ২৪
যে গন্ধ জেনেছে নাসা বাকী যে আছয়
যে রস জেনেছে জিহ্বা যে বা বেদ্য (১) নয়। ২৫
ত্বচ স্পর্শ করিয়ে বা জানিয়ে না জানে
জ্ঞান গম্য যত, যেবা অজ্ঞাত এ জ্ঞানে। ২৬

---

(১) বেদ্য—জ্ঞাত।

সর্ব্বরূপ সর্ব্ব শব্দ সর্ব্বগন্ধ ময়
সর্ব্ব রস সর্ব্ব স্পর্শ যাহা হৈতে হয়। ২৭
তাঁহার আশ্রয়েতে প্রপন্ন হয়ে থাক
সর্ব্ব তত্ত্ব বেত্তা হবে মোর কথা রাখ। ২৮
সর্ব্বত্র ব্যাপিত সর্ব্ব গুণালয় যে
সর্ব্বময়ে যেবা ভজে সর্ব্বজ্ঞ হয় সে। ২৯
কিছু মাত্র অবিদিত সে দাসের নাই
(১) সর্ব্বাশ্রয়ে সর্ব্বাশ্রয় কেহ না এড়ায়। ৩০

প্রমাণং ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ে ঃ—
"যথা তরো র্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধঃ ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্ব্বার্হন মচ্যুতেজ্যা।"
বৃক্ষ মূলে জল দিলে পল্লবাদি সুখী
সর্ব্ব দৈবময় রাম সর্ব্ব হৃদি সাক্ষী। ৩১
জঠরেতে জল পেলে সর্ব্বাঙ্গ জুড়ায়
লোমে লোমে তৃপ্ত হয় কেহ না এড়ায়। ৩২
সর্ব্ব সাক্ষী আত্মারাম জগত ব্যাপিত
এ রাম ভজনে করে চরাচরে প্রীত। ৩৩

(১) সর্ব্বভূতের আশ্রয় শ্রীভগবান। তাঁহার সেবা করিলে সমস্ত লোকের সেবা করা হয়।

এত শুনি মন বলে শুন জ্ঞানপুত্র
মন। জ্ঞানাঞ্জনে রঞ্জিত করিলে মম নেত্র। ৩৪
সাক্ষী বস্তু এ দেহে সে কেমন প্রকার ?
যার পর সারাৎসার বস্তু নাহি আর। ৩৫
জ্ঞান—বলে শুন সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য
বিচার করিয়া বুঝ তিনে করি ঐক্য। ৩৬

অধ্যাত্ম রামায়ণে
লক্ষণং প্রতি শ্রীরাম বাক্যং ঃ—

"হৃৎপদ্মে ভানু বিমলাং মৎকলাং জীবসংগিতাং
ধ্যায়েৎ স্বদেহ মখিলং ত্বয়া ব্যাপ্ত-মরিন্দম।"

শ্রীমদ্ গীতায়াং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঃ—

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্
অসক্তং সর্ব্ব-ভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণ ভোক্তৃ চ

কুলার্ণবাগমে প্রমাণং—

"করোপাদোদরো স্কাদি সহিতং পরমেশ্বরী
সর্ব্বঃ তেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দ মব্যয়ম্।
নিঃসঙ্কল্পো নির্ব্বিকল্পো নির্ব্বিঘ্নোপাধিবাসনঃ
নিজস্বরূপ নির্ম্মগ্নঃ স যোগী পরতত্ত্ববিৎ।"

তথাহি জ্ঞান সন্ন্যাসে ঃ—

"চতুর্ম্মাস্যাদি সংকল্পো সুক্ষ্ম-দেহে প্রবর্ত্ততে
স্বরূপং চরতে বিশ্বং ব্রত কর্ম্মাদিকং কুতঃ।"

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বাক্যং :-

"হৃৎপঙ্কজে ব্যোম্নি যদেকরূপং
সত্যং সদানন্দ ময়ং তু সূক্ষ্মম্।
তদ্ ব্রহ্ম নির্ভাসময়ে গুহায়া
মিতি শ্রুতেশ্চাপি সমাপ্নুবন্তি॥"

আগম, নিগম, বেদ, পুরাণ, সংহিতা
সর্ব্ব তন্ত্র, মন্ত্র এই সারাৎসার কথা। ৩৭
পঞ্চাশ* অক্ষর নাদ-বিন্দু প্রণবেতে
সকলের মর্ম্ম অর্থ এ তত্ত্ব জানিতে। ৩৮

---

* পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে হইলে এই প্রকৃতি পরিব্যাপ্ত জগতের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হয় এবং প্রকৃতির কার্য্য কারণ, বস্তুতত্ত্ব, আত্মার ক্রম পরিণতি, অকারাদি বর্ণ সকলের উৎপত্তি স্থান কোথা ও তাহাদিগের ক্রিয়াই বা কি তাহা জ্ঞাত হওয়া উচিত; শেষোক্ত বিষয়টা নিয়ে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইতেছে :—

সর্ব্বশুদ্ধ বর্ণ ৪৯টা। তন্মধ্যে কতকগুলি স্বর ও অবশিষ্ট ব্যঞ্জন। এতৎ বর্ণ ব্যতিরেকে আরও ১টী বর্ণ আছে [illegible] নাদবিন্দু বলা হয়। এই সকল শব্দ বা বর্ণের মূল প্রণব। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "যেমন এক পর্ণনালের দ্বারা সমুদায় পর্ণ নিবদ্ধ তেমনি ওঁকার দ্বারা সমুদায় শব্দজাত বাক্য সম্বদ্ধ।" প্রায় সমস্ত বর্ণই মাত্রাস্পর্শ কিন্তু যাহা বিন্দু-নাদ এবং কলার অতীত তাহাই মাত্রা স্পর্শ বিবর্জ্জিত এবং শ্রুতিতে তাহাকে

অক্ষর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই অক্ষর ওঁকার, তাহার আদি এবং অন্তে অব্যক্ত (ওঁকার উচ্চারণ কালে আদ্যন্তে যে বিরাম অবস্থা পাওয়া যায় তাহাই অব্যক্ত)। স্বর বর্ণ ই স্বাধীন, ব্যঞ্জন সম্পূর্ণ স্বরবর্ণের অধীন। ঐ সকল স্বরের মূল হইতেছে "ওঁ" বা অ, উ, ম,। পৃথিবীর যাবতীয় ধ্বনি এই তিনটীর আশ্রয়ীভূত। অ, উ, ম একেরই তিনটী অবস্থা মাত্র স্বরের প্রথম বিকাশ "অ" (ব্রহ্মা)! পূর্ণ বিকাশ বা স্থিতি "উ" (বিষ্ণু) আর "ম" বিলয় (রুদ্র)! প্রথমে স্বর বিকাশ হইয়া ক্রমে ক্রমে বিন্দুতে, মিলাইয়া যায় আবার বিন্দু হইতে বিকাশ হইয় অকারে পরিণত হয়। ঐ বিন্দু বা তাহার অতীত যে অবস্থা তাহাই মূল বা ব্রহ্ম—তাহা হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধিত হইতেছে। তেমনি ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়, আবার অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্রে আছে "অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ।" এই অ+উ+ম—ই বিশ্বের রূপ বা এই দেহ ব্রহ্মাণ্ডের রূপ। এই ত্রিতয়ের অতীত যে অব্যক্তাবস্থা তাহাই ব্রহ্ম এবং সমগ্র ওঁকার অর্থাৎ যাহার আদ্যন্ত অব্যক্ত এবং মধ্যাবস্থা ব্যক্ত মাত্র তাহাই ওঁকার। ব্রহ্ম এবং ওঁকারের একরূপ অবস্থা, তজ্জন্য প্রণব ব্রহ্মের বাচক ইহা মহর্ষি পাতঞ্জলির মত।

২য়তঃ, প্রণব এই দেহের রূপ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এবং এই তিনের অতীত যে পরমানন্দময় অবস্থা তাহাই ব্রহ্ম। এই ওঁকারের প্রথম মাত্রা উচ্চারণে জগতের বিকাশ এবং দ্বিতীয় মাত্রা উচ্চারণে জগতের পূর্ণ বিকাশ এবং তৃতীয় মাত্রা

উচ্চারণে জগতের বিরাম। সুতরাং প্রথম অব্যক্তাবস্থা হইতে শেষ অব্যক্তাবস্থা আসিবার মুখে যে বিকাশ হইতেছে তাহাই শব্দ বা ওঁকার ধ্বনি এই শব্দ হইতেছে হৃদয়ে। বৃহদারণ্যকে আছে "অক্ষরং হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম"। গীতাতেও আছে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"। এই ওঁকার জগত ব্রহ্মাণ্ডের শব্দ এবং আমরা হৃদয়ে যে "লপ্‌ ডপ্‌" শব্দ শুনিতে পাই তাহা বোধ হয় ঐ ওঁ শব্দের স্থূল অভিব্যক্তি। যেমন ওঁকার বিকাশ অবস্থা হইতে বিরাম অবস্থায় ধীরে ধীরে পৌঁছিয়া অব্যক্তে মিলাইয়া যায় তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে বিকাশ প্রাপ্ত এই জগত ব্রহ্ম হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া আবার অব্যক্তে লীন হয়; আবার অব্যক্ত হইতে জগতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্তে লীন হইয়া যায়। গীতায় আছে :—

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে।
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে
রাত্র্যা গমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে"।

গীতা ৮ম অঃ।

কিন্তু এই ত্রিতয়ের আর একটী অতীন্দ্রিয়, অনাদি ভাব আছে যাহাকে বেদে অক্ষর বলে এবং যাহা চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

গীতা ৮ম অঃ।

ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে এইমাত্র বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল যে ব্রহ্মের বাচক প্রণব ও প্রণবই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রূপ। আত্মার তিনটী অবস্থা কল্পিত হইয়াছে যথা সুপ্তাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রতাবস্থা। সুপ্তাবস্থা-তমঃ অন্ধকার সৃষ্টির নিরোধ-জ্ঞাপক অবস্থা বিশেষ; স্বপ্নাবস্থা অল্পবিকাশ উপাদান সংকলন, সৃষ্টি আরম্ভ অর্থাৎ রজঃ এবং সত্ত্বগুণ আত্মার পূর্ণ বিকাশ অবস্থা। ইহার পর আবার অব্যক্ত। ওঁকারের অ হইতে ম পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়া পুনরায় অব্যক্তে বিলীনের ন্যায়। জগতে যেমন প্রথমে ভূঃ, ভূবঃ, পরে স্বঃ এবং তাহাই যেরূপ "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" এ পরিণত হয় তদ্রূপ যে পরম পুরুষের যোগ নিদ্রার অবস্থার পর হইতে—অব্যক্ত অবস্থার পরে সেই তমঃ, রজঃ সত্ত্বের পরে—সেই হিরণ্য গর্ভ বিরাট। পূর্ব্বে বলিয়াছি ওঁকারের উচ্চারণ ও তদ্রূপ অর্থাৎ :——

"ওঁকারস্য প্লুতোজ্ঞেয় স্ত্রিনাদ ইতি সঙ্গিতঃ
অকারস্তথ ভূর্লোক উকারো ভূব উচ্যতে।
সব্যঞ্জন মকারস্তু স্বর্লোকস্তু বিধীয়তে"
অক্ষরৈ স্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেদাত্মা ব্যবস্থিত ॥
ইতি জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র।

এই ওঁকারের বিষয় সম্যক অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিলে জীবের মুক্তিলাভ হয়।

এই ওঁকারের আরাধনা করিয়া কিরূপে মরিতে হয় তাহা গীতার অষ্টম অধ্যায়ে কথিত আছে। তাহারই নাম তারক

ব্রহ্মযোগ। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "অথ যত্রৈতৎ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রমতি অথ এতৈরেব রশ্মিভিঃ ঊর্দ্ধং আক্রমতে স ওঁ ইতি বা হেদ্বামীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মন স্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি এতদ্বৈখলু লোক দ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম" অর্থাৎ শরীর হইতে প্রাণ উৎক্রামণ কালে তাহা আদিত্যের দ্বারা ঊর্দ্ধে আকর্ষিত হয় (ঐ আদিত্যই কূটস্থ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মনালী) এবং যদি ওঁকার ধ্যান দ্বারা সুষুম্না নাড়ী দ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে, তবে সেই পথে তৎক্ষণাৎ প্রাণ আদিত্যে গমন করে। জ্ঞানীর এই পথ মুক্ত। কিন্তু অজ্ঞানীর সে পথ বন্ধ। সুষুম্না নাড়ী পথে তাহার প্রাণ উৎক্রামণ করে না। সাধন দ্বারা সুষুম্না মার্গ পরিষ্কৃত হইলে ব্রহ্ম নাড়ীর উপলব্ধি হয় এবং তাহাই ব্রহ্ম-পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উৎক্রামণ এই পথে করিতে হয়—গুরু মুখে ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইয়া ব্রহ্ম নাড়ীতে জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে দেখিতে যোগী অন্তে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। মনুষ্য জীবনের কি সুন্দর পরিসমাপ্তি-সসীমে অসীমে কি মহামিলন! আর্য্যদের এ মহাতত্ত্ব যে বুঝিয়াছে সে মুগ্ধ হইয়াছে সে অনন্তে চিরদিনের মত আত্মহারা হইয়া গিয়াছে।

নাদ-বিন্দু=অর্দ্ধ মাত্রা। কেহ কেহ চতুর্থ মাত্রা বলেন। ত্রিতয়ের অতীত নির্গুণ অবস্থা যেখানে নাদ-বিন্দু একত্রে মিশ্রিত। নাদ=গল বিবরোদ্ভূত ধ্বনি বা "ওঁ" উচ্চারণ করিলে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তাহাই।

অ = বিরাট—ব্যক্ত। = পরম পুরুষ চৈতন্য।

উ = হিরণ্যগর্ভ—অব্যক্ত = নির্গুণ।

প্রকাশে বলিয়ে তবু রাখিলা গোপনে
এ শ্লোকার্থের বস্তু প্রাপ্তি সদ্গুরুর স্থানে। ৩৯
প্রকাশের বস্তু নহে পরম রতন
সর্ব্বত্র প্রকাশ কৈলে নরকে গমন। ৪০
বেদ শাস্ত্রে সাধু সবে গোপনে রাখিলা
সদ গুরুর স্থানে প্রাপ্তি উপদেশ দিলা। ৪১
পূর্ব্ব, পূর্ব্ব জন্মে যার আছয়ে সাধন
লব্ধ-বস্তু লাগি তার হয় আকিঞ্চন। ৪২
নির্ম্মল হইয়া মনে ক্ষুধা উপজয়
সৎপাত্র হইলে, গুরু আপনে মিলয়। ৪৩
জগৎ দুর্লভ বস্তু দেখান্ সদ্ গুরু
করুণাবতার তিঁ হো বাঞ্ছাকল্পতরু। ৪৪
শ্রবণের দ্বারে প্রাপ্তি শব্দ ব্রহ্ম মন্ত্র
সে বস্তু নয়ন দ্বারে প্রাপ্তি এ স্বতন্ত্র। ৪৫
(১) শব্দাতীত বস্তু ইনি, শব্দ গম্য ন'ন
শব্দাতীত নিরঞ্জন, তেঁই বেদে কন। ৪৬

---

(১) উত্তর গীতায় আছে ঃ—

"আকাশেহ্যবকাশশ্চ আকাশ ব্যাপিতঞ্চ যৎ
আকাশস্য গুণং শব্দো নিঃশব্দং ব্রহ্মউচ্যতে।"

অর্থাৎ মহাকাশ ও পরিচ্ছিন্নাকাশ এতদুভয়ই আকাশ দ্বারা (তন্মাত্রভূতশব্দ দ্বারা) ব্যাপ্ত। আকাশের উপাদানকতা হেতু

মন—বলে জ্ঞান তুমি পুত্র কিসে পিতা।
এতকাল ডুবাইল তোর সত্‌মাতা। ৪৭
তার বুকে অহঙ্কারে কর্ত্তা ছিনু আমি
কর্ত্তা ছাড়ি দাস এবে করে দিলা তুমি। ৪৮
পদে পদে খাটো হয়ে অহং জ্ঞান গেল
কি মতে সে বস্তু পাব, কৃপা করি বল। ৪৯
জ্ঞান—কন শুন মনি, অপ্রাপ্ত সে নন
(১) প্রাপ্তি হয়ে আছে যদি ঘুরে দেখ মন। ৫০

তাহার পরিণাম দৃষ্ট হইতেছে ; সুতরাং তাহা অসত্য, কিন্তু ব্রহ্ম নিঃশব্দ হেতু কেবল তিনিই সত্য এবং নিরঞ্জন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বলিয়াছেন যে "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" তাহা ককারাদি বর্ণের ন্যায় দন্তৌষ্ঠ তালু জিহ্বাদি সাহায্যে উত্থিত নহে। উত্তর গীতায় অর্জ্জুনের সন্দেহ নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন সে শব্দ অনুরূপ যথা :—

"অঘোষ মব্যঞ্জনমস্বরঞ্চ অতালু কণ্ঠৌষ্ঠ মনাসিকঞ্চ
অরেখ জাতং পরমুষ্ম বর্জ্জিতং তদক্ষরং ন রতে কথঞ্চিৎ॥"

(১) সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম সুতরাং অপ্রাপ্তি কোথায়? চাঞ্চল্য হেতু অভাব বোধ হইয়াছে এবং তজ্জন্যই জগৎ 'হায় হায়' করিতেছে। যিনি চঞ্চলতাকে "খুটায় খাটাইলেন" তিনিই যোগী তাঁহার :—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্যাতিষ্ঠতি" ॥

প্রমাণং আত্মবোধে শঙ্করাচার্য্য বাক্যে ঃ—
"আত্মাতু সততং প্রাপ্তোঽপ্যবদবিদ্যয়া
তন্নাশে প্রাপ্ত বস্তাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা।"
ধূমেতে বহ্নিকে যেন ব্যপ্ত করি রাখে
ধূমে দৃষ্টি আচ্ছাদয়ে বহ্নিকে না দেখে। ৫১
শুন, শুন মন পিতা, ইহার উপায়
দুরারাধ্য বস্তু প্রাপ্তি সাধু কৃপা যায়। ৫২
বস্তু নিরাকার, কি সাকার রূপ কন
কোটী জন্মে এ সন্দেহ না হবে ভঞ্জন। ৫৩
বৈকুণ্ঠে তাঁহার স্থিতি, কিম্বা অযোধ্যাতে
গোলকে তাঁহার ধাম বলে কোন মতে। ৫৪
কেহ বলে সর্ব্বত্র ব্যপ্ত সেই রাম
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে কেহ ঊর্দ্ধে বলে ধাম। ৫৫

যেমন কোন ব্যক্তির স্বকীয় কণ্ঠস্থিত আভরণ বিস্মৃতি বশতঃ তৎকালে তাহা অপ্রাপ্তবৎ বোধ হয়। ভ্রম দূর হইলে পরিশেষে তাহা প্রাপ্ত বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি বলিয়া মনে হয়; সেইরূপ সর্ব্বদা আত্মতত্ব প্রাপ্তি হইয়াও অবিদ্যা প্রভাবে তাহা অপ্রাপ্তবৎ মনে হয়। পরিশেষে সেই অবিদ্যা বিনাশ হইলে তিনি সেই আত্মতত্ব পুনঃ প্রাপ্তবৎ মনে করেন।

উত্তর গীতায়াং প্রমাণং :—

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনিনাং হৃদি দৈবতম্
প্রতিমা স্বল্প বুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্।"*

(১) যার যতদূর গতি তার প্রতি সেই
জ্ঞান কন শুন মন মোর কথা এই। ৫৬

(২) অনির্ণীত বস্তু যদি ধরিবারে চাও
যেরূপে ধরিবে দিগ্‌দরশন লও। ৫৭

---

* কর্ম্মকাণ্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের "অগ্নি"ই দেবতা ; মুনিদিগের হৃদয় সিংহাসনে বিরাজিত "আত্মাই" দেবতা ; স্থূলবুদ্ধি মনুষ্যদিগের "মৃণ্ময় পাষাণ নির্ম্মিত প্রতিমাই" দেবতা ; আর সর্ব্বত্র সমদর্শী মহাযোগিদিগের "সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মই" দেবতা। অর্থাৎ তাঁহাদিগের শ্রুতিসিদ্ধ "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি" বোধ হইয়া থাকে। গ্রন্থকারের পুঁথিতে এই শ্লোকের শেষ চরণটী এইরূপ "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্"।

(১) এই খানে অধিকারী তত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকার ইঙ্গিত করিতেছেন।

(২) দিগভ্রান্ত পথিক যেমন দিক্‌দরশন যন্ত্রের সাহায্যে আপনার প্রকৃত গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লয়, তদ্রূপ [illegible] জীব বিষয় প্রপঞ্চে বিভ্রান্ত হইয়া পরম তত্ত্ব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বিস্মৃত হইয়া যায় অর্থাৎ চরাচর বিশ্বই ব্রহ্মময় তাহা বিস্মৃত হইয়া যায় এবং ব্রহ্মেতর পদার্থে নিত্যত্ব বুদ্ধি আরোপ করিয়া "অহং" ইত্যাকার জ্ঞানে মোহিত হইয়া মোহজালে পতিত হয় ; পরে যখন সদগুরু কৃপায় দিগ্‌দরশন যন্ত্র পায়, (যাহা

(১) সুদূরে উড়িছে পক্ষ, আকাশ মার্গেতে
ভূমে থাকি তারে ধরিবারে চাহে হাতে। ৫৮
তার পিছে পিছে গিয়া করে নিরূপণ
পক্ষ পাছে ধায় ত্যজে শয়ন ভোজন। ৫৯
পর্ব্বত কাননে তার যথা বাসা থাকে
বৃক্ষ নিরূপিয়া সে বাসাতে আঠা রাখে। ৬০
সে আঠাতে পক্ষ পড়ে, হাতে ধরা যায়
(২) সেই দিগ দরশনে এ রামে সে পায়। ৬১

এই শরীরের মধ্যেই আছে) তখন সে তৎসাহায্যে দিঙ্ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়।

(১) আকাশ—শূন্য অর্থাৎ যেখানে মায়া বা বিকল্প নাই জ্ঞান সংকলিনী তন্ত্রে আছেঃ—"পরমাত্মা ভবেৎ শূন্যং মনো-যত্র বিলীয়তে।"

ভূমে—ক্ষিত্যাদি স্থূল পদার্থে (অহং ইত্যাকার বুদ্ধি)। পক্ষী সম্বন্ধে নিয়ে আমরা একটা রূপকের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

[illegible]—সদসদ বিবেকিনী বুদ্ধি যাহা আত্মাতে কল্পিত হয় সেই জন্য ২টী পাখা। চাঞ্চল্য হেতু নিক্ষেপ হইতেছে নচেৎ শূন্য স্থির।

(২) গুরূপদেশে দিক্‌দরশন যন্ত্রের দ্বারা দিক স্থির করিয়া তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া গন্তব্য পথে গমন করিলে দৃষ্টি স্থির হয় এবং আত্মারামের তত্ত্ব পাওয়া যায়।

অন্য ক্রিয়া কুটি নাটি সব ছাড়ি দাও
সাধু হৃদে বাসা তার সেখানে দৌড়াও। ৬২
শাস্ত্রের প্রমাণে আগে সাধু জনে চিন
গীতা, ভাগবতের শাস্ত্রন চিহ্ন শুন। ৬৩

প্রমাণং যথা :—

"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতী সমাঃ
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ ভ্রষ্টোঽভিজায়তে।
অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম
তত্রতং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্ব দেহিকম্
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দনঃ।
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ত্ততে।
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ
অনেক জন্ম সংসিদ্ধ স্ততো যাতি গতিম্॥"
গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

হেন মতে বহু জন্ম সাধিয়া এসেছে
সাধনার চিহ্ন প্রেম, দেহে ব্যক্ত আছে। ৬৪
যাঁহারে দেখিলে চিত্তে হয় ভাবোদয়
যারে দেখি কুমতির গণ দূরে রয়। ৬৫

যাঁহার নিকটে গেলে মনের আহ্লাদ
(১) যাঁর বাক্যামৃত শুনে ঘুচায়ে প্রমাদ। ৬৬
যাঁহার হৃদয়ে রাম সতত প্রকাশ
তাঁর গাত্র, নেত্র, মুখ প্রফুল্ল আভাস। ৬৭
(২) অপার সাধুর চিহ্ন, রাম তুল্য যিনি
যাঁর পদ রজে হয় পবিত্র ধরণী। ৬৮

---

(১) যিনি সন্দেহ নিরাকরণ করিতে সক্ষম এবং আত্ম-জ্ঞানী—তিনিই সাধু এবং তিনিই গুরু হইবার উপযুক্ত। সন্দেহ বিদূরিত না হইলে মনের অশান্তি দূর হয় না এবং বিশ্বাস ও দৃঢ় হয় না। বিশ্বাস না জন্মিলে প্রেম হইতে পারে না। সেই জন্য অগ্রে সন্দেহ নিরাকৃত হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। সন্দেহ নিরাকৃত হইবামাত্রই আত্মতৃপ্তি লাভ হইবে এবং তাহাই অমৃত স্বরূপ; সেই জন্য গুরু বাক্যকে অমৃত বলা হইয়াছে। কারণ তাঁহার বাক্য "আপ্তবাক্য" তুল্য অভ্রান্ত সুতরাং তাহাতে বিপ্রলিপ্সা, ভ্রম, বিপর্য্যয়, প্রমাদ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ দোষ থাকিতে পারে না।

(২) সাধু কবি ভক্তের মহিমা সম্যক্ অবগত ছিলেন তাই তিনি বলিয়াছেন "সাধু রামের তুল্য"। বাস্তবিক এ কথা অসঙ্গত নহে ভক্তে এবং ভগবানে অভেদাত্মা। শ্রীমদ্ভাগ-বতে নবম স্কন্ধে ৪র্থ অঃ ভগবান দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিয়াছিলেন।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং"
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

প্রেম-আঠা আড়(১) হেন সাধু পদতলে
সে আঠাতে রাম পাবে সাধু কৃপা-কৌশলে। ৬৯
সদ্‌গুরু প্রসন্ন তোর যখন হইবে
তোর কোলে "রাম ধন" দেখাইয়া দিবে। ৭০
নিরাকার, সাকার কি বুঝিবে তখন
কে বটে "আপনি" কেবা বটে অন্যজন। ৭১
"আপনা" চিনিলে ভ্রম যা'বেক তোমার
(১) জগত্ দেখিতে পাবে আপন প্রকার। ৭২
আমাতে, যে বস্তুরূপে দেহ মাঝে আছে
(২) সর্ব্বজীবে তদাকারে বস্তু বিহরিছে। ৭৩

সাধক সাধন করিতে করিতে যখন বিশুদ্ধ সত্বগুণে হৃদয় পরিমার্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ স্ফটিকবৎ প্রতিভাত হইতে থাকেন এবং ব্রহ্মধ্যান পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করতঃ ব্রহ্মাকারে অবস্থিত হন—তখন সেই বিশুদ্ধচিত্ত নির্ম্মুক্ত যোগীর অন্তরে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম অতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না—সেই অবস্থায় সাধ্য ও সাধকে একাকারে মিলিত হ'ন অর্থাৎ সাধক ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মময় হইয়া যান। মহাত্মা কবি বলিয়াছেন "তু তু করতে তুভয়া তুঝমে রহা সমায়।"

(১) সাধন দ্বারা বুদ্ধি স্থির হইলে জগৎ ও তৎস্থিত জীব সমুদায়কে "আপনারই" রূপ বলিয়া বোধ হয়, তখন ভেদ বুদ্ধি আপনাপনি তিরোহিত হইয়া যায়।

(২) আপনার হৃদি সিংহাসনে যিনি বিরাজিত তিনি সেই

(৩) অক্ষয়, অব্যয় বস্তু আছে সর্ব্বঠাঁই
রামের রমন ছাড়া কোন প্রাণী নাই। ৭৪
জ্ঞান দৃষ্টে এ প্রকার দেখি সকলেতে
সাধন করেছে তা'র দৃষ্ট ভিন্ন মতে! ৭৫
মনে রূপে সর্ব্বদাই যে জন সাধিল
তার চক্ষু তারা মধ্যে "বস্তু" বাস কৈল। ৭৬
রমন নিযুক্ত মনি যন দিগে চায়
জগতে না দেখি, নিজ রাম দেখা পায়। ৭৭
(৪) জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, স্থাবর, জঙ্গমে,
যথা দৃষ্টি পড়ে তথা দেখে নিজ রামে। ৭৮

রূপে সর্ব্বভূতের হৃদয় মধ্যে বিহার করিতেছেন, সেই একই মুর্ত্তি পৃথক ঘটে রহিয়াছেন মাত্র। সাধনার আরও উচ্চ স্তরে সে পৃথক ভাব ও আর থাকে না। তখন সকলি এক হইয়া যায়। ভক্তিমগ্ন সাধক সাধনোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে থাকেন "মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা"।

(৩) শ্রীমদ্‌গীতাতেও ঠিক ঐরূপ আছে :—
"অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"॥

(৪) শ্রীমতি রাধিকা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভক্তগণের সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদরশন হইত; এমন কি শ্রীমতি কৃষ্ণ ধ্যান করিতে করিতে আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া "আমিই কৃষ্ণ" এইরূপ বলিয়া উঠিতেন। শ্রীমৎ চৈতন্য ও ভাবে বিভোর হইয়া কখন কখন বলিতেন "আমি সেই।" Jesus Christ বলিয়াছিলেন, "I

চক্ষে ছানি হলে, ধূম সর্ব্বত্রে দেখায়
তেন রাম ছানি হলে, সর্ব্বরাম ময়। ৭৯
জ্ঞান দৃষ্ট ভিন্ন, সে সাধন দৃষ্ট ভিন্ন
যাহার সাধন দৃষ্ট, সে জগতে ধন্য। ৮০
পুনঃ জ্ঞানবলে যার সদ্‌গুরু মিলয়
বহু পুণ্য ফলে যদি বস্তু দৃষ্ট হয়। ৮১
প্রথম দর্শনে মনে মানে চমৎকার
আশ্চর্য্য দেখিয়ে চিত্তে করয়ে বিচার। ৮২

গীতায়াং প্রমাণং ঃ—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈবচান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈ নমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদনচৈব কশ্চিৎ॥" গীতা ২য় অঃ
বর্ত্তমান নিজরূপ রামকে দেখিয়া
দ্বৈধি জন্মে এরূপে কৈ বেদ গেলা কয়্যা (১)। ৮৩

---

and my father are both the same" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রনশ্যামি স চ মে ন প্রনশ্যতি"

ষষ্ঠ অঃ গীতা।

(১) কয়্যা-কহিয়া বলে-রেভায় } গ্রন্থকারের দেশে উক্ত কথা ব্যবহৃত হয়।

মনে ভাবে যবে গুরু কৈলা মন্ত্র দান
কর্ণে বস্ত্র লয়ে যে যে বলিলা বিধান। ৮৪
তাহা না দেখিয়ে ইথে জন্মল্য সংশয়
অস্তি নাস্তি দুই কুল দৃঢ়তা না হয়। ৮
এক নিষ্ঠা না হইলে সব গেল বৃথা
ইহার প্রমাণ শুন যে বলিল গীতা। ৮৬

গীতায়াং প্রমাণং ঃ—

"অজ্ঞশ্চা শ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরোন সুখংসংশয়াত্মনঃ"

গীঃ চতুর্থ অঃ

যা'র পূর্ব্ব সাধন নাহিক বস্তু জ্ঞানে
অবশ্য সংশয় দেখ হয় তার মনে। ৮৭
যা'র পূর্ব্ব সংস্কার পরিপক্ক হয়
পূর্ব্ব জন্মে যারে এই সদ্‌গুরু মিলয়। ৮৮
পূর্ব্বাভ্যাসে পুনঃ সেই বস্তু খুজে বুলে (২)
পূর্ব্বের যে গুরু পুনঃ কৃপাকরি মিলে। ৮৯

গীতায়াং প্রমাণং ঃ—

"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপিসঃ
জিজ্ঞাসুরপিযোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ত্ততে।"

গীঃ ৬ষ্ঠ অঃ

এক বিন্দু দধি যেন দুগ্ধ ঘটে পড়ে
সেই ক্ষণে দধি হয় দুগ্ধ স্বাদু ছাড়ে। ৯০

যেক ক্ষণ হরিদ্রাতে যুক্ত হয় চুণ
উভয় স্বভাব ত্যজে ধরে রক্ত বর্ণ।৯১
পরশ মণি পরশিলে, লৌহ স্বর্ণ হয়
তেমতি স্বভাব ছাড়ে বিলম্ব না সয়। ৯২
সাধনের স্রোত যার পূর্ব্ব হতে থাকে
সেই ক্ষণে মহানন্দ স্বপ্নে বস্তু দেখে। ৯৩
হারাধন পাইয়া কত যতন যোগায়
পাছে পুনঃ হারা হয় এই ভয় হয়। ৯৪
দিবা নিশি রাখে তাকে হৃদয়ে ভরিয়া
জীবের স্বভাব ঘুচে, বস্তুকে পাইয়া। ৯৫

শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব সংবাদে ঃ—

বাক্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্য ভীক্ষ্ণং হসতি ক্কচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুনাতি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদের অবস্থাও ঐরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—
"ক্কচিদ্ রুদতি বৈকুণ্ঠ চিন্তা শবল চেতনঃ
ক্কচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্কচিৎ।
নদতি ক্কচিদ্ উৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্কচিৎ
ক্কচিৎ তদ্ভাবনাযুক্ত স্তন্ময়োঽনুচকার হ॥
ক্কচিৎ উৎপুলক তুষ্ণিমাস্তে সংস্পর্শ নির্বৃতঃ
অস্পন্দ প্রণয়ানন্দ সলিলামীলিতেক্ষণঃ॥"

পুনস্তথৈব :—

"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রু কলয়া শুধ্যেৎ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ।"

(১) প্রেত, ভূত, গ্রহ লাগে ডাকিনীতে খায়
ক্ষিপ্ত ন্যায় হয়, অন্যে দেখে নিন্দে তায়। ৯৬
জগৎ-দুর্ল্লভ বস্তু প্রবেশে অন্তরে
মন তাতে মগ্ন পূর্ব্ব স্বভাব পাশরে। ৯৭

ইতি আত্মবোধে জগৎ প্রকাশকে মনঃ প্রশ্নে জ্ঞানভাষিত
বস্তু প্রাপ্তি লক্ষণ চিহ্ন প্রকরণ কথনং নাম
নবমোল্লাস সমাপ্ত।

---

(১) আধুনিক কাল ও আধুনিক সমাজ আজ কাল এতদূর কলঙ্কিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে যে আজকাল "সৎচর্চ্চা"ত এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়; যদি কেহ সাহস করিয়া সৎচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন তাহারও নিষ্কৃতি নাই; তিনি জন সমক্ষে ও সমাজে তিরস্কৃত ও উপহসিত হইয়া থাকেন !! কিন্তু সুবুদ্ধিমান সাধক সেই সকল ব্যঙ্গোক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার কার্য্যোদ্ধারে দৃঢ় প্রযত্ন হইবেন। মহাত্মা কবির বলিয়াছেন :—

"কবির কহেতে কে কহি যান্ দে, উনহকি বুদ্ধি মৎইলেহু
শাকট্ আতপুনি শোয়েন্ কো, ফেরি জবাব মৎইদেহু।"

অর্থাৎ যাঁহারা কেবল বাক্যবীর তাঁহাদিগের বুদ্ধি লইও না, তাহারা যাহা বলে বলিয়া যাক্, শুনিবার দরকার নাই।

কুকুরের স্বভাব ভেউ ভেউ করা, সে তাহাই করুক, তাহাকে জবাব দিওনা।

আর একস্থলে বলিয়াছেন :—

"শোয়ন রূপ সংসার হায়, ভুকন্ দেবককুমারী।"

অর্থাৎ সংসার প্রায়ই কুকুররূপী তাহারা অনর্থক ঘেউ ঘেউ করিবে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ডাকিতে দাও।

নবম উল্লাস সমাপ্ত।



দশম উল্লাস।

জ্ঞান—ক'ন শুন মন তব হিত চাই
সত্য কথা কও তুমি যে আমি সুধাই। ১
যে বস্তু পেয়েছ তুমি সদ্‌গুরুর স্থানে
তাহাতে সংশয় কিছু আছে তব মনে? ২
অকপটে বল সব সংশয় নাশিব
যাতে তব হিত হয় অবশ্য করিব। ৩

মন—বলে জ্ঞান তুমি বট অন্তর্য্যামী
কি করে তোমার কাছে মিথ্যা বলি আমি। ৪
সংশয় আমার গেলে, প্রেম চিহ্ন হ'ত
আত্মপর, ভাল মন্দ, জ্ঞান কি থাকিত? ৫
অকপটে বস্তু লৈলে গুপ্ত কোথা রয়
(১) যে লক্ষণ বলিলে সে আপনি ব্যক্ত হয়। ৬

---

(১) আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষগণ আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করিয়াও গোপন রাখিতে পারেন না, কেননা তাঁহার

অতএব কৃপা করি সংশয় নাশহ
তুমি বিনা জগতের হিত নহে কেহ। ৭
জ্ঞান—কন ওহে মন দিব্য চক্ষে চাও
এক জন্মে দুই তিন জন্ম দেখে লও। ৮
জন্ম মাত্র হৈল তব ব্রাহ্মণ আখ্যান
উপনয়ন হয়ে পেলে দ্বিজ অধিষ্ঠান। ৯
বিদ্যা লাভ ক'রে বিপ্র বলালে যেমন
এক জন্মে তিন নাম তিন জন্ম হন। ১০

প্রমাণং ঃ—

"জন্মনা ব্রাহ্মনাজ্ঞেয়া সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিশ্চ লক্ষণং"।

ব্রাহ্মণ আচার বাল্যে কল্যে যে করণ
সে ছাড়িয়া দ্বিজ হ'লে শুদ্ধ আচরণ। ১১

হৃদয়স্থ বিশুদ্ধ ভাব সমূহ তাঁহার কার্য্যে, বাক্যে, মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে। আরও এক কথা ভগবান স্বয়ং ভক্তের বিজয় ভেরী স্বহস্তে বাজাইয়া দেন। কিন্তু জ্ঞান নাই, ভক্তি নাই, অথচ ভক্ত বা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা আছে এরূপ বাসনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।।

স্থানান্তরে অন্য রূপ কথিত আছে ঃ—

"জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে
বেদপাঠাদ্‌ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্মং জানাতু ব্রাহ্মণঃ।

দ্বিজের করণ যত আচার বিচার
(১) বিদ্যা ল'ভে বিপ্রে ঘোল মূত্রে একাকার। ১২
বিদ্যা যার জন্মে তরে বলয়ে পণ্ডিত
পণ্ডিত লক্ষণ গীতায় শ্রীমুখে উদিত। ১৩

প্রমাণং :—

"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"।

গীতা ৫ম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, কি কুক্কুর, গো, হস্তীতে,
সম ভাব না করিলে পণ্ডিত কি মতে।
অতএব এক জন্মে তিন জন্ম হৈল
পৃথক পৃথক যেন ক্রিয়া উপজিল। ১৫
এই স্রোতে এক খানে বুঝিবে তিন মতে
এক গুরু প্রথমে গায়ত্রী পাইলে যা'তে। ১৬
দুয়ে মন্ত্র দাতা শব্দ ব্রহ্ম কর্ণে দিলা
যে ইষ্ট কৃপাতে তুমি চরিতার্থ হৈলা॥ ১৭
যে যে ধ্যান, যে যে জ্ঞান, আজ্ঞা কৈলা তিনি
জন্মে জন্মে সেধে এলে দিবস রজনী। ১৮
অন্তরে প্রবেশি' শব্দ মন্ত্র আদেশিলা
সদ্গুরু আশ্রয় জন্য খেদ বাড়াইলা। ১৯

---

(১) বিদ্যা জ্ঞান বা অধ্যাত্মবিদ্যা।

রাম গীতায়াং

প্রমাণং :—

আদৌ স্ববর্ণাশ্রম বর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধ মানসঃ।
সমাপ্য তৎ পূর্ব্ব মুপাত্ত সাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরু মাত্মলব্ধয়ে" ॥

(১) পূর্ব্ব ক্রিয়া সমর্পিয়া আত্ম লভ্য হেতু
ভবার্ণব তরণে চরণ যাঁ'র সেতু। ২০

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া (নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা, সন্ধ্যাবন্দনাদি)—বিশুদ্ধমানস হইয়া শাস্ত্র বিহিত বিধান অনুসারে সর্ব্ব কর্ম্ম নারায়ণে অর্পন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভার্থ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

(১) আত্মজ্ঞান লাভার্থ সদ্‌গুরু চরণে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে বর্ণাশ্রম বিহিত কতিপয় কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তিনি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবার উপযুক্ত হ'ন। যত দিন সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ না মিলে ততদিন মন্ত্র দাতা গুরুর উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করা বিধেয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—

যাবন্নচিত্তকালিলং হাতুমুৎসহতে কৃতী
তাবৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত কুলভক্তি সমন্বিতঃ।
যথা বদ্বিহিতং কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধৌহি কারণম্
আদৌ মন্ত্রং গুরোর্বক্ত্রাদ গৃহ্নীয়াদ্ ব্রহ্ম মন্ত্রবৎ।

সপ্তম উল্লাস।

এ হেন সদ্‌গুরু যবে হ'ন কৃপাবান
শব্দাতীত পরব্রহ্ম চক্ষুতে দেখান। ২১

কুলার্ণবাগমে

প্রমাণং ঃ—

"অদ্বৈতং হি শিবে প্রোক্তং ক্রিয়ায়াং সবিবর্জ্জিতং
গুরু বক্ত্রেন লভ্যেত নান্যথাগম কোটিভিঃ"।
আগমার্থং বিবেকার্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষ্যতে
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজং।

অর্থাৎ যতকাল মনের মালিন্য দূর না হয়, ততকাল কুল-ভক্তি সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যথা বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই চিত্তশুদ্ধির কারণ; ব্রহ্ম মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্র প্রথমে গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

"তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে।"

১১শ স্কন্ধঃ।

অর্থাৎ ঃ—

হে উদ্ধব! যাবৎ কর্ম্মফলে বিরক্তি না জন্মে, এবং যাবৎ মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হয়, তাবৎকাল নিত্য নৈমিত্তিকাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈত মিচ্ছন্তি চাপরে
মমতত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতং"।

মন্ত্রদাতা, যে শব্দ শুনালে তব কাণে
(১) সদ্‌গুরু দেখালে তাঁরে প্রত্যক্ষ নয়নে। ২২
(২) পূর্ব্ব-ক্রিয়া ধ্যান মন্ত্র বিচার তাবৎ
শ্রোত্র ছাড়া নেত্রগম্য না ছিল যাবৎ। ২৩

কুলার্ণবে প্রমাণং।

"বিদ্ধিতে তু পরেতত্ত্বে বর্ণে তড়িত্যধিক্রিয়ে
কিঞ্চিতং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃ সহ।
আত্যেক ভাব নিষ্ঠস্য যা যা চেষ্টা তদর্চ্চনং
যো যো জাপঃ সঃ সঃ মন্ত্র ধ্যানং যস্তু নিরীক্ষণং॥"

প্রমাণং উত্তর গীতায়াং:—

"তপেদ্বর্ষ সহস্রানি এক পাদস্থিতোনরঃ
একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
ব্রহ্মহত্যা সহস্রানি ভ্রূণ-হত্যা শতানিচ
এতানি ধ্যান যোগশ্চ দহত্যগ্নি রিবেন্ধনম্।
অনন্তং কর্ম্ম শৌচেঞ্চ তপোযজ্ঞস্তথৈবচ
তীর্থ যাত্রাদিগমনং যাবেত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।

---

(১) ততক্ষণই ধ্যান ধারণাদির আবশ্যক যতক্ষণ ব্রহ্মধ্যান স্থির না হয়।

(২) লৌকিকগুরু যে মন্ত্র বা বীজ কর্ণে শুনাইয়া দেন, সদ্‌গুরু সেই মন্ত্রের বাচক পরমাত্মাকে দেখাইয়া দেন।

নাদবিন্দু সহস্রানি জীব কোটি শতানিচ
সর্ব্বঞ্চ ভস্মনিধ্বতং যত্র দেব নিরঞ্জনং" ॥
উত্তর গীতা ২য় অঃ,

যত তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি অগণিত
সর্ব্ব উপাসক রাম সকলে ব্যাপিত। ২৪
(১) ইহার আশ্রয়েতে থাকয়ে যেই জন
চরাচরে দেব দেবী সবে তুষ্ট হ'ন। ২৬
অতএব বলিতে কোটি কল্প অন্ত নাই
ক্ষণে ক্ষণে আয়ু আছে কি ভাব মিছাই। ২৭
নাসারন্ধ্রে প্রাণ যায় তেঁই নাম নাসা
(২) একুশ হাজার ছয় শত দিবা রাত্রে শ্বাসা। ২৮
তিন শত ষাটী শ্বাসে এক দণ্ড হয়
এক পলে ছয় শ্বাস, বহে সুনিশ্চয়। ২৯
নিরন্তর শ্বাসে যায়, সতত অস্থির
(৩) যতক্ষণ ঘুরে আনে তাবৎ শরীর। ৩০

---

(১) কারণ আত্মা সর্ব্বদেবোময়, সুতরাং আত্মার উপাসনা করিলে সমস্ত দেব দেবীকেই পূজা করা হয়।

(২) কেহ কেহ বলেন মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাস দিবারাত্রে ২১,৭৩৬ বার হইয়া থাকে।

(৩) গ্রন্থকার সাধারণকে সাবধান করিবার জন্য ৩০শ হইতে ৩৫শ পয়ার পর্য্যন্ত যাহা বলিলেন মহাত্মা কবির সাহেব জগতের হিতের জন্য তাহাই বলিতেছেন :—

যেই বারে ঘুরে ঘুরে না আসিবে শ্বাস
সেইটী চরম শ্বাস, তাহাতে বিনাশ। ৩১
এমত চঞ্চল প্রাণ ভরসা কি তার্
যেয়ে ফিরে আসে কিনা আসে বুঝা ভার। ৩২
সত্য সত্য পুনঃ সত্য মোর কথা শুন
যতক্ষণ শ্বাস্ আছে লাভ সেইক্ষণ। ৩৩
ইতি মধ্যে যত শক্তি আছয়ে তোমার
গৃহ দাহে' দ্রব্য বাঁচি'যে হয় বাহার। ৩৪
তেন ধাওয়া ধায়ী কর আপনার হিত
যাবৎ চরম শ্বাস নহে উপস্থিত। ৩৫

"কবির যাকি পূঁজি শ্বাস হায়, ছিন্ আওয়ে ছিন্ যায়ে।
তাকো য্যাসা চাহিয়ে, রহে রাম লোলায়ে॥"

অর্থাৎ যাহাদের সম্বল শ্বাস, অন্য পুঁজি কিছুই নাই; আবার সেই শ্বাস ও ক্ষণ কালের জন্য স্থির নয়, একবার যাইতেছে আবার আসিতেছে এমন অবস্থায় লোকের উচিত সর্ব্বদা আত্মারামকে লইয়া মজিয়া থাকা।

"কবির কাঁহা ভরোসা দেহকো; বিনাশী যায়ে সিন্ যাহি
শ্বাস শ্বাস সুমিরণ করে, আওর্ উপায় কছু নাহি।"

অর্থাৎ দেহের আবার ভরসা কোথায় এক ক্ষণকালের মধ্যে সে ত নাশ হইয়া যায়; প্রতি শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করা ব্যতীত ইহাকে রক্ষা করার আর কোন উপায় দেখি না।

(১) অতএব ভূত-কাল কথা সব গেছে
যখন তোমার সদ্‌গুরু মিলিয়াছে। ৩৬
গত দিন যে গেছে সে আজি কোথা পাও
উপস্থিত ত্যজি কেন অনুপস্থিতে ধাও। ৩৭

---

(১) জ্ঞান বলিতেছেন হে মন! যখন তোমাকে সদ্‌গুরু কৃপা করিয়াছেন এবং তুমি তাঁর চিহ্নিত দাস হইয়াছ তখন তোমার আর ভয়ের কোন কারণ নাই। অতএব অতীতের জন্য খেদ না করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সদ্ব্যবহার কর।

অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া যথোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যখন নারায়ণ কর্ণধার রূপে আসিয়া দেখা দিয়াছেন তখন অন্য বিপৎপাত যে আর হইবে না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকাই উচিত। সদ্‌গুরুর মহিমা অপার অনন্ত! যাঁহার কৃপায় পঙ্গু ও গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়! মহাত্মা কবির সদ্‌গুরুর মহিমা দর্শনে পুলকিত হইয়া হর্ষভরে আপনাকে আপনি বলিতেছেন :—

"কবির বলিহারি গুরু আপনে ঘড়ি ঘড়ি শওবার
মানুখর্তে দেবৃতা কিয়ো, করৎনালাগিবার"।

মানুষকে ত দেবতা করেনই আমরা বলি তিনি পশুকেও দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কৃপা না করিলে এ মনুষ্য পশুর কি হইত? সেই জন্যই বোধ হয় কবির বলিয়া থাকিবেন :—

"ভলিভঁয়ি যো গুরু মিলে নৈহি তোঁ হোতি হানি"।

কুলার্ণবে প্রমাণং :—

"ঈদৃশস্তাদৃশশ্চেতি দূরস্থঃ কথ্যতে জনৈঃ
প্রত্যক্ষে গ্রহণং নাস্তি পরোক্ষে গ্রহণং কুতঃ।"

কর্ণে শুনেছিলে শ্যামরূপ, নেত্রে দেখ
বর্ত্তমান রূপস্থান হৃদি মধ্যে রাখ। ৩৮
(১) সেই শ্যাম বিন্দুরূপ, সিন্ধুরূপাধার
জগতের রূপ যাতে করয়ে বিহার। ৩৯
শ্যামচন্দ্র উদয়ে জগৎ আলো হয়
মুদিলে সংসার সব অন্ধকার ময়। ৪০

---

(১) সেই শ্যামচন্দ্রের রূপেই জগদালোকিত। সে রূপের তুলনা বুঝি এজগতে নাই তাই তাঁহাকে "অরূপম্" বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার রূপ নাই তাহা নহে—তাঁহার রূপ আছে বলিয়াই জগতের রূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। জগতের রূপতরঙ্গ সেই অনন্ত রূপসিন্ধু হইতে উত্থিত হইতেছে, সেই অব্যক্ত অসীম অপরূপসত্তা হইতে—এই রূপময় জগত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই শ্যামচন্দ্রের রূপজ্যোতি হৃদয় কন্দর ব্যাপিয়া দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে! বুঝি ইহাই "অপরূপের রূপ"। কোন সাধকের একটী গান আছে :—

"ঘন তড়িত জড়িৎ যেন নবনীরদ শোভা করে
সেরূপ কালো সাজিছে ভাল অপরূপ রূপ মাঝারে।
ঘন প্রকাশি তেজোরাশি মাঝে তারকা বিহরে রে
আহা মরি সেরূপ মাধুরী হেরিলে আঁখি নাহি ফেরে"।

সপ্তাবরণের পারে আছয়ে লুকা'য়ে
কেউ প্যাছে চিনে আছে নিমিখ ঢাকিয়ে। ৪১
শ্যামরূপে রাম দেখ জগৎ ভরিয়া
যদি কিছু ভ্রম থাকে বলহে ফিরিয়া। ৪২

মন—বলে জ্ঞান শুন একটী আপত্য
এ সন্দেহ মিটিলে সুস্থির হয় চিত্ত। ৪৩
এদেহ হইল সে ভজনের মূল
ইথে তিন দশা দেখি হইয়ে ব্যাকুল। ৪৪
বর্ত্তমান বস্তুতেও তিন দশা দেখি
এ সন্দেহ ভাঙ্গি কও কি ইহার সাক্ষী? ৪৫

ইতি আত্মবোধে জগৎ প্রকাশকে দশম
উল্লাস সমাপ্ত।

একাদশ উল্লাস।

জ্ঞান—ক'ন শুন মন ইহার উত্তর
শাস্ত্রে ধ্যানে বলে তাঁরে সতত কিশোর ॥১
একারণে তব মনে হয়েছে সংশয়।
নিত্য রাম ভজনের হেন বিধি নয় ॥ ২
দিগ্‌, দেশ, কালহীনে ভজনে ইহার।
শাস্ত্রের প্রমাণ শুন যেই বেদ সার ॥ ৩
প্রমাণং অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রীরাম প্রতি
অগস্ত বাক্যম্ ঃ—
"দিগ্দেশকাল-পরিহীন-মনন্যমেকং" ইত্যাদি।
পুনঃ আত্মবোধে শঙ্করাচার্য্য বাক্যং ঃ—
"দিগ্দেশ কালাদ্যনপেক্ষ সর্ব্বগং
শীতাদিহৃন্নিত্য সুখং নিরঞ্জনম্।
যঃস্বাত্মতীর্থং ভজতে বিনিষ্ক্রিয়ঃ,
স সর্ব্ববিৎ সর্ব্বগতোঽমৃতো ভবেৎ" ॥

এরামের ভজন অক্রিয় সর্ব্বমতে।
মন্ত্রাচার্য্য ক্রিয়াযুক্ত পূজাসে ভিন্নতে ॥ ৪
"লক্ষ্মী শাস্তিপদং দেবী ন যোগ্য ন চ ধারণং
পরব্রহ্মাণি বিজ্ঞাতে সমস্তে র্নিয়মৈরলম্ ॥
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয় মারুতে"।
তাহাতেই বুঝে দেখ তাথেও না হয়।
সর্ব্বত্র কৈশোর আর কি করিয়া রয় ॥ ৫
বালক রামের উপাসক হন্ যারা।
কৈশোর যুবক, বৃদ্ধ নাহি দেখেন তারা ॥ ৬
(১) কৈশোর ভজনে বাল্য যুবা নাহি চায়।
যার যেই প্রাপ্তবস্তু তাতে মন ধায় ॥ ৭
দিন দশ মধ্যে তব প্রাপ্তি হইল যাকে।
সদ্গুরু দেখালে যাকে, চিনে ভজ তাঁকে। ৮
দশা, বর্ণ, দীর্ঘ্য, হ্রস্ব চিহ্নের কারণ।
তেন রূপ অদ্বিতীয় দেখেছ কখন? ৯
যে রূপে, যে দশগুণে, বস্তুচেনা যায়।
তাহাকে প্রাচীন নব্য ভাব কেনে তায় ॥ ১০

এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ অস্পষ্ট।

(১) সাধক যে অবস্থায় সিদ্ধিলাভ করেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে দশার আর পরিবর্ত্তন হয় না।

যে বয়স গেছে ব'য়ে সে সব প্রাচীন।
প্রাচীনেতে নব্য হলে প্রাচীন নবীন॥ *১১
নবীন প্রাচীন মাত্র বস্তু চিনি যারে।
শাস্ত্রের প্রমাণ শুনে করহ বিচারে॥ ১২

রামার্চ্চন চন্দ্রিকায়াং প্রমাণং :—

চিন্ময়স্যা-দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্য শরীরিণং
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা
রূপ স্থানং দেবতানাং পুং স্ত্রক্রাদি কল্পনা

(১) সর্ব্বময় সর্ব্বরূপ সর্ব্বভাব যার।
কৃপাকরি ধরিলেন মনুষ্য আকার॥ ১৩

প্রমাণং শ্রীমদ্ভাগবতে

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ
অধ্যাত্ম রামায়ণে ব্রহ্মনো স্তুতি।

---

* বাস্তবিক ভগবান্ প্রাচীন ও নহেন নবীনও নহেন তিনি সদা একরূপ তবে যে যেমন ভাবে তাঁহাকে ভজনা করে তিনি তাঁহার পক্ষে তাদৃশ নচেৎ নিরূপাধি ভগবানের আর উপাধি কি এবং পরিমাণ হীন অনন্তের আবার পরিণাম কি ?

(১) জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সমস্তই ভগবানের রূপ। তিনি সর্ব্বভূতেশ্বর স্থিত এবং সর্ব্বভূতাশ্রয়। "সর্ব্ব" ভগবানের একটী নাম।

সকলেতে বস্তু আছে নাহি সকলেতে।
খুঁজিয়া মরিবে ভক্ত ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥ ১৪
এজন্য মনুষ্য হৈলা ভক্তেরি কারণে।
আমাকে চিনিতে চায় আপনাকে চিনে ॥ ১৫
কোন স্থানে ভ্রমিতে ভক্তে নাহি দিব।
নিশি দিশি সহবাসি ভক্ত হৃদে হব ॥ ১৬
ভক্ত নিজ দেহে যেবা চর্য্যা যে করিবে।
থেকে যোগে অনুরাগে সে সেবা লইব ॥ ১
মনুষ্যে এতেক দয়া একি চমৎকার।
ভাল করি বুঝ মন কিবা চাও আর ॥ ১৮
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, আদি দেবের আকৃতি।
কখন শুনেছ পুনঃ ধন্য সে মূরতি ॥ ১৯
রাম, কৃষ্ণ এই দুই পূর্ণ অবতার।
তাহারা হইল এই মনুষ্য আকার ॥ ২০

প্রমাণং পদ্ম পুরাণে
গুণোত্তর বিবরণে :—

ধন্য, ধন্য, পুণ্য, ধন্য মনুষ্য ভূমিতে।
পরাৎপর ব্রহ্ম নিত্য মনুষ্য কৃতিতে ॥ ২১
অপরূপ হয়ে হ'ল মনুষ্য শরীর।
দেখিয়া চিনিয়া ভজ, মন করি স্থির ॥ ২২
ভজহ মনুষ্য ভাবে, যে দশাতে পেলে।
এই দশা হ'ল নিত্য, ভজনের বলে ॥ ২৩

হ্রাস বৃদ্ধি নাই তার, নাহি জন্ম জরা।
ভূত ভবিষ্যৎ দুই কালে হ'লে হারা॥ ২৪
শ্রীরাম ভজনে, কাল দশা কই দেখে।
কিছু, কিছু বলি মন, শুন একে একে॥ ২৫
চৈতন্যের ভজনে দেখহ মর্য্যাদা।
সনক, সনন্দ পঞ্চ বয়স্য সর্ব্বদা॥ ২৬
যে রামে চৈতন্য ভজে, শিব মৃত্যুঞ্জয়।
রামে ভজি লোমশের লোমে ইন্দ্র ক্ষয়॥ ২৭
দ্বাদশ বরষ শুকদেব গর্ব্ভে ছিলা।
কতবর্ষ ব'য়ে গেল, কিছু না জানিলা॥ ২৮
সাত দিন পরমায়ু মার্কণ্ডের ছিল।
চৈতন্যে ভজিয়া সাত কল্প আয়ু হ'ল॥ ২৯
কতযুগ বল্মিকেতে বাল্মিকী আছিলা।
দশা, কাল, আয়ু কিম্বা কিছু না জানিলা॥ ৩০
নাড়ী জঙ্ঘ, অকুপার, পেচক কচ্ছপ।
কত কল্প আছেন রামের করে তপ॥ ৩১
দীর্ঘ জীবী সে কাক ভূষণ্ডী মহাশয়।
রামে ভজি কতবার দেখিলা প্রণয়॥ ৩২
নিত্যানন্দ রাম সেবি নিত্য হ'য়ে আছে।
অযোধ্যাতে কতবার লীলা দেখা যাচ্ছে(১)॥ ৩৩

---

(১) যাচ্ছে—যাইয়েছে।

বাল্য, যুবা, জরা কাল বশ কৈল তাঁয়া।
দেহে কি বয়স জ্ঞানে তারা বটে হারা॥ ৩৪
যে দেহ যে বয়সেতে যে রূপ ভজিল।
সাধক সাধ্যের সেই নিত্য দেহ হৈল॥ ৩৫
অতএব বর্ত্তমান রূপে মজে থাক।
জ্ঞান বলে মন আর আমারে না ডাক॥ ৩৬
যে যে উপদেশ দিয়া বুঝাইল তোমা।
সে সব বিস্মৃতি হও, মনে ধর ক্ষমা॥ ৩৭
জ্ঞান ছেড়ে, প্রেম করে, থাক বস্তু ল'য়ে।
জ্ঞানকে করিতে ত্যাগ বেদে গেলা ক'য়ে॥ ৩৮

প্রমাণং উত্তর—গীতায়াং ঃ—

'নাবর্থী হি ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনং॥
গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞান বিজ্ঞান তৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ॥
উল্কা হস্তো যথা কশ্চিদ্ দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয় মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ' ॥

ম· অঃ।

"পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রানি বিবিধানিচ,
পুত্র দারাদি সংসারে যোগভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ"।

তৃতীয় অঃ।

মন। এত শুনি মন কয় কর পুট হ'য়ে।
ধন্য সুমতির পুত্র শুন মন দিয়ে ॥ ৩৯
কৃতার্থ হইনু সর্ব্ব সংশয় মিটিল।
এক উপদেশ মোরে পুনঃ দিতে হ'ল ॥ ৪০
আরোপ অভ্যাসে তাহা কি মতে করিব।
তুমি বিনা উপদেশ কার কাছে লব ॥ ৪১
বিস্তার করিয়া বল প্রসন্ন হইয়া।
তবে জ্ঞান পিতৃ ঋণে পার হও গিয়া ॥ ৪২

ইতি আত্মবোধে জ্ঞান ভাবিত সর্ব্ব সংশয়চ্ছেদ
প্রকরণ কথনং নাম একাদশোল্লাসঃ।



দ্বাদশ উল্লাস।

জ্ঞান। কন কুটীলতা সব কর ত্যাগ
সদ্‌গুরু চরণে পিতা কর অনুরাগ। ১
সাক্ষিভূত বর্ত্তমান দাঁড়ায়ে সাক্ষাতে
নিরাকার, সাকার এই দুই দেখ তাতে। ২
প্রাপ্তির কারণ তার যে বিধানে হয়
ক্রমে ক্রমে বলি সব শুনহ নিশ্চয়। ৩
মনের উৎকণ্ঠা করে জন্মাহ লালসা
বস্তুতে কেবল রতি ত্যজ সর্ব্ব আশা। ৪
বিষয়ীর সঙ্গ হ'লে বিষয়েতে টানে
একান্তে বসিবে অন্য না থাকে সেখানে। ৫
স্থির হয়ে বস, দেহ চঞ্চল না হয়
স্তম্ভ ভূমে পোতা যেন অচল থাকয়। ৬

প্রমাণং ঃ—

"শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্যস্থিরমাসনমাত্মনঃ

ষষ্ঠ অঃ গীতা

মনের সর্ব্বদা স্থিতি মধ্য ভ্রূযুগলে

(১) নিমেষ পালটা ঘন ফিরয়ে চঞ্চলে। ৭

নেত্রের স্বভাব আগে স্থির কর মন

কোমল স্বভাব তার করিহ তখন। ৮

(২) নিদ্রা আসিবার কালে আসয়ে প্রলয়

সেই মত চক্ষু পত্র করিহ নিশ্চয়। ৯

সমস্ত শরীরে দৃঢ় ভাবনা ধরিবে

শৈথিলি কোমল ভাব দেহেতে করিবে। ১০

নিমিষ আসিছে ক্রমে নেত্র কর শূণ্য

ক্রমে ক্রমে অভ্যাসে নিমিষ হবে হত। ১১

(৩) নিমিষ হইলে হত দেব তুল্য হয়

চিরকাল আয়ু বাড়ে যোগ শাস্ত্রে কয়। ১২

---

(১) ভ্রূযুগলের মধ্যে যে স্থানটী তাহাকেই মনস্থান বলা হইয়া থাকে। সে স্থানে মনকে রক্ষা করিলে ক্রমে বিনালম্বনে মন স্থির হইয়া যায়—তখন আর মনের চাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ থাকে না। মন স্থির হয় না বলিয়াই অবিরত নিমেষ পড়িতেছে, দৃষ্টি স্থির হইলে নিমেষ বর্জ্জিত অবস্থা লাভ হয়।

(২) অর্থাৎ শিবনেত্র হইয়া

(৩) নিমেষ বর্জ্জিত হইলে মনঃ বিনাবলম্বনে স্থির হয়

নিমিষ হইলে হীন স্থির হবে মন
মন স্থির হলে অষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১৩
নাসাগ্র হইতে বার অঙ্গুলির পরে
বহির্ব্যোম স্থান যোগ শাস্ত্রে বলে তারে। ১৪
স্বর শাস্ত্রে নিঃশ্বাসের করেছে বিচার
দ্বাদশ অঙ্গুলি সীমা শ্বাসু অধিকার। ১৫

প্রমাণং :—

"বহির্ব্যোম স্থিতং নিত্যং নাসাগ্রে চ ব্যবস্থিতঃ
নিষ্কলং তং বিজানীয়াৎ শ্বাসো যত্র লয়ং গতঃ

এবং এইরূপ ক্রমে ক্রমে অভ্যাস ফলে বিনাবলোকনে দৃষ্টি স্থির হইয়া আইসে এবং বিনাবরোধে বায়ু স্থির হইয়া যায়; এবং ইহাকেই খেচরী মুদ্রা বলা হয়।

ধ্যান সঙ্কলিনী তন্ত্রে আছে :—

"মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনাবরোধনং।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্
সা এব মুদ্রা কথিতা তু খেচরী॥"

উক্তরূপ অবস্থা হইলে ভিতরে বাহিরে রামকে দেখা যায়। মহাত্মা কবির বলিয়াছেন :—

"নিমিখ নিমিরান্ কি যিয়ে ভীর অন্তর সো রাম"।

অর্থাৎ নিমেষ বর্জ্জিত হইয়া ভিতরে বাহিরে রাম দেখ।

পুটদ্বয় বিনির্মুক্তো বায়ু র্যত্র বিলীয়তে
তত্র সংস্থং মনঃ কৃত্বা তং ধ্যায়ংপার্থঈশ্বরঃ
উত্তর গীতা ১ম অঃ

পুনঃ প্রমাণং ঃ—

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্য তিষ্ঠ দশাঙ্গুলং।
ইতি ঋগ্বেদীয়ম্ পুরুষ সুক্ত।

দ্বাদিশ অঙ্গুল কিম্বা দশাঙ্গুল পরে
নাসাগ্র হইতে শ্বাস লুপ্ত এত দূরে। ১৬
সেই বহির্ব্যোমে, বস্তু নিশান থুইবে
নিমেষ করিয়া ত্যাগ দৃষ্টি সন্ধানিবে। ১৭
বন্দুক চালাতে মন তুমি ভাল জান
সেই মত এ সাধনে দিগ্ দরশন।১৮
নিশান মাছিতে নেত্র এক মেল হয়
সে কালেতে মনে কিছু অন্য নাহি রয়। ১৯
স্থির হ'লে অবশ্য নিশান মারা যায়
সেই মত এ ভজনে দেখানু তোমায়। ২০
গুরু দত্ত রূপ ছিল হৃদয় ভিতরে
চক্ষু দ্বারে আনি কর নিশান তাঁহারে। ২১
হৃদয়ে আছিল জিঁহো (১) বাহে তাঁরে চিন
যেমন আকার, বয়ঃ বেশ রূপ জান। ২২

(১) জিঁহো—যিনি

গুরু যে দেখালে সেই কর অনুমান
পদ্ম হ'তে শিখা তার ক্রমে ক্রমে জান। ২৩

শ্রীমদ্ভাগবতে

কপিলদেব বাক্যং যথা ঃ—

"তস্মিন্ লব্ধপদং চিত্তং সর্ব্বাবয়বসংস্থিতং
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুঞ্জ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ।
ভাঃ তৃয় স্কঃ ২৮ শ অঃ।

দেখ পদতল আরক্তিম রেখা যুত
প্রতি অঙ্গুলির তলে রেখা সে যেমত। ২৪
এক নিষ্ঠ হয়ে দৃষ্টি কর পদতলে
যেমন কমল পুষ্প নালি মাত্র তলে। ২৫
পদ পৃষ্ঠে দেখ তা'তে দশটী অঙ্গুলি
প্রতি নখে নখ কান্তি দেখহ সকলি। ২৬
তদুপরি শত গ্রন্থি চতুর্দ্দিকে দেখ
তার ঊর্দ্ধে জঙ্ঘা দেখ ক্রমে মনোরাখ। ২৭
তদুপরি উরুদেশ চিক্কণ প্রশস্ত
ধীরে ধীরে দেখ মন না হইবে ব্যস্ত। ২৮

অর্থাৎ ভগবানের চিত্ত স্থির হইয়াছে আর ভগবানের সর্ব্বাঙ্গ ধ্যান করিতে সক্ষম হইয়াছে ইহা জানিয়া মননশীল সাধক, ঐ চিত্তকে শ্রীভগবানের এক এক অঙ্গে যোজনা করিবেন।

তাহার ঊর্দ্ধেতে ঘুরে নিতম্ব দেখিবে.
যথাবিধ বস্ত্রে কটী বেষ্টিত জানিবে। ২৯
নাভি পদ্ম দেখিয়া দেখিবে মর্ম্মস্থান
দুই পার্শ্বে স্তন যুগ্ম যেমত বিধান। ৩০
তার ঊর্দ্ধে ক্রমে ক্রমে হৃদয় হইতে
কণ্ঠ দেশ দৃষ্টি কর পরমামোদেতে। ৩১
দুই হস্ত তলে রেখা যে যেখানে শোভে
স্থির হয়ে নিরখিবে চঞ্চল না হবে। ৩২
দশ অঙ্গুলীর তলে যে যেমন রেখা
প্রতি স্থানে প্রবেশিয়া মন এস দেখ্যা। (১) ৩৩
হস্ত তল হ'তে কুক্ষিদেশ পরিসীমা
শ্রদ্ধা করি দৃষ্টি কর, মনে ধর ক্ষমা। ৩৪
হস্ত পৃষ্ঠে দশ নখ প্রত্যেকে দেখিবে
ভুজলতা ঊর্দ্ধে যে যে ভূজ মূল পাবে। ৩৫
তার পর কণ্ঠ দেখে, চিবুক দর্শন
ওষ্ঠ দ্বয় মধ্যে যথা শোভিত বদন। ৩৬
মৃদুহাস মুখভাস ত্রিতাপ নাশিতে
দাসের হৃদয়ে অন্ধকার নাশ যা'তে। ৩৭

---

(১) দেখ্যা—দেখিয়া

* গ্রন্থকার ২৪ শ্লোক হইতে ৪০শ শ্লোক পর্য্যন্ত যাহা ভাবনা করিতে বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল দেব নিজ মাতা

নাশিকা কপোল কর্ণ যুগ্ম সুশোভন
পদ্ম পত্র জিত নেত্র কজ্জ্বল রঞ্জন। ৩৮
শ্যামল মণ্ডল মধ্যে অকৈতব তারা
নিজ তারা সে তারাতে একাকার করা। ৩৯
যতক্ষণ পার ততক্ষণ তা'তে রবে
ভ্রূযুগ কপোল কেশ গ্রীমা দেখি লবে।

দেবহুতীকেও তাহাই বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানের সর্বাঙ্গ ধ্যান সক্ষম চিত্তকে শ্রীভগবানের এক এক অঙ্গে যোজনা করিতে বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কঃ ২৮শ অঃ ২১শ হইতে ৩৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কিন্তু গ্রন্থকার ৪১শ হইতে ৪২শ যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে এক প্রকার সাধনার প্রক্রিয়াকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে ললাট পর্য্যন্ত এবং অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তকের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে কুম্ভকের দ্বারা প্রাণবায়ু ধারণ করিতে হইবে। এইরূপ প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আকর্ষণ করিয়া প্রাণ বায়ুকে ধারণ করিতে হয়—এই রূপ সাধক সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া যোগ সিদ্ধিলাভ করেন। এ উপায়টীকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলা যাইতে পারে না।

উক্ত বিষয়টী সম্পূর্ণ অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে গুরূপদেশ প্রয়োজন অন্যথা সম্যক বুঝা অসম্ভব সুতরাং অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উত্তর খণ্ডে প্রত্যাহার প্রশংসনোনাম সপ্তমোঽধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তার পর ঊর্দ্ধ ছাড়া ক্রমে অধঃ দিগে
যা'তে গেছ তা'তে ফিরে আইস অনুরাগে। ৪১
কেহ বৃক্ষ উঠে যেন মূল আগে ধরে
হা'তে লাগি পা'র জোরে তা'তে পুনঃ চড়ে। ৪২
ডালে ডালে ঊর্দ্ধে উঠে শিখা তক যায়
পুনঃ ফিরে সেই ডাল ক্রমে মূল পায়। ৪৩
অনুলোম বিলোমেতে নিভৃতে বসিয়া
চক্ষুকে কোমল করি দেখ সন্ধানিয়া। ৪৪
তার পর য'ন অঙ্গ দেখিতে না পাবে
পুনঃ পুনঃ সেই অঙ্গে দৃষ্টি সন্ধানিবে। ৪৫
অভ্যাস বলেতে তাহা দেখিতে পাইবে
গীতার শাসন ইথে প্রমাণ জানিবে। ৪৬

প্রমাণং :—

"শনৈঃ শনৈঃ রূপরমেদ বুদ্ধ্যা ধৃতী গৃহীতয়া
আত্ম সংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
গীতা ৬ষ্ঠ অঃ

পূর্ণ সাধন এ অভ্যাস বল যার
অভ্যাস উৎকৃষ্ট সে সাধন নাহি আর। ৪৭

প্রমাণং :—

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়"॥
গীতা ১২শ অঃ

রূপেতে সন্ধান চিত্ত করিতে করিতে
ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি হয় সদা অভ্যাসেতে। ৪৮
কালাকাল শুচি কি অশুচি ইথে(১) নাই
আরোপ করিয়া মন রাখহ সদাই। ৪৯

প্রমাণং :—

গীতাসারে :—

"অশ্বারূঢ়ো গজারূঢ়ঃ সংগ্রামে সঙ্কটে রণে
এতদেবং সদা ধ্যায়েৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
আসীনো বা শয়ানো বা গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ সদা শুচিঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন যোগ যুক্তো ভবার্জ্জুন।

পুনঃ শ্রীমদভাগবৎ গীতায়াং

প্রমাণং :—

'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ন্নিমিষন্নপি
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্"।

৫ম অঃ

তথৈব কুলার্ণবাগমে :—

'তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা
তত্ত্ব নিষ্ঠা ভাবদ্দেবী যদিচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ"।

সর্ব্বদাই ঐ সাধন অভ্যাসে অভ্যাসে
এক কালে যবে সর্ব্ব দেহে দৃষ্টে আইসে। ৫০

অখণ্ড মণ্ডলাকার সম্পূর্ণ শরীর
চারি চক্ষে দেখা হ'লে উভয়ে অস্থির। ৫১
পূর্ব্বেতে বলিয়া যেবা ভাবের উদয়
সেকালে সে সব ভাব উপস্থিত হয়। ৫২
সেকালে সাধক আপনারে হারা হয়
কায়ঃ মন বাক্য প্রাণ তাহাতে অর্পয়। ৫৩
রূপ, রস্ গন্ধ স্পর্শ গুণ ছিল যত
দশেন্দ্রিয় চতুর্বিংশ তত্ত্ব যে সমস্ত। ৫৪
সর্ব্বস্ব তাহারে দিয়া লভিল শরণ
সে সাধকে কভু প্রভু নহে অদর্শন। ৫৫
রাত্রি দিনে, নিদ্রা জাগরণে খেতে শুতে
এক সঙ্গে নানা রঙ্গে যান পথে যেতে। ৫৬
যে সাধক সাধিয়াছে সেই মর্ম্ম জানে
কোটি কোটি মধ্যে এক পাত্র কোন স্থানে। ৫৭
সাধ্য সাধকেতে অবিচ্ছেদ সদা রণ
তাহার প্রমাণ শুন গীতার বচন। ৫৮

প্রমাণং :—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচমেন প্রণশ্যতি"
গীতা ৬ষ্ঠ অঃ।

এ স্বভাবের পর লভ্য নাহি তিন লোকে,
সংস্কার যাঁহার বশ, বশ কৈল তাঁকে। ৫৯

প্রমাণং ঃ—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"।
গীঃ ৬ষ্ঠ অঃ।

পুনঃ আত্মবোধে শঙ্করাচার্য্য বাক্যং যথা ঃ—

"যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎ সুখান্নাপরং সুখম্
যজ্ জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ"॥

সাংসারিক দুঃখ তার নিকটে না যায়
দেখে শুনে, দুঃখ তবু না লাগে তাহায়। ৬০
বস্তুতে হয়েছে মন বাহ্যে বেদ্য নয়(১)
সে প্রমাণ ভাগবতে শুনহ নিশ্চয়। ৬১

শ্রীমদ্ভাগবতে

কপিলদেব বাক্যং ঃ—

দেহঞ্চ তন্নচরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎস্বরূপম্।

---

(১) বেদ্যনয়—অবগত হইবার নয়।

* অর্থাৎ জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ দেহাদির সুখ দুঃখে দৃষ্টিপাত করেন না। উক্ত চরম দশাপন্ন মহাপুরুষগণ আসনাদিতেই উপবিষ্ট থাকুন বা আসন হইতে উত্থিত হউন, কিম্বা সেই স্থান হইতে অন্যত্রে গমন করুন অথবা দৈববশতঃ আবার স্বস্থান প্রাপ্ত হউন, আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াতে, মদিরা মদান্ধ ব্যক্তি

দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতম্
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥
ভাঃ তৃয় স্ক ২৮ শ অঃ।

কুলার্ণবাগমে প্রমাণং

"যথা পঙ্গ্বন্ধ বধির ক্লীবোন্মত্তজড়োদয়ঃ
নিবসন্তি কুলেশানি যথা যোগীসতত্ত্ববিত্"।

পুনঃ তথাহি রামগীতায়াং
প্রমাণং :—

"নেতি প্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদা সমাস্বাদিত চিদ্ ঘনামৃতঃ"।
ত্যজেদশেষং জগদাত্ত সদ্রসং
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলং" ॥

যেমন তাহার কটিতটস্থিত বস্ত্র আছে কি পড়িয়া গিয়াছে জানিতে পারে না, সেইরূপ দেহ বিষয়েতে তাহার কোনই অনুসন্ধান থাকে না।

* অর্থাৎ "ইহা আত্মা নহে" ২ এই প্রকার প্রমাণ করিয়া জ্ঞানিগণ সমস্ত জগৎকে নিরাশ করিতে পারেন। জ্ঞানী এই রূপে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া চিদ্‌ঘনানন্দস্বরূপ অমৃত আস্বাদন করিবেন এবং ঐরূপে আনন্দাভিষিক্ত হইয়া সত্যানন্দ রস প্রাপ্ত হন। সুতরাং সমস্ত নামরূপাত্মক জগৎকে মিথ্যাবোধে তাহা পরিত্যাগ করিবেন। যেমন লোক জম্বীরাদি ফলের রস পান করিয়া তাহার ফলকে পরিত্যাগ করেন।

আম্র ফল খেয়ে নিম্বে রুচি নাহি হয়
তেমতি জগৎ সুখ নিন্দ্য অতিশয়। ৬২

মন। বলে শুহে জ্ঞান শুনে লাগে ধন্দ
এ জগতে নাই তবে সে সুখ সম্বন্ধ। ৬৩
সে সুখের নিদর্শন দেহ দেখাইয়া
বুঝে যদি মজে মন সাধ্যকে জানিয়া। ৬৪

জ্ঞান। ক'ন ওহে তার নিদর্শন নাই
যে খেয়েছে সে জেনেছে অন্যে সে কি পাই। ৬৫
অনুভব করে সুখ, বুঝিতে পারিবে
সাধন না করিলে দেহে বর্ত্তাতে নারিবে। ৬৬
কাম ক্রোধ আদি করি ছয় রিপু হয়
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু ভয়। ৬৭
ছয় রিপু ছয় গুণ, দ্বাদশ দুয়েতে
জগতের জন জ্বলে এবার জ্বালাতে। ৬৮
বার মাস, দিবা রাত্রি, প্রতিক্ষণ দগ্ধ
বার জ্বালা ছাড়া বল কেবা আছে স্নিগ্ধ। ৬৯
অজর অমর, ক্ষুধা তৃষ্ণাতে রহিত
শোক মোহ কামাদিতে হইয়া বর্জ্জিত। ৭০
ইথে কি আনন্দ উপজয়, ভেবে দেখ
(১) কি আকাঙ্ক্ষা বাকী তার, দুঃখ থাকে লেখ। ৭১

---

(১) যখন সাধক ভগবৎ কৃপায় সাধনার উচ্চস্তরে সমাসীন হন তখন রজস্তমোগুণোদ্ভূত কাম, ক্রোধ, শোক মোহাদি

অক্ষোভ অভয় পদ যাঁহার দর্শনে
প্রমাণ শুনহ রাম গীতার বচনে। ৭২

রাম গীতায়াং প্রমাণং:—

"এবং সদাভ্যস্ত সমাধি যোগিনো,
নিবৃত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় গোচরস্য হি।
বিনির্জ্জিতা শেষরিপোরহংসদা,
দৃশ্যো ভবেয়ং জিতষড়গুণাত্মনঃ"।

হেন মত আনন্দ সিন্ধু তাঁহাকে না খুঁজে
ক্ষণিক অনিত্য সুখে এ জগতে মজে। ৭৩
উঠে যেন স্বাদু বলি কণ্টক চিবায়
তার্ সুখ্ সঙ্গে, মুখে শোণিত বেরায়। ৭৪
সেই মত এ জগতে যত আছে সুখ
সে সুখের সঙ্গে সঙ্গে লাগি থাকে দুঃখ। ৭৫
সুখেতে ও দুঃখ দেখি তবে সুখ কই
এ সুখে কে সুখ মানে বিনা পশু বই। ৭৬

সাধকের হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে লুকাইয়া যায়—তখন মনঃ সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব মহিমান্বিত পবিত্রভাবে আপ্লুত হইয়া উঠে,—তখন আর বাসনা থাকে না, আকাঙ্ক্ষা রহে না। তাই কবি বলিতেছেন, "দুঃখ থাকে লেখ" অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় দুঃখ থাকিতে পারে কিনা বল, উদ্দেশ্য দুঃখ আদৌ থাকিতে পারে না।

শুন মন ভক্ত জন ইচ্ছাময় হয়
নিরন্তর নিত্য সঙ্গে নিবাস করয়। ৭৭
তাঁরে না দেখিলে মরে এই এক ক্ষোভ
জগতের রসে ঘৃণা নাহি তায় লোভ। ৭৮
মন—বলে "বার জ্বালা কোথা তারা গেল" ?
জ্ঞান—বলে "ফিরে তারা ভক্ত দাস হ'ল"। ৭৯
"ইচ্ছা হ'লে সেই ক্ষণে উপস্থিত হয়,
সাধকের আজ্ঞা অনুসারে সদা রয়" ৮০
দেখহ অগস্ত্য শতবর্ষ নিরাহার
ইচ্ছাতে গণ্ডুষ পান সিন্ধু হৈল যাঁর। ৮১
জহ্নু মুনি জাহ্নবীকে করিলা ভক্ষণ
দুর্ব্বাসার কোপ শাপে ইন্দ্রের পতন। ৮২
সনক সনন্দ কোপে বৈকুণ্ঠ হইতে
জয় বিজয় রাবণাদি হইল লঙ্কাতে। ৮৩
সাধকের বশে থাকে অনুগত হ'য়ে
ভজনে হইলে বাধা কোপ জন্মে গিয়ে। ৮৪
স্বামি সেবা বাধে, ক্রোধে রক্ষা নাহি হয়
(১) সাধক সামর্থ্য শুন হংস তত্ত্বে কয়। ৮৫
ভজন প্রতাপ যাঁর তাঁর তুল্য কেবা
হরি হর, ইন্দ্র গণপতি আছে যেবা। ৮৬

---

(১) হংস তত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

সাধক সামর্থ্য এ সবার অবিদিত
সর্ব্ব কর্ত্তা হর্ত্তা যোগ্য ভ্রূভঙ্গে কিঞ্চিৎ। ৮৭
যেন সে কর্ত্তার ইচ্ছা দাস ইচ্ছা তেন
দাস প্রভু এক আত্মা শুনহ প্রমাণ। ৮৮

প্রমাণং শ্রীমদ্ভাগবতে :—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি"।
৯ম স্ক, ৪র্থ অঃ

মন—বলে "জ্ঞান তুমি না হবে বিরক্ত
দাস প্রভু এক আত্মা শুনাইলে ব্যক্ত। ৮৯
কেবা হ'ল সাধ্য বস্তু কে হ'ল সাধক
একাকারে কে সাধিবে না হ'লে পৃথক্। ৯০

জ্ঞান—বলে "শুন মন বিরক্ত না হই
এ তত্ত্ব যে পুছে, শুনে, তাকে সুখী কই। ৯১
অদ্বিতীয় নিত্যানন্দ সর্ব্বরসাশ্রয়
নিজাস্বাদ কেমন সে নিজে বেদ্য নয়। ৯২
অগ্নির অর্পিত গুণ অনলে না জান
স্নিগ্ধ গুণ জল নিজে জানিবে কেমনে। ৯৩
(১) মধুর গুণ যেন নাহি জানয়ে মধুতে
নিজ আস্বাদন কেহ না জানে নিজেতে। ৯৪

---

(১) অদ্বৈতাব্যক্তাবস্থা যেথানে সমস্ত এক হইয়া যায় এক

তেন সে আনন্দ সিন্ধু অদ্বৈত নির্ম্মল ;
(১) নিত্যানন্দ কেমন সে স্বাদু কি শীতল, ৯৫

বলিবার ও কেহ থাকে না। সুতরাং সেখানে সৃষ্টি নাই। যখনই "ইচ্ছা" জন্মিল তখনি আবার সৃষ্টি ক্রিয়া চলিতে লাগিল। ব্রহ্মের এই বিকল শক্তির নাম প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতি যখন ব্রহ্মে লীন হয় তখন সৃষ্টি থাকেনা যখন প্রবুদ্ধ হয় তখন আবার সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অদ্বৈতাবস্থা সম্পূর্ণ অব্যক্ত তৎসম্বন্ধে যখন কিছু বলিতে চাই তখনি দ্বৈত ভাব আসিয়া পড়ে। সুতরাং ব্রহ্মকে বুঝিতে বা বুঝাইতে দ্বৈত ভাব ব্যতীত হইবার নহে অত্র তত্র অনিচ্ছা সত্বেও দ্বৈতভাব আসিয়া পড়ে। কারণ পৃথক ভাবকেই দ্বৈত ভাব বলা হয়। যেমন সাধক ও সাধ্য, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে আনন্দ স্বরূপ তাহা জানিবার উপায় নাই জানিতে হইলে আর এক জনের দরকার। এক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত যখন কোন দ্বিতীয় সত্তা থাকিতে পারে না তখন সেই ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্মেরই অন্য এক রূপ। সুতরাং ব্রহ্মকে কেবল ব্রহ্মই জানিতে পারেন।

বৈষ্ণবেরা গৌরাঙ্গ অবতারের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অনেকটা ঐরূপ

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌহরীন্দুঃ ॥

"বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ভগবান্ জগদাদি

এই ইচ্ছা উপস্থিতে আহ্লাদিনী শক্তি,
বর্ত্তমান সেইক্ষণে, ক'ম বেদ যুক্তি ॥ ১৬

সৃষ্টির কার্য্য কিছুই করেন না! তিনি কেবল নিত্য চিন্ময়ধামে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন। এই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর লীলার জন্য নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও পরে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর সৃষ্টি আদি যাহা হইতে হইয়া থাকে, তিনি সঙ্কর্ষন বা মহাবিষ্ণু; ইনি যুগ ধর্ম্মাদি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য দেবকীনন্দন বলরাম ও পরে নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বেদান্তমতে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুই সত্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম বস্তু হইতে যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা প্রসৃত হয়, তখন তিনি মহাবিষ্ণু বা সঙ্কর্ষণ নাম ধারণ করেন। ঐ সঙ্কর্ষণ হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিরূপে পরিণত হইলে, তদাশ্রয়ী চৈতন্য পুরুষকে বিরাট বলিয়া কল্পনা করা যায়; ইহাকে কারণার্ণবশায়ী বা প্রথম পুরুষাবতারও বলে। আবার সমস্ত সৃষ্টির অন্তরালে সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া মহাবিষ্ণুর যে চৈতন্যাংশ অবস্থিতি করে তাহার নাম গর্ভোদশায়ী, হিরণ্যগর্ভ বা দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইহাঁকে প্রদ্যুম্ন বা তৈজস পুরুষও বলে। আর সমস্ত সমষ্টি জীবান্তর্যামী পালন কর্ত্তারূপে যে চৈতন্য পুরুষ বাস করিতেছেন তিনি ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার"।

---

* ৺জগদীশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত চৈতন্য চরিতামৃত ফুটনোট হইতে উদ্ধৃত। আদি লীলার ৯ পর্ব্ব ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

প্রমাণং হংসতত্ত্ব প্রপঞ্চসারে :—

পুঃ মায়ী তন্ত্রে প্রমাণং :—

"পুরুষং ত্বাশ্রয়ং মত্বাপ্রকৃতি নিত্যমাত্মনঃ
যদাতদ্ভাব মাপ্নোতি তদাসোহংমিয়ং ভবেৎ
ইচ্ছাবুঝে জ্যোতিষে প্রকৃতি জ্যোতির্ম্ময়
সাকার প্রকৃতি জ্যোতি করিলা আশ্রয়। ৯৭
প্রকৃতিতে অনুগত হৈল হেন প্রায়
চুম্বক শিলাকে দেখে লৌহ যেন ধায়। ৯৮
প্রকৃতি পুরুষ মুক্ত রমন কারণ
"রাম" বলি দুক্ষর তাতে স্থিতি হন। ৯৯

প্রমাণং রামার্চ্চন চন্দ্রিকায়াং :—

জ্যোতি নিরাকার সেই রকার অক্ষর
সাকার প্রকৃতি তিনি মকার তাপর। ১০০
নিরাকার সাকারেতে যুক্ত হল যবে
দুয়ে সন্ধি যোগে "রাম" নাম হল তবে। ১০১
আহ্লাদ কারিণ হল শীতল স্বভাব
শীতল দায়িকা সীতা নাম হ'ল লাভ। ১০২
সীতা অন্তঃ করণেতে রামের বিহার
"রাম" নামে দোহে স্থিতি দুয়ে একাকার। ১০
রামকে জানিবে নামীরূপ রস যার
নিরাকার রাম রূপ সাকার আধার। ১০৪

সীতা রূপা সাকার এই দৃষ্ট হয় যত
সর্ব্ব দেহে অন্তর্ভূত রাম বিরহিতু। ১০৫
অংশ কলা দেহ হল বিবিধ প্রকার
নিজানন্দ আস্বাদনে জগত প্রচার (১) ১০৬
ষোল কলা পরিপূর্ণ নাম পূর্ণ চন্দ্র
কলাতে কলাতে নাম চন্দ্রের সম্বন্ধ। ১০৭
কলাতে পূর্ণিতে জ্যোতি (২) সমতা না হয়
দ্বিতীয়া তৃতীয়া চন্দ্র নাম তবু হয়। ১০৮
সেই মত আত্মা এক পুন হ'ল ভেদ
পুনঃ ভিন্ন কলা হয় যে কালে বিচ্ছেদ। ১০৯
সীতা হতে দৃষ্ট দেহ উত্তম মধ্যম
তিন গুণ আদি জীব স্থাবর জঙ্গম। ১১০
যে আধার যেমন তেমন তদাকারে
পুং জ্যোতি প্রবেশ তেন(৩)কন্যাসর্ব্বাধারে। ১১১
সিন্ধুর হইয়া বিন্দু নিজে সিন্ধু মানে
অহংজ্ঞান দৃষ্ট জন্মে আইল তার সনে। ১১২

---

(১) প্রচার=প্রকাশ; ভগবান নিজমায়া দ্বারা এই জগত সৃষ্টি করিয়া লীলা বিলাস করেন।

(২) জ্যোতে=জ্যোতিতে; অনেক স্থানে চলিত কথায় "জ্যোতি" কথার পরিবর্ত্তে "জ্যোৎ" ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(৩) তেন=সেইরূপ।

প্রমাণং রামগীতায়াং

"বিকল্প মায়ারহিতে চিদাত্মকে
হহঙ্কার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ *
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্ব কারণং
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে"।

সেই অহঙ্কার হল অজ্ঞানের মূল
সূক্ষ্ম হয়ে আপনি মানিল মহীস্থূল। ১১৩
পুরুষের কাল হয়ে মোহযুক্ত হ'ল
মোহ হেতু সে প্রকৃতি মায়া ব্যাপ্ত কৈল। ১১৪
কোথা ছিলাম কোথা এলাম আমি বটিকে
কিছু না জানিল অহং মায়া বশে সে। ১১৫
মহা সে অগ্নির কণা অবিনাশী কলা
অহং মায়া যুক্ত হয়ে পায় নানা জ্বালা। ১১৬
কোটী কোটী জন্মে ভ্রমে সামান্য বশেতে
দুঃখ সুখ ভুঞ্জে লক্ষ চৌরাশি যোনিতে। ১১৭
তবে কালে যখন জন্ময়ে হেন জ্ঞান

---

* অর্থাৎ অহংকার স্বরূপ অধ্যাসই বাস্তবিক সমস্ত বিকল্পের কারণ। কেননা ঐ কারণ স্বরূপ মায়ার সঙ্গ রহিত চিদ্রূপ নির্ব্বিকার ব্যাপক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বরূপে অথচ সমষ্টি অজ্ঞান উপস্থিত ঈশ্বর চৈতন্যে এই অহঙ্কার রূপ অধ্যাসই প্রথম কল্পিত হইয়া নিখিল জগৎ ধ্যানের কারণ স্বরূপ হইতেছে।

কেবা আমি ভ্রমি কোথা কোথা মোর স্থান। ১১৮
সদ্ গুরু হইয়া তত্ত্ব দেখান তাহায়
সে পথে যে চলে সে প্রবর্ত্ত বলি তায়। ১১৯
সাধনের অঙ্গ পূর্ব্বে তোমায় বলিল
সে সাধন কৈল যে সাধক বলাল। ১২০
সাধনের বল যেবা করিল প্রত্যক্ষ
সিদ্ধ দশা তারে বলি সে সকলে দক্ষ। ১২১
তারপর সুখ আর নাহি সংসারেতে
তাহার লক্ষণ চিহ্ন বলেছি পূর্ব্বেতে। ১২২
বিষয় আনন্দ আর ভজন আনন্দ
ব্রহ্মানন্দ তাতে লীন ত্রিবিধ প্রবন্ধ। ১২৩
বিষয় আনন্দ জীব প্রতি ভাল হায়
অনিত্য ক্ষণিক দাসে ঘৃণা করে তায়। ১২৪
ব্রহ্মানন্দ তাতে লীন তদাকার ময়
তাতে সুখ জানা গেলে এ সৃষ্টি কি হয়। ১২৫
বিষয় আনন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ত্যজে
ভজন আনন্দে তেঁই দাস থাকে মজে। ১২৬
শুক সনকাদি ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ
তারা কি না জানে ব্রহ্মানন্দে কত স্বাদ। ১২৭
পক্ব আম্র বীজে ত্বচে (১) নাহি যেন স্বাদ

(১) ত্বচে = খোসা।

মধ্যে রস পানে যেন পরম আহ্লাদ। ১২৮
বীজে স্বাদ ব্রহ্মে লীন আচা জীব রস
মধ্যেতে ভজনানন্দ কর্ত্তা যাতে বশ। ১২৯
এই মত সেধে (১) সাধক পূর্ণকলা।
নিজে আস্বাদিতে পূর্ণ কলা ভিন্ন হল্যা। ১৩০
কর্ত্তা যদি আত্মসম করিবারে চায়
দাস তার মর্ম্ম জানে সে পথে না ধায়। ১৩১
ক্ষণে নব নব সুখ যাহার দর্শনে
সুখ শূন্য জলে জল মিলা ব্রহ্ম লীনে। ১৩২

প্রমাণং

শ্রীমদ্ভাগবতে

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যেকত্বমপ্যুত
দীয়মানং গৃহ্ণন্তি মৎসেবনং জনাঃ"।

ভাঃ তৃয় স্ক ২৯শ অঃ

---

(১) সেধে—সাধন করিয়া।

× সালোক্য—একলোকে অবস্থিতি রূপ মুক্তি।
সার্ষ্টি=তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিরূপ মুক্তি।
সারূপ্য=সমানরূপ প্রাপ্তিরূপ মুক্তি।
সামীপ্য—সমীপে অবস্থিতি।
একত্ব—সাযুজ্য।

পুনশ্চ হনুমদ্বাক্যং :—

"..........স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে
ভবার্ণ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে"।

কর্ত্তাক'ন প্রেমে দাসে তুমি আমি একই
সেবে বশ কৈলে এস একাকারে থাকি। ১৩৩
সাদ বলে ফাঁস গলে নাহি দেহ প্রভু
শ্রদ্ধাতে বলিছ কিন্তু সম নহি কভু। ১৩৪

প্রমাণং :—

"সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং মামকীনস্ত্বং
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচনো সমুদ্র স্তারঙ্গঃ"।

তব কলা অসংখ্যেতে মোহেন অনন্ত
আপনি অগাধ সিন্ধু অদ্বৈত স্বতন্ত্র। ১৩৫
তোমাহ'তে আমি তুমি নও আমাহ'তে
সিন্ধুতে জন্মায় ঢেউ, ঢেউ কি সিন্ধুতে। ১৩৬
ভজনানন্দের রস যেজন পেয়েছে
ব্রহ্মানন্দ জীবানন্দ তুচ্ছ তার কাছে। ১৩৭
মন—বলে তবে জ্ঞান দাস পদ সার
ইহার অধিক কিছু কথা আছে আর। ১৩৮
জ্ঞান বলে শুন মন মধুর ভজন
দাস শব্দ পুংলিঙ্গ বাচক শুদ্ধন'ন। ১৩৯
এক বই পুরুষ দ্বিতীয় কেবা আছে
দাসি এ পুংলিঙ্গ বাক্য না জানি বলিছে। ১৪০

ব্রহ্মা হ'তে কীট সীমা জীব নাম যারি
সমস্ত প্রকৃতি পূর্ণময় এ সংসার। ১৪১

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রমাণং :—

"গোলক নাথ শ্রীকৃষ্ণঃ পরিপূর্ণতম স্বয়ং
বরং যস্য কলাঃপুংসঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরঃ
মহান বিরাট যদংশশ্চ যল্লোম বিবরে জগৎ
কলাংশ কোঽপিতে দুর্গে কলাংশাংশ্চ কেনচ
চরাচর জগৎ সর্ব্বং ততস্তেন বিনায়কুঃ"।
ইথে যে রমেন রাম পুরুষ অদ্বৈত
তদ্ভিন্ন প্রকৃতি পরিপূর্ণ এ জগত। ১৪২

প্রমাণং গীতায়াং :—

"ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥
অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেপরাং।
জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং বার্য্যতে জগৎ"॥
ভূমি জল অনল অনিল ব্যোম মন
বুদ্ধি অহংকার এ অপরা অষ্ট হ'ন। ১৪৩
নবম সে'পরা শক্তি জীব নাম যা'র
তাই বলি প্রকৃতি ব্যাপ্ত এ সংসার। ১৪৪
পুরুষ প্রকৃতি হৈল আপন কলাতে
যে হয়েছে সে বলিল গীতা ভাগবতে। ১৪৫

ওহে মন তুমি বট ষষ্ঠ সে প্রকৃতি
নবম প্রকৃতি জীবে সেব দিবারাতি। ১৪৬
প্রকৃতি স্বরূপে রাম দিলা দরশন
প্রকৃতি গুণেতে যুক্ত হলে দৃষ্ট হ'ন। ১৪৭

প্রমাণং অধ্যাত্ম রামায়ণে
দুর্গা প্রতি শিব বাক্যং

"রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচত্যাকাঙ্ক্ষতে
ত্যজতি ন করোতি কিঞ্চিৎ
আনন্দ মূর্ত্তি রচলং পরিণাম হীন
মায়াগুণানুগতো যথা বিভাতি" ॥

স্ত্রী পুংলিঙ্গ নপুংসক দেহে দৃষ্টগত
সকল জগন্ময় প্রকৃতি ব্যাপিত। ১৪৮
সর্ব্ব দেহ অভ্যন্তরে রমেন সে রাম
তিঁহো সে পুরুষ এক সকলে বিশ্রাম। ১৪৯

প্রমাণং :—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্।
কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতু রুচ্যতে॥
পুরুষঃ প্রকৃতি স্থোহি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান গুণান্
কারণং গুণ সংঙ্গোহস্য সদ সদ্ যোনি জন্মসু"।
গীতা ১৩শ অঃ।

স্ত্রী পুরুষ দৃষ্টে দেখ সে কেবল ভ্রম
নানা দেহ উপাদান ক্রম উপক্রম। ১৫০
এই জীব চৌরাশী লক্ষতে জন্ম লৈল
যখন যেমন কর্ম্ম যোগ্য দেহ পাইল। ১৫১

প্রমাণং অধ্যাত্ম
রামায়ণে ঃ—

"নস্ত্রী পুমান বাষণ্ডো বা জীবো নিত্যঃ সনার্তন"।

এ দেহস্থ জীব ইঁহো কোন লিঙ্গ নন
যে ভাব উদয় হয় তদাকার হন। ১৫২

প্রমাণং ঃ—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ"।
গীঃ ৮ম অঃ।

মৃত্যু কালে উপস্থিত হয় জন ভাব
ভাবেতে আসক্ত হয়ে সেই দেহ লাভ। ১৫৩
তত্তরূপ ধরে দেহ ভাবে ক্ষণে ক্ষণে
* * * * ১৫৪
কুমতি সুমতিগণ চতুর্বিংশ তত্ত্ব
যত যত ভাব আছে ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত। ১৫৫
সর্ব্বভাব নিরাকার দৃষ্ট গম্য নন
কালে কালে এই দেহে সবে দৃষ্ট হন। ১৫৬

সকলের আধার বটয়ে এই দেহ
স্ত্রী পুংলিঙ্গ কেবল না জান দেহ সেহ। ১৫৭
শরীর ভিতর নিরাকারের বাজারে
যে ভাব উদয় হয় দেহ তদাকারে। ১৫৮
সত্ত্বের উদয়ে দেহ পরম শীতল
রোমাঞ্চ পুলক অশ্রু প্রসন্ন কোমল। ১৫৯
রজের উদয়ে বিষয়েতে চিত্ত যুক্ত
ব্যাপার না পেলে হয় কেবল বিরক্ত। ১৬০
তম গুণে যম সম দেখি লাগে ভয়
মুখ চক্ষু বিবর্ণ সে দেহ যেন নয়। ১৬১
লাবণ্য শীতল গুণ সে কালে পলায়
অগ্নি তুল্য দারাসুত নিকটে না যায়। ১৬২
লজ্জার উদয় হলে নারী তুল্য হয়
জিহ্বা কাটে বদন লুকায়ে ফিরে রয়। ১৬৩
উচ্চ জন দেখে হয় দীন হীন অতি
তৃণ দন্তে গলে বস্ত্র লয়ে করে স্তুতি। ১৬৪
নীচ জন দেখি করে দম্ভ অহংকার
আমি সবা বড় আমাধিক কেবা আর। ১৬৫
মিত্রে দেখি দেহে দেহে করে আলিঙ্গন
তার মন হরে হেন বলয়ে বচন। ১৬৬
নারী সঙ্গ হলে কত লাবণ্য ধরয়
কতেক রচিব আমি বিস্তারের ভয়। ১৬৭

স্ত্রী পুংলিঙ্গ দেহ যত কর্ম্ম বশে হয়
তাহাতে না ভুল দেহ সর্ব্বাধারময়। ১৬৮
দেখ নর নারী সবে সম কাম ক্রোধ
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রালস্য সমান প্রবোধ। ১৬৯
নর চিহ্ন নারীতে নারীর চিহ্ন নরে
প্রকটে নহে বলিব ভাবিহ মনে করে। ১৭০
সম চেষ্টা, সম সুখ, উভয়ে প্রকৃতি
দোঁহা দোঁহে তোষে দোঁহা প্রকৃতি আকৃতি। ১৭১
নানা দেহ ধরি জীব ভ্রময়ে ভারতে
মশক হইতে ইন্দ্র কর্ম্মের বশেতে। ১৭২

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে প্রমাণং ঃ—

"সর্ব্বে স্বকর্ম্মনঃ সাধ্বী ভুঞ্জতে তপসঃ ফলম্
শুভাশুভঞ্চ যৎকর্ম্ম কোটিকল্পৈর্ণলুপ্যতে।
কর্ম্মনা জায়তে জন্তু ব্রহ্মেন্দ্র সূর্য্য মন্দিরে।
কর্ম্মনা নরগেহেষু পশ্বাদিশ্চ স্বকর্ম্মনা॥
কর্ম্মনা ধনবান্ লোকে দৈন্যযুক্তঃ স্বকর্ম্মন
কর্ম্মনা সৎ কুটম্বী চ কর্ম্মনা বন্ধ কণ্টক॥
সদ্ভার্য্যকঃ সুপুত্রী চ সুখীশশ্বৎ স্বকর্ম্মনা।
অপুত্রক কুস্ত্রীমান নিস্ত্রীকশ্চ স্বকর্ম্মনা
কর্ম্মনা সুন্দর শশ্বদ্ব্যাধিযুক্ত স্বকর্ম্মনা।
কর্ম্মনা বিষয়ী জাতোনির্লিপ্তশ্চে স্বকর্ম্মনা

স্ব কর্ম্মনা সাঙ্গ পূর্ণা স্বাঙ্গহীনঃ স্বকর্ম্মণা
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্তং জগদ্ভুক্ত স্বকর্ম্মনা ॥
উপস্থিতো ভবেন্নিত্যং প্রতিযোনৈশুভাশুভং
স্বকর্ম্মণা কীটযোনৌ ইন্দ্র জন্ম লভেৎ সতি ॥
কীটশ্চাপি ভবেদিন্দ্রঃ পূর্ব্বকর্ম্মফলৈ নরৈঃ ।
সিংহোঽপি মক্ষিকা হন্তুমক্ষমঃ প্রাক্তনং বিনা
মশকঃ হস্তিনং হন্তুং ক্ষমশ্চ প্রক্তে নৈনচ ॥"

যত দেখ শুন সবে সর্ব্ব কর্ম্ম ময়
কতেক বলিব ইহা সীমা কি আছয়। ১৭৩
কর্ম্মেতে উদ্ভব দেহ প্রকৃতি সকলি
আর কিছু দেখহ প্রত্যক্ষ যাহা বলি। ১৭৪
স্ত্রী পুরুষ জগতে যতেক বার হ'লে
যে যে জন্মে যে দেহে যে স্বভাব পাইলে। ১৭৫
সকল স্বভাব এই দেহ সঙ্গে আছে
একে একে বিবেচনা করে বুঝ কাছে। ১৭৬
যথা যথা অপমান পেয়ে সহ্য কর
স্থাবরের গুণে মনাগ্নি মনে ধর। ১৭৭
জঙ্গম, সর্পাদি বিছা ক্রূর কীট যত
খলতা স্বভাব হয়ে দেহে আবির্ভূত। ১৭৮
শূকর স্বভাব যত অমেধ্য ভক্ষণ
কুক্কুর স্বভাবে সদা কুন্দলি লক্ষণ। ১৭৯

গো, মহিষ, ছাগদের স্বভাবের বশে
অগম্য গমন করে, মুগ্ধ কাম রসে। ১৮০
জীব হিংসা করে যেবা ব্যাঘ্রের স্বভাবে
ডাকিনী স্বভাবে যত ব্যাঘ্রিণী জানিবে। ১৮১
গর্দ্দভ স্বভাবে শীত গ্রীষ্ম নাহি মানে
দিবা নিশি শ্রম করে অর্থ উপার্জ্জনে। ১৮২
বৃক্ষ উঠে ডালে ডালে বানরের গুণে
জলচর মৎস্যাদির গুণে সন্তরণে। ১৮৩
পক্ষাদি স্বভাবে ধাবমান দেশে দেশে
অজগর গুণে অলসেতে থাকে বসে। ১৮৪
লোভ করি মিষ্ট বস্তু চুরি করি খায়
লোকে ছিছি করে সে বিড়াল গুণ যার। ১৮৫
লাথি খায় ঝাটা খায় তথাচ না ছাড়ে
লাজ হীন পূর্ব্বের স্বভাব পুনঃ বেড়ে। ১৮৬
অন্য জীবে আপনাতে দেখ বর্ত্তাইয়া
সবার স্বভাব পাবে মনুষ্যে খুঁজিয়া। ১৮৭
পৃথিবীর নদী যথা সমুদ্রে মিশায়
চৌরাশী লক্ষ যোনীর স্বভাব এই কায়। ১৮৮
সর্ব্ব পুষ্প রস্বে যেন মধু উপাদান
এই নর দেহে তেন সর্ব্ব অধিষ্ঠান। ১৮৯
কতেক বলিব মন বিস্তার এ কথা
একাধারে সকলে আছয়ে হার গাঁথা। ১৯০

প্রমাণং :—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুনাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে"

সর্ব্বোত্তম নর দেহ যার পর নাই
সর্ব্ব রূপ রস বর্ত্তমান এক ঠাঁই। ১৯১
এ দেহ পাইয়া যদি ভ্রমে ভুলি গেল
আত্মঘাতী বলি তারে বেদেতে বলিল। ১৯২
বালক, যুবক, জরা, গর্ভবাসী যত
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ দেবতা যে দৃষ্টতঃ। ১৯৩
(১) সকলে হইবে নাশ এ সব অনিত্য
ওহে মন আমার কথাতে রাখ চিত্ত। ১৯৪
দৈবাধীন দেখ সব এ বিশ্ব সংসার
দৈবী যা'তে নাশ হয় সে করে বিচার। ১৯৫

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে

কার্ত্তিকেয়ং প্রতি :—

"দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্ম কর্ম্ম শুভাশুভং
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরংবলং"।

---

(১) মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"অষ্ট কুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্মা পুরন্দর দিন কর রুদ্রাঃ
নত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ"

পেয়েছ দুর্লভ দেহ যার পর নাই
কপিল দেবের যোগ তোমারে শুনাই। ১৯৬
কে হতে ক্রমে ক্রমে কে অতি উত্তম
শ্রীশ্রীভাগবতে শুন তার ক্রম। ১৯৭

"জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
অত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যোগন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদোবরাঃ।
রূপ ভেদ বিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ;
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততোদ্বিপাৎ।
ততো বর্ণাশ্চ চত্বার স্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃত্।
মুক্ত সঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্ত কর্ম্মনঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ॥
মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥
ভাঃ তৃতীয় স্কঃ ২৯শ অঃ।

"স্থাবরেতে শিলাবৃক্ষ ভেদ দুই মত
অজীব পাষাণ, বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ জীবযুত। ১৯৮

বৃক্ষ হ'তে শ্রেষ্ঠ যে জঙ্গম যা'তে প্রাণ
(১) প্রাণী হ'তে সচেতন তাহার প্রধান। ১৯৯
ইন্দ্রিয়তে বোধ যার শ্রেষ্ঠ তাহা হ'তে
স্পর্শ জ্ঞান হয় যার সে অধিক তা হ'তে। ২০০
স্পর্শজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ রসবেত্তা হয়
ততোধিক গন্ধবেত্তা জানিহ নিশ্চয়। ২০১
গন্ধবেত্তা হ'তে শব্দবেত্তা অতিরেক
তাহা হ'তে রূপবেত্তা শুন এক এক। ২০২
শব্দরূপ দুই জ্ঞাত শ্রেষ্ঠ তাহা হ'তে
বহুপদ শ্রেষ্ঠ হয় পূর্ব্বোক্ত হইতে। ২০৩
বহুপদ হ'তে জেন দ্বিপদ্ সে শ্রেষ্ঠ
দ্বিপদে সে চারিবর্ণ তাহার উৎকৃষ্ট। ২০৪
চারিবর্ণ মধ্যেতে ব্রাহ্মণ সর্ব্বোত্তম
ব্রাহ্মণেতে বেদজ্ঞ সে ততোধিকক্রম। ২০৫
বেদজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থজ্ঞাত যে
সংশয় নাশয়ে যে অর্থজ্ঞ হ'তে সে। ২০৬
তা'তে হ'তে অধিক স্বধর্ম্ম আচরণ
ততোধিক তিঁহো জিঁহো মুক্তসঙ্গ হ'ন। ২০৭

---

(১) অচেতন পদার্থেও প্রাণ আছে কারণ তাহা ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। "সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ"।
কিন্তু যে সকল পদার্থ চৈতন্য যুক্ত তাহারাই শ্রেষ্ঠ।
"ভূতানামস্মি চেতনা"।

তা'তে হ'তে শ্রেষ্ঠ যার নাহিক সংশয়
(১) অদোষ্কা হইয়া আত্মারামেতে আশ্রয়। ২০৮
আশ্রয় লইয়া ভূতে ক্রিয়া সমর্পিয়া
নিরন্তর বস্তুযুক্তে থাকে প্রেমি হয়্যা।
তারপর নাই আর সার এ জগতে
ঈশ্বরে করিলা নতি জেনে সর্ব্বভূতে। ২১০
দেবহুতী মাতারে কপিল দেব কৈল
সে তত্ত্ব তোমারে আমি সব শুনাইনু। ২১১
দেখ দেখি কত যোনী ভ্রমিয়া আইলে
কতকালে পুণ্যফলে নর বপু পাইলে। ২১২
তা'তে দ্বিজ-দেহ মন অতি সে দুর্লভ
পুনঃ রামমন্ত্র প্রাপ্তি মহা অসম্ভব। ২১৩
বেদজ্ঞ, অর্থজ্ঞ আর সংশয় নাশন
বস্তুতে নিবিষ্ট চিত্ত তাহার সাধন। ২১৪
তা'তে ভক্তসঙ্গে পেলে ভাগ্যবান্ তুমি
সদ্‌গুরু করুন কৃপা বলিতেছি আমি। ২১৫
প্রতিজ্ঞা করিল পূর্ব্বে জননী গোচরে
সেই জন্য নানা ভেদ বলিনু তোমারে। ২১৬
ম'লে মুক্ত হবে তার প্রত্যয় কি হয়
জিয়ন্তেতে মুক্ত বিনা মনে না লাগয়। ২১৭

---

(১) অদোষ্কা—নিষ্কাম।

বায়ু জ্বালা মুক্ত হ'লে মুক্ত বলি তায়
প্রকৃতি আশ্রয় বিনা এ জ্বালা না যায়। ২১৮
প্রকৃতি স্বরূপে রাম দেখ বর্ত্তমান
রসরাজ স্ত্রী পুরুষ যোগে অধিষ্ঠান। ২১৯
স্ত্রী চিহ্ন পুরুষ চিহ্ন একযোগে দেখ
প্রকটে বলিব কত মন মধ্যে রাখ। ২২০
রসরাজ সীতারাম একাকার ময়
পুরুষ ভাবেতে সেবা তার না কি হয়। ২২১
সেবা যোগ্যা দাসী তুমি সেব রসরাজে
অবলা কোমল ভাব ধর হৃদি মাঝে। ২২২
সেবাতে আসক্ত হ'লে আপনা হারাবে
কিসে তার সুখ হয় আপনি স্ফুরিবে। ২২৩
তা'তে মন ডুবিলে সে মন হবে তার
তব মন তাঁর হ'লে কি অজ্ঞাত আর। ২২৪
সাধন বলেছি পূর্ব্বে তা'তে স্থিতি কর
জিয়ন্তেতে মুক্ত হয়ে যথেচ্ছ আচর। ২২৫

কুলার্ণবে :—

প্রমাণ—

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যান ধারিণা।
জপস্তুতি স্যাদধমা হোম পূজাধমাধমা॥
উত্তমাতত্ত্ব চিন্তাস্তদ্ জপ চিন্তা চ মধ্যমা।
শাস্ত্র চিন্তা ধমমত্তয়া লোকচিন্তা ধমাধমা॥

জপ কোটী সমং ধ্যানং ধ্যান কোটি সমংলয়।
নহি ধ্যানং পরোমন্ত্র ন দেব আত্মনঃপরঃ॥
মন্ত্রোদকৈর্বিনা সন্ধ্যা জপহোমৈর্বিনা তপঃ।
উপচারৈর্বিনা প্রজা যোগী নিত্য সমাচারং॥

শ্লোক মর্ম্মজেনে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ত্যাগ
নিরন্তর বস্তুতেঁ করহ অনুরাগ। ২২৬
জ্ঞান বলে এতক্ষণে আমার বিদায়,
প্রণাম করহ তুমি সদ্‌গুরুর পায়। ২২৭
অখণ্ড মণ্ডলাকর ব্যপ্ত চরাচর
সে পদ দর্শালে জিঁহো সদ্‌গুরু ঈশ্বর। ২২৮
তাঁহার চরণে ধর্ম্মাধর্ম্ম সমর্পণে
অনন্ত অনন্ত নতি শ্রীগুরু চরণে। ২২৯
শ্রীআচার্য্য সদ্‌গুরুর কৃপাবলোকনে
জড় মূর্খ মুখে যেবা করিলা উদ্দীপনে। ২৩০
যতনে নিখিল পাত্রে করহ প্রকাশ
অন্ত উপাসিক শুনে হবে সর্ব্বনাশ। ২৩১
নিন্দুক পাষণ্ডে সদা সাবধানে র'বে
বিজাতীয়ে শুনাইলে গুরু দ্রোহী হবে। ২৩২
জগতের বার জ্বালা নাশের কারণ
বারটী উল্লাসে গ্রন্থ আত্মবোধ হ'ন। ২৩৩
মৃত সঞ্জীবনী কিম্বা বিশল্য করণী
অমৃত অধিক গুণ জগৎ পাবনী। ২৩৪

কোটী কোটী জন্ম যা'র পূর্ব্ব সংস্কার
এই গ্রন্থ শুনে মনে রুচি হবে তার। ২৩৫
মহানুভাবের সঙ্গে এ গ্রন্থের মর্ম্ম
সামান্য জীবের নহে জজা এই ধর্ম্ম। ২৩৬
আত্মবোধ নাম গ্রন্থ সতত পাঠেতে
অবশ্য হইবে বোধ গ্রন্থের কৃপাতে। ২৩৭
উল্লাসে উল্লাসে কথা প্রত্যক্ষ সকল
কথা শুনে চক্ষে দেখ দৃষ্টান্তে কেবল। ২৩৮
মনে জ্ঞানে উক্তিতে এই গ্রন্থ উপাদান
সেই মন জ্ঞান সর্ব্ব ঘটে অধিষ্ঠান। ২৩৯
সকলেরি মন তেঁই শুনে হর্ষ হবে
আপনার কথা বলে মনে মেনে লবে। ২৪০
সর্ব্ব মনে সব জানে কিন্তু আছে ভুলে
অবশ্য উদয় হবে একথা শুনিলে। ২৪১
এক বই দুই মন জগতের নয়
নিজ কথা হ'লে নিজে কেবা না মানয়। ২৪২
আপনাতে ঘটাইয়া বলিল যে তত্ত্ব
যে শুনিবে সে নিজেতে বর্ত্তাও সমস্ত। ২৪৩
তবে সে জানিবে রস নিজে বর্ত্তাইলে
আত্মাবোধ নাম গ্রন্থ আত্মবোধ হ'লে। ২৪৪
সবার মনের দাস মোর মন হয়
সর্ব্ব মন স্মরণার্থে প্রীত জন্যে কয়। ২৪৫

আপন আপন মন কাছে বুঝি লহ
মন মোর রামে মজে আশীর্ব্বাদ দেহ। ২৪৬
সতেরশ নবম শকে পৌষ পৌর্ণমাসী
আত্মবোধ রচিল জগদ্রাম দাসী ॥ ২৪৭

ইতি আত্মবোধে
জগৎ প্রকাশকে দ্বাদশ উল্লাস
সমাপ্ত।
সম্পূর্ণম্।



যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গ পদক্রমো পনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ১
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥ ২
বসুদেব সুতং দেবং কংসচানূর মর্দ্দনম্।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥ ৩

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি,
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি,
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি॥ ৪

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমল মমলং সর্ব্বদা সাক্ষি ভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥ ৫
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥ ৬

হৃদম্বুজে কর্ণিকা মধ্য সংস্থং
সিংহাসনে সংস্থিত দিব্য মূর্ত্তিম্।
ধ্যায়েদ্গুরুং চন্দ্র কলা বতংসং
সচ্চিৎ সুখাভীষ্টবর প্রদানম্॥ ৭

শ্বেতাম্বরং শ্বেত বিলেপ যুক্তং
মুক্তা ফলা ভূষিত দিব্য মূর্ত্তিম্।
বামাঙ্কপীঠে স্থিত দিব্য শক্তিং
মন্দস্মিতং পূর্ণ কৃপা নিধানম্ ॥ ৮
আনন্দ মানন্দ করং প্রসন্নং
জ্ঞান স্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥ ৯

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১০
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ১১
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১২
জ্ঞান শক্তি সমারূঢ়ং তত্ত্ব মালা বিভূষিতম্।
ভুক্তিমুক্তি প্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ১৩
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায় নিরুদ্ধায় তুভ্যং ভবতে নমঃ ॥ ১৪